ক
১৬৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

শরণং।

অনলা প্রবলা নামক গ্রন্থ।

এই অভিনব গ্রন্থ কলাগড়ি নিবাসি শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুসাধু শব্দ সঙ্কলনে নানাবিধ পাদ্য ছন্দে বিরচিত হইয়া

গ্রন্থকারের পরম সুহৃদ কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ বসু ও বাবু শ্রীনারায়ণ বসু মহাশয় দিগের বিশেষ সহায়তায় কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভুবন মোহিনী যন্ত্রে মুদ্রিত

সন ১২৬৩ সাল তারিখ ২০ চৈত্র

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রীটে ২৩নং ভবনে গ্রন্থকারের নিকট তত্ব করিলে পাইবেন।।

নির্ঘণ্ট ॥

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অথ গণেশ বন্দনা	১
অথ সর্ব্বদেব বন্দনা	৩
অথ আত্ম পরিচয়	১০
অথ গ্রন্থের সূচনা	১১
অথ গুণিগণের প্রতি নিবেদন	১৫
অথ গ্রন্থারম্ভ	১৮
অথ [illegible] পুত্র [illegible] ও তাহার সংক্ষিপ্ত কথা	২৯
অথ রাজকন্যার গায়ে হরিদ্রা	৩৬
অথ রাজপুত্রের গায় হরিদ্রা	৪১
অথ রাজপুত্রের কাঞ্চন নগরাগমন	৪৫
অথ স্ত্রী আচার ও পাতি নিবা	৫৫
অথ রাজকন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ	৬৭
অথ বর কন্যার বাসরে গমন	৭১
অথ ফুল শয্যা	৭৯
অথ রাজা গৌরীকান্তের সভা বর্ণনা	৯১
অথ গুণসার রাজার স্বদেশে পুনরাগমন	৯৩
অথ মনোহরের নগর ভ্রমণ ছলে কাঞ্চন নগর বর্ণনা	৯৭
অথ মনোহরের বন ভ্রমণে যাত্রা	১০৭

নির্ঘণ্ট

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অথ সুলোচনা সখীর সহিত মনোহরের কথোপকথন	১২৩
অথ মনোহরের নারী বেশ ধারণ	১৩৪
অথ মনোহরের নারী বেশে রাজকন্যা মনোমোহিনীর অন্তঃপুরে প্রবেশ	১৪১
অথ মনোমোহিনীর বাসর সজ্জা	১৪৮
অথ মনোমোহার বেশ বিন্যাস	১৫০
অথ মোহিনীর সহিত মনোহরের মাল্য বদল	১৫২
অথ সখীগণের মনোহরের নিকট পরিচয়	১৬১
অথ মনোমোহিনার সহিত মনোহরের বিলাস সূচনা	১৬৪
অথ মনোমোহিনীর সহিত মনোহরের সম্বেশন	১৬৭
অথ মনোহরের প্রতি মনোমোহিনীর মান	১৭০
অথ মনোমোহিনীর মান ভঞ্জন	১৭৩
অথ শশিমুখীর বিরহ	১৭৬
অথ শশিমুখীর স্বামির অন্বেষণের পরামর্শ	১৮২
অথ শশিমুখীর কালী স্তব	১৮৬
অথ শশিমুখার স্বামির অন্বেষণে যাত্রা	১৮৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অথ শশিমুখীর সদাগর বেশে দিনমণি নগরে প্রবেশ ও রাজার সহিত সাক্ষাত	১৯৩
অথ কান্ত সদাগরের বিবাহ	১৯৮
অথ সদাগর ও সুন্দরীর কথোপকথন	২০৪
অথ কান্ত সদাগরের নিকট সুন্দরীর যুবক বেশে দাসত্ব স্বীকার	২০৯
অথ কান্ত সদাগরের হরিশ্চন্দ্র নৃপতির নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বদেশ যাত্রা	২১৪
অথ কান্ত সদাগরের নিকট হইতে মনোহরের দাসত্ব মোচন	২১৭
অথ মনোহরের শ্বশুরালয়ে গমন	২২৩
অথ মনোমোহিনীর বিরহ বর্ণনা	২৩৫
অথ মনোহরের নিকট মনোমোহিনীর পত্র লেখা	২৩৭
অথ মনোহরের নিকট চন্দ্রমালার আগমন	২৩৮
অথ মনোহরের স্বদেশে গমন ও মনোমোহিনীর সহিত পুনর্মিলন	২৪২
অথ গ্রন্থ সমাপ্তঃ	২৪৭

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ॥

অবলা প্রবলা নামক গ্রন্থের অনুক্রমণিকা।

মধুলোলুপগণ যাদৃক্ নূতনং পুষ্পরসাস্বাদনেও পরিতোষ প্রাপ্ত হয় না, এবং নয়ন যেমন প্রত্যহ নূতনং পদার্থাবলোকন করিলেও উপরতি স্বীকার করে না, মন সেইরূপ নূতনং কাব্যামৃত পানে এবং নূতনং প্রস্তাবনেতিহাসাদি শ্রবণে কস্মিনকালেও আশোপরত হয় না, সুতরাং মনুষ্যজাতির নূতনেতিহ শ্রবণ-রসানুভবাকাঙ্ক্ষা এক প্রকার স্বভাব-সিদ্ধ এক বৃত্তিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, যাহা হউক যখন অনেক ব্যক্তিই কোন অভিনব উপন্যাস বা বাক্যানুষ্ঠাণের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন এই "অবলা প্রবলা" নামক গ্রন্থ যাহা মৎকর্তৃক পয়ারাদি নানাবিধ পদ্য ছন্দে বিরচিত

হইয়া প্রকাশ হইতেছে বোধ করি যুক্তি পক্ষে নিতান্ত অনভিনীত নহে। এই গ্রন্থ যদিও কোন বিশেষ নীতিজ্ঞানোপদেশক নহে তথাপি এতাদৃশ সুশ্রাব্য বিবরণ সম্পন্ন হইয়াছে যে তৎপাঠে সুরসিক শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণে অবশ্যই হর্ষোদয় হইবেক, এজন্য বিচক্ষণ গুণজ্ঞ সভ্যভব্য মহাশয়গণের নিকট প্রার্থনীয় যে তাঁহারা স্বস্ব নির্ম্মলান্তঃকরণের গুণে এতৎ গ্রন্থের মধ্যে ভ্রম বা অজ্ঞানতা বশতঃ যে ত্রুটি তাহা রিপহার পূর্ব্বক অস্মদ্ প্রতি প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে উৎসাহ প্রদান করেন, যেহেতু গ্রন্থ রচনায় আমার এই প্রথমোদ্যম, অধিকন্তু সাধারণের উৎসাহ দৃষ্টি হইলে এতদ্বিষয়ের অধ্যবসায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে পারে যাহাতে আমি আপন পরিশ্রমের সার্থক্যোপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যতে অন্যান্য নীতি প্রদর্শক গ্রন্থাদি বিরচনে প্রবৃত্ত হইতে পারি ॥

কলিকাতা।	নিবেদক
শ্যামবাজার	শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায়
২০ চৈত্র।	নিবাস বলাগড়ি।
শকাব্দা ১৭৭৮।	পরগনে রায়পুর
	জেলা হুগলি ॥

শরণং।

কৃতজ্ঞতা॥

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শ্যামবাজার নিবাসি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আমার এই গ্রন্থ সংশোধনে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অপিচ, যে সকল মহাশয়েরা গ্রন্থ গ্রহণে অঙ্গীকৃত হইয়া অনুষ্ঠান পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যদিও বাহুল্য প্রযুক্ত তত্তাবতের নামোল্লেখে অক্ষম হইলাম বটে, তথাপি শ্যামবাজারস্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ বসু এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনারায়ণ বসু মহাশয় দ্বয়েঃর নাম প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না, যেহেতু এতদুভয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মদীয় গ্রন্থ কদাপি আশু প্রকাশিত হইত না। এই মহোদয় দ্বয় মৎপ্রতি যে প্রকার সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বর্ণ্ণনে কাষ্ঠের লেখনী ও অশক্তা, বিশেষতঃ শেষোক্ত মহাত্মার গুণস্মরণ হইলে আমার চিত্ত এক অপূর্ব্ব রসে আর্দ্র হইতেথাকে। কিমধিকং ইতি। সম্বৎ ১৯১৩। তারিখ ২০ চৈত্র

শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায়।

কিসে ভদ্র হবে। বরদেহ করি যাত্রা তবে ।। তুমি বিশ্বরূপা সুরূপা রমণী। ও রূপে কি রূপে কবগো জননি ।। কিবা কাঞ্চন নূপুর যুগ্ম পদে। স্মরণে স্মরণে লভে ব্রহ্ম পদে ।। তাহে কণ্ঠ সুবেষ্টিত মুণ্ডমালে। ভাবেতে ভাবিনি ভুবনে ভুলালে ।। আমারে ভুলালে এ কলঙ্ক রবে। বরদেহ করি যাত্রা তবে ।। অবলা রমণী আমি গো জননি। চরণে রেখ মা হরের ঘরণি ।। উমা কাত্যায়ণী গিরিনন্দিনী মা। বেদে নাহি জানে গুণের গরিমা ।। ওগো বুদ্ধিরূপা নাহি বুদ্ধি মম। ওভীমা করি মা পাদ পদ্মে নমঃ ।। ঠেলিয়া ফেলিলে লোকে মন্দ কবে। বরদেহ করি যাত্রা তবে ।। তুমি চণ্ডিকে চণ্ড বিনাশিনী গো। তুমি ভুতেশ্বর হৃদি বাসিনী গো ।। তুমি ভৈরবী ভদ্রাণী রুদ্রাণী গো। শ্যামা লক্ষ্মী সরস্বতী সর্বাণী গো ।। যাইতে জননি নিজ কান্ত পাশে। দেখ মা যেন শত্রু দলে না হাসে ।। তা হলে বগলে কেবা নাম লবে। বরদেহ করি যাত্রা তবে ।। শিব বক্ষ বিলাসিনী দক্ষসুতা। কর রক্ষা মোরে হেরি দুঃখ যুতা ।। শ্রীকালী কহিছে শুন গো শ্রীকালি। সুখদে শুভদে গো মা মুণ্ডমালি ।। হেরিয়া ইহ সংসার বন্ধ কারা। বাঁচিতে বাসনা গিয়াছে গো তারা ।। যদি আজ্ঞা-

কর তরিতে সে ভবে। বরদে২ করি যাত্রা তবে ॥

অথ শশিমুখীর স্বামির অন্বেষণে যাত্রা॥

পয়ার ॥ স্তবে তুষ্ট তখন হইল ভগবতী। অমনি আকাশবাণী শুনিল যুবতী॥ যাত্রা কর ওরে বাছা হইয়া তৎপর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আমি দিনু বর॥ শব্দ শুনি শশিমুখী হৈল আনন্দিত। রতি মতি সহ যাত্রা করিল ত্বরিত॥ খিড়কীতে আছিল গোপন এক পথ। বাহিরিল তাহে পুরাইতে মনোরথ॥ মন্ত্রণা করিল আগি নগর মাঝার। কিরূপে চলিতে হবে করহ বিচার॥ মোরা হৈনু নারী জাতি পুরুষের বেশ। ভ্রমণ করিতে হবে কত দেশ দেশ॥ নাম ধরে যদি মোরা ডাকি পরস্পর। প্রকাশ পাইবে লোকে এবেশ সত্বর॥ রটিবে কলঙ্ক না পূরিবে মনস্কাম। অতএব স্থির কর অগ্রে নাম ধাম॥ উপযুক্ত যুক্তি সকলেতে দিল সায়। রতি দাসী কহে ডাকি রাজার সুতায়॥ তুমি হও সদাগর মোরা তব দাস। জিজ্ঞাসিলে কব কাম নগরে নিবাস॥ কান্ত অন্বেষণ তব হইয়াছে সার। অতএব কান্ত নাম রাখিনু তোমার॥ রামবলা সর্ব্বদা আরাম লোকে কয়। রাম বলা নামে মোরা রহিনু উভয়॥ শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইল যুবতী। মনোমত বাক্য

শুনি স্বায় দিল মতি ।। অনন্তর রতি দাসী পুনর্ব্বার কয়। পদ ব্রজে পর্য্যটন উপযুক্ত নয় ।। মতি বলে নিকটেতে আছে অশ্বালয়। বিক্রেতারে টাকা দিয়া করে আন ক্রয় ।। এত শুনি অশ্বালয় যাইয়া সত্বর। খরিদ করিল তিন তুরঙ্গ সুন্দর।। রক্ত বর্ণ দুইটার শ্বেত বর্ণ আর। পূর্ব্ব দুই দাসীর অপর নায়িকার ।। বর্ণভেদে কিণিবার হেতু এই ছিল। চাকর মনিব ইথে প্রভেদ করিল ।। আনিয়া শ্বেতাশ্ব পরে দিল নৃপজায়। হাস্য করি ধনী আরোহণ কৈল তায় ।। দুই দাসী দুই অশ্বে পশ্চাতে উঠিল। মারিল চাবুক তিন তুরঙ্গ ছুটিল ।। দুই পার্শ্বে রতি মতি মধ্যে নৃপবালা। রূপ হেরে কত রূপবান্ হয় কালা ।। সুরঙ্গে তুরঙ্গ গণ নানা চেলে চলে। হেন কালে রতি দাসী পুনর্ব্বার বলে ।। শুন কহি ঠাকুরাণি পরামর্শ সার। নাম ধরে দাসী গণে না ডাকিও আর ।। এ অবধি বল চল পুরুষের চেলে। যাহে নিজ পুরুষ পাইবে অবহেলে ।। শুনিয়া সুন্দরী তায় হাসি দিল সায়। অনন্তর কত দেশ এড়াইয়া যায় ।। কাশী কাঞ্চী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন। দ্রাবিড় দ্রাবিড় আদি বন উপবন।। কত স্থানে কত বার করিলেক বাসা। কত ছলে কত জনে করিল জিজ্ঞাসা।। যুবকের সন্ধান তথাচ

পি নাহি পায়। পুনর্ব্বার তিন জনে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। উত্তম নগর দেখে যেখানে যেখানে। কিছু দিন করে বাস করে সেইখানে।। এইরূপে পশ্চিমে কাটায়ে ছয় মাস। চলিল দক্ষিণ রাজ্যে গণি হাহুতাশ।। গ্রামং হাট পাট করিয়া উদ্দেশ। অবশেষে কালীঘাটে করিল প্রবেশ।। প্রথমতঃ আসিয়া করিল গঙ্গাস্নান। বাসা ভাড়া করিল দেখিয়া ভাল স্থান।। তুরঙ্গ বাহিয়া তথা রাখিয়া যতনে। কালিকার দরশনে চলে তিন জনে।। আসিয়া আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া দেবীর। চক্ষে বহে প্রেমধারা রাজনন্দিনীর।। গললগ্নী কৃত বাসে যোড় করি করে। স্তব আরম্ভিল ধনী মৃদুং স্বরে।। করাল বদনা কালি কালের কামিনি। গজানন মাতা গো মা গজেন্দ্রগামিনি।। চণ্ডিকা চামুণ্ডে চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনি। ভৈরবি ভুবনেশ্বরি ভব বিলাসিনি।। মহাবিদ্যা মহেশ মোহিনী মহামায়া। ভুবন ভুলাতে শ্যামা দিয়া মহামায়া।। ত্রিতাপ তারিণি তারা তিমির বরণি। হের গো হেরম্বমাতা হরের ঘরণি।। নিস্তারিণি নৃত্যকালি নিশুম্ভ বিনাশা। কাস্ত অন্বেষিতে আসা পূর্ণ কর আশা।। বেদে বলে বিশ্বমাতা কেবা তোমা বই। আমি ত জননি তবে তাহা ছাড়া নই।।

কন্যায় করুণা কর করুণাকারিণি। ত্রিনয়নী তুমি তারা ত্রিগুণ ধারিণী।। এসেছি অম্বিকে পেয়ে তব অনুমতি। এ কলঙ্ক রবে তব না পাইলে পতি।। এই রূপ বিস্তর করিল স্তুতি নতি। দৈব বাণী তখনি হইল তার প্রতি।। শুন বাছা শশিমুখি গৌরীকান্ত সুতা। পাবে পতি আর না হইও দুঃখযুতা।। বিশেষিয়া বলি তবে শুনহ উদ্দেশ। উত্তরে হরিশচন্দ্র ভূপতির দেশ।। দিনমণি নগরে রাজার রাজধানী। নৃপতিকে করিয়াছি আমি বড় মানী।। দিয়াছি মনোমোহিনী নামে এক কন্যা। রূপে গুণে রূপ গুণবতী মাঝে ধন্যা।। সেবিয়া স্বয়ম্ভুপদ পেয়েছিল বর। তোর পতি মনোহর হবে তার বর।। সেই মনোমোহিনী শুনহ তার পর। এক দিন পূজিতে আইল দিগম্বর।। বাটীর নিকটে তার ছিল এক বন। গুপ্ত পথে যায় নিত্য হইয়া গোপন।। সরোবর আছে এক সে বন ভিতর। স্নান করি সেবি হরে চলে বালা ঘর।। দৈবযোগে সেই দিন মনোহর রায়। ভ্রমিতে২ সেই কাননেতে যায়।। হেন কালে নৃপসুতা নিরখিয়া তায়। হইল চঞ্চল মন ভবের ইচ্ছায়।। মনোহর তাহারে করিয়া দরশন। সেই রূপ হইল তাহার পুনঃ মন।। অবশেষে সুলোচনা

নামে সহচরী। মনোহরে সাজাইল নারী বেশ করি॥ তার পরে গৃহে আনি নৃপতির বালা। করিল যুবার সঙ্গে পরিবর্ত্ত মালা॥ দিবসেতে দাসী রূপে রাখে মনোহরে। রজনীতে পুনর্ব্বার যুবা দেয় করে॥ লোক মাঝে এই কথা করিল প্রচার। দাসী এক রেখেছি সুন্দরী নাম তার॥ তদবধি নারী বেশে মনোহর রায়। মনোমোহিনীর সঙ্গে রহিল তথায়॥ অতএব সেই স্থানে যাও শীঘ্রগতি। আমার কৃপায় পুনঃ দেখা পাবে পতি॥ এতেক বচন শশী শুনে শুনে। প্রণাম করিল কালিকার শ্রীচরণে॥ নয়নেশ ভৈরবে করিয়া দরশন। অবিলম্বে বাসায় আইল তিনজন॥ পূজা অর্চ্চা সমস্ত করিয়া সমাপন। রন্ধন করিয়া সুখে করিল ভোজন॥ অশ্বোপরে পরে আসি কৈল আরোহণ। শুভ যাত্রা কৈল ভেবে কালীর চরণ॥ কালিকায় ডেকে কহে শ্রীকালীঙ্গমার। শুভ যাত্রা করিতে বিলম্ব নাহি আর॥ অতএব যে দিবস যাইব দক্ষিণে। শুন গো দক্ষিণে কালি দাঁড়িও দক্ষিণে॥

অথ শশিমুখীর সদাগর বেশে দিনমণি নগরে প্রবেশ ও রাজার সহিত সাক্ষাত॥

ত্রিপদী॥ কালিকা উদ্দেশ কৈল, যুবার সন্ধান হৈল,

শশিমুখী আনন্দে পূরিল। সঙ্গে দাসী রতি মতি, করি অতি শীঘ্রগতি, দিনমণি রাজ্যে উতরিল ॥ কালীপদ হৃদে স্মরি, নগরে প্রবেশ করি, চারি দিক ফিরিয়া বেড়ায় । দিব্য অট্টালিকা ময়, শেষে ভাড়া করি লয়, বাসা করি রহিতে তথায় ॥ সুরঙ্গ তরঙ্গ গণে, বান্ধিলেক সেইক্ষণে, সুরঙ্গে আনিয়া অশ্বালয় । ভবন ভিতরে পরে, প্রবেশিয়া দৃষ্টি করে, পুলকেতে পরিপূর্ণ হয় ॥ অতি রমণীয় ঠাঁই, ভুবনে তুলনা নাই, পুরন্দর পুরী লজ্জা পায়। চারি দিকে পুষ্পবন, সব মনোনুরঞ্জন, মন্দ বহে মলয়ার বায় ॥ নিকটেতে সরোবর, বারি করে তর তর, কুমুদ কমল দলে শোভে । প্রস্ফুটিত পদ্মোপরে, গুণ২ স্বরে, মধুলোভা আসে মধুলোভে ॥ হংস হংসী কেলি ছলে, ঘুরিয়া বেড়ায় জলে, নিরখিলে নয়ন জুড়ায়। চক্রবাকী চক্রবাক, দুই পারে ছাড়ে ডাক, শুবণে প্রফুল্ল হয় কায় ॥ সেই সঙ্গে শুক শারী, সুর দেয় শারী২, বসি বৃক্ষ শাখার উপরে। সংযোগির সুখায়াস, বিয়োগির সর্ব্বনাশ, যার ভাব উপলব্ধি করে ॥ দেখিয়া শুনিয়া সব, শশিমুখী প্রায় শব, হয়ে কহে রতি মতি প্রতি । কি করি গো হায়২, প্রাণ বুঝি যায়২, আনি দেহ শীঘ্র

প্রাণপতি।। সে বিনে যাতনা আর, সহ্য করা হৈল ভার, যত শত্রু বিবাদে লাগিল। আগে কৈনু অনুমান, পাইলাম ভাল স্থান, এবে বিপরীত উপজিল।। বিরহির প্রাণ নাশা, কি কাজ এ ভাল বাসা, নিজ ভালবাসা না পাইলো। রতি বলে ক্ষান্ত হও, তুমি ত অবোধ নও, তবে কেন এমন হইলে।। কান্তে করিতে উদ্দেশ, আসিয়াছ এক দেশ, নিদ্দেশ পাইয়া কালিকার। মনে২ ধৈর্য্য ধর, সুযোগ সংযোগ কর, যুবকে আনিতে আপনার।। রসে রসে এই মত, বুঝাইল অবিরত, ধৈর্য্য হৈল শশিমুখী তায়। তৎপর হইয়া পরে, আপনি উদ্যোগ করে, ধনী নিজ কান্তে পাইবায়।। প্রথমতঃ প্রয়োজন, আনি ঠিকা লোক জন, সাজাইল ভবন সুন্দর। ঘাট বাট ঘর দ্বার, করিল সুপরিষ্কার, হইল পরম শোভাকর।। চাকর নৌকর কত, নিয়োজিল মনোমত, দুয়ারে রাখিল দরবান। সদাগরী দ্রব্য চয়, বিস্তর করিল ক্রয়, ধুম ধামে কেঁপে গেল স্থান।। বন্দবস্ত হৈল সব, সহরেতে জনরব, করে দিল প্রতি ঘর ঘর। বাণিজ্য ব্যাপার আশে, দেশে এক জন আসে, নাম তার কান্ত সদাগর।। ব্যক্তি অতি ধনবান, মান্যমান মতিমান, কাম নামে নগরেতে বাস। এদেশে

আইল যবে, সঙ্গে মাত্র ছিল সবে, রায় বলা নামে দুই দাস।। বাসা করি তার পরে, লোক জন রক্ষা করে, নাম ডাক ব্যাখ্যা করে সবে। ব্যবসার দ্রব্য যত, খরিদ করিল কত, বোধ হয় বড় লোক হবে।। এই রূপ কোলাহল, সহরে করে সকল, সে দেশের সদাগর যত। শুবণে শুবণ করে, সাক্ষাত করিতে পরে, আসিতে লাগিল অবিরত।। সদাগর গণ সঙ্গে, আলাপ করিল রঙ্গে, কান্ত সদাগর সেজে ধনী। সবার সহিত তায়, আরম্ভিল ব্যবসায়, পুলকিত হৈল যত ধনী।। ক্রমে২ নিমন্ত্রণে, সে দেশের লোক গণে, ছোট বড় সবে খেলাইল। একেবারে রাজ্য ভরে, সকলে সন্তোষ ভরে, যশঃখ্যাতি গাইতে লাগিল।। গৌরবে ছাইল দেশ, লোক মুখে অবশেষ, শুনিল হরিশচন্দ্র রায়। এক জন সদাগর, নিজ নগর ভিতর, আইল বাণিজ্য করিবার।। লোক সে অতি সজ্জন, শুনিয়া ভূপের মন, আনন্দিত হৈল অতিশয়। ভদ্র লোক দশ জন, দেশে করে আগমন, এর বাড়া সুখ কি আছয়।। এই রূপে কিছু কাল, কাটাইল মহীপাল, তনয়া সাজিয়া সদাগর। হরিশ ভূপতি সঙ্গে, সাক্ষাত করিতে রঙ্গে, নিমন্ত্রণা কৈল তার পর।। দিয়া নিজ লোক জন,

করি বহু আয়োজন, নানা দ্রব্য ডালি সঙ্গে লয়ে। এক দিন শুভ ক্ষণে, আসি ভূপতির সনে, দেখা কৈল হরষিত হয়ে॥ রীতি মত নজরাত, দিয়া যোড় করি হাত, সভার প্রান্তরে দাঁড়াইল। হেরিয়া হরিশ রায়, সম্ভাষণ করি তায়, সভায় বসিতে আজ্ঞা দিল॥ নৃপ সহ অনন্তর, আলাপিল বহুতর, সন্তোষ হইল নৃপ তায়। খেলাত করিল দান, পেয়ে অপ্রমাণ মান, সে দিবস আইল বাসায়॥ তদবধি নিরন্তর, রাজবাটী সদাগর, নিত্য২ করে যাওয়া আসা। কিছু দিন অতিক্রমে, ভূপতির ক্রমে২, হইল বিশেষ ভালবাসা॥ একদিন নরপতি, কান্ত সদাগর প্রতি, তুষ্ট হয়ে মিষ্ট আলাপনে। আজ্ঞা দিল মন্ত্রীবরে, তুষিবারে সদাগরে, পুরস্কার নানা রত্ন ধনে॥ কান্ত কহিল নরেশ, আসিয়াছি তব দেশ, না লইব হেন পুরস্কার। মনে ইচ্ছা যা আমার, যদি কর অঙ্গীকার, তবে তাহা করিব স্বীকার॥ নৃপতি শুনিয়া কয়, যদ্যপি সম্ভব হয়, অবশ্য করিব তবে দান। শুনি বাক্য সমুদয়, সদাগর হৃষ্ট হয়, কহিল ভূপতি বিদ্যমান॥ শুন ওহে ক্ষিতিপাল, তব রাজ্যে কিছুকাল, থাকিতে বাসনা করি মনে। না হইল পরিণয়, যদি মনোগত হয়,

দেখেছেক নারী রত্ন ধনে।। মনোগত পুনঃ হবে, গ্রহণ করিব তবে, নতুবা নাহিক প্রয়োজন। ভূপ কহে বুঝে মর্ম্ম, এ অতি সামান্য কর্ম্ম, হৃষ্ট বড় হৈল মোর মন।। কিন্তু মোর বাক্য ধরঃ আপনি সন্ধান কর, মনোমত কন্যা কোথা আছে। মোর রাজ্যে বাস হয়, তব যোগ্য জলে রয়, কালাকাল ইথে কে বা বাছে।। এইরূপ যদি কয়ঃ কহিলাম সুনিশ্চয়, যত টাকা লাগিবে ইহায়। আরং চাহি যাহাঃ সম্প্রদান করি তাহাঃ তখনি আনিয়া দিব তায়।। বিলম্বে কি প্রয়োজন, কন্যা করি অন্বেষণ, জানাও আমারে সমাচার। শ্রীকালীকুমার কয়ঃ সদাগর সভাশয়, বাঞ্ছাপূর্ণ হইল তোমার।।

অথ কান্ত সদাগরের বিবাহ।

পয়ার।। ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে হরিষ অন্তর। সভা হৈতে বিদায় হইল সদাগর।। হইয়াছে নৃপ সনে যত আলাপন। রাম বলা নিকটেতে জানায় তখন।। মনেং তিন জনে পরমাহ্লাদিত। পূরাইল মনোরথ কালিকা ত্বরিত।। সদুপায় স্থির করি সদাগর পরে। কন্যা অন্বেষণ করি ফেরে ঘরেং।। মিছামিছি দিন কত করিয়া ভ্রমণ। কহিল হরিশচন্দ্রে সব বিবরণ।। শুন হে পৃথিবীনাথ তব আজ্ঞা

লয়ে। সন্ধান করেছি কন্যা যত্নবান্ হয়ে॥ রাগা-
ন্ধ যদ্যপি নাহি হও মনোপন্ন। তবে কহি নৃপ কহে
বল পূর্ব্বাপর॥ কান্ত কহে নরপতি করহ শ্রবণ। বি-
শেষ করিয়া কহি সব বিবরণ॥ তনয়া তোমার
মনোমোহিনী সুন্দরী। সখী এক রাখিলেন নামে-
তে সুন্দরী॥ লোক মুখে শুনি তার গুণ শীল যত।
ঐক্য হৈল মোর সহ তার মনোমত॥ শিল্প কর্ম্মে
সুনিপুণা বিবাহ না হয়। সেই কন্যা দান মোরে কর
মহাশয়॥ নৃপতি কহিল ইথে আটক কি আছে।
তখনি পাঠান দাসী রাজকন্যা কাছে॥ দাসী মুখে
শুনিয়া সকল সমাচার। রাজকন্যা কাঁদিয়া হইল
হাহাকার॥ বলে কি হল গো সখি প্রাণ বুঝি যায়।
সুন্দরী সঙ্গিনী রাজা সঁপিবেন কায়॥ প্রাণাধিক
প্রিয়তমা সখী সে আমার। মরিলেও সঙ্গ আমি
না ছাড়িব তার॥ শুন দাসি বল গিয়া পিতা মহা-
রাজে। তনয়ার মনে ইচ্ছা তাঁরে নাহি সাজে॥ সু-
ন্দরী আমার জীবনের সে জীবন। সে যাইলে জী-
বনে নাহিক প্রয়োজন॥ এইমত কহিছে দাসীর
বিদ্যমানে। হেন কালে সুন্দরী আইল সেই
খানে॥ পূর্ব্বাপর শুনিল সমস্ত বিবরণ। লজ্জা কি
করি ভেবে অঙ্গ বিবরণ॥ দাসীকে ডাকিয়া কহে

পরিহরি লাজ। শুন দিদি বিবাহে আমার নাহি কাজ ॥ একে ত অবলা তাতে গরিবের মেয়ে। মনঃসুখে থাকি তবু খেয়ে বা না খেয়ে ॥ ছোট কালে মা বাপ রাখিয়া মোরে যায়। কে দিবে বিবাহ আর সুধাইব কায় ॥ কিছুদিন পরে শেষে মনে দিনু পাড়া। ভেব না রে মন বৃথা ও কথায় পাড়া॥ পুরুষ নির্দ্দয় বড় সর্ব্বজনে কয়। আগে করে সমাদর শেষে নাহি রয় ॥ তার পরে আইনু ঠাকুরঝীর কাছে। ভাবিলাম হবে শেষে কপালে যা আছে ॥ এখন হয়েছি খাটো বুঝাইয়া মনে। দিন গেল আর কেন পুরুষের সনে ॥ অতএব মহারাজে বল গিয়া তাই। বিবাহ ব্যাপার মোর আবশ্যক নাই ॥ যৌবন গিয়াছে যবে ভেবে অহর্নিশ। এখন উদ্যোগ করি যেচে খাব বিষ ॥ শুকায়েছে সুখসিন্ধু পুনঃ কি জ্বালাই। পরাধীনা হৈতে আর অভিলাষ নাই ॥ এইরূপ শুনি দাসী দোহাকার স্থানে। জানাইল সবিশেষ নৃপ বিদ্যমানে ॥ দাসী মুখে ভূপতি শ্রবণ করি সব। সদুপায় ভাবিয়া করেন অনুভব ॥ অঙ্গীকার করিয়াছি কান্ত সদাগরে। না হইলে বিবাহ অখ্যাতি রবে পরে ॥ অতএব বিবেচনা এই সুনিশ্চয়। করিতে হইবে ইহা যে

প্রকারে হয়॥ এত ভাবি দাসীকে পাঠান পুনরায়। বুঝাইয়া ভাল করি কৈতে তনয়ায়॥ দাসী আসি পুনঃ নিবেদিল সমুদয়। মোহিনী সুন্দরী পুনঃ পূর্ব্বমত কয়॥ জানাইল গিয়া দাসী বার্ত্তা দণ্ডধরে। রাজার হইল ক্রোধ কন্যার উপরে॥ বার২ অহঙ্কার নয় বিদ্যমান। কে রাখিবে সুন্দরী অবশ্য দিব দান॥ ইহাতে সে ধনী কৈলে বিরক্তি প্রকাশ। হাত ধরে আনিয়া রাখিব নিজ পাশ॥ পশ্চাতে বিবাহ দিব রবে অঙ্গীকার। মমাজ্ঞা হেলন করে এত সাধ্য কার॥ আর যদি মোহিনী ইহাতে করে ক্রোধ। বনবাসে দিব কেবা করে প্রতিরোধ॥ এত বলি আবার দাসীকে পাঠাইল। নিজে এথা বিবাহের উদ্যোগে রহিল॥ দ্বিজগণে কহিল দেখিতে শুভদিন। সদাগরে কহে বাক্য না ভাবি ও ভিন॥ পশ্চিম দিকেতে ভানু সমুদিত হলে। সজ্জনের অঙ্গীকার তবু নাহি টলে॥ এইরূপ অনেক কহিল সদাগরে। দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণে দিল পরে॥ আজ্ঞা দিল নরপতি ডাকি লোক জন। বিবাহের করিতে সমস্ত আয়োজন। সাজিল সকলে নানা কর্ম্মের উপরে। বাজিল বিস্তর বাদ্য নগর ভিতরে॥ এককালে শ্রবণ ছাইল কোলাহলে। কাত

সদাগরের বিবাহ হবে বলে॥ অনন্তর আইল হরিশচন্দ্র রায়। সদাগর সহ সদাগরের বাসায়॥ সেইখানে বিবাহ করিতে সমাধান। প্রস্তুত করিল সব থাকি বিদ্যমান॥ এখানেতে দাসী আসি রাজার আজ্ঞায়। সবিশেষ মোহিনী সুন্দরীকে জানায়॥ রাজার হয়েছে রোষ তোমা দোঁহা প্রতি। প্রমাদ হইবে ইথে দিলে অসম্মতি। বজ্রাঘাত সম বাক্য করিয়া শ্রবণ। উভয়ে উদ্বিগ্ন কিবা করিব এখন॥ এ অনল ও অনল গেল না পূরিল আশ। প্রকাশ হইলে পরে হবে সর্ব্বনাশ॥ দাসীকে বিদায় কেল নম্রত হইয়া। শয়ন মন্দিরে দোঁহে আইল উঠিয়া॥ চিন্তায় আকুল প্রাণ ভয়ে ভীত কায়। উভয়ের মুখ পানে উভয়েতে চায়॥ ভাবী ভাবি বদনেতে বাক্য নাহি সরে। ঝর২ প্রেমধারা নয়নেতে ঝরে॥ মোহিনী কহিছে নাথ প্রাণে মরি মরি। কি রূপে রহিব তব সঙ্গ পরিহরি॥ বাপ হৈল কাল সাপ কপালে আমার। দংশনে হইল নষ্ট সুখের সঞ্চার॥ হায়২ এ যন্ত্রণা কব বল কায়। গোপনে করিনু প্রেম বিঘ্ন পুনঃ তায়॥ বড় সুখে ছিনু পেয়ে তোমা হেন পতি। হবে এবে নাজানি কি অভাগির গতি॥ আমার নারীর প্রাণ সব দুঃখ সব। প্রকাশিলে পর নাদ

পাছে হয় তব ॥ তাহইলে তখনি করিব বিষপান । বুকে ছুরী হানি নহে তেজিব পরাণ ॥ এইরূপ নাগরী দুঃখেতে কত কয় । নাগর সুন্দরী বেশে শুনে সমুদয় ॥ মুখেতে আশ্বাস দিল ভয় নাহি কর । অন্তরেতে মন প্রাণে কাঁপে থর থর ॥ সখীগণে মনে২ জনে২ বলে । একিবার এক খাড়া হইবে সকলে ॥ পুরুষের পরিণয় পুরুষের সনে । সর্ব্বনাশ জানিতে হইলে ইহা মনে ॥ কৌতুক হইবে কিন্তু ঠেকে পাছে পায় । আমাদের যাবে প্রাণ এই বড় দায় ॥ অগ্রেতে নষ্টামী হয়ে করিনু এ কাজ । কলঙ্ক রটিবে এবে প্রকাশিতে লাজ ॥ সুন্দরী মোহিনী আর যত সখীগণে । একান্ত পরমাদ জনে২ গণে । এথা দাসী আসি ভূপ নিকটে জানায় । রাজকন্যা সুন্দরীর সম্মতি জানায় ॥ নৃপতি হইল হৃষ্ট শুনি সমাচার । করিলেন সর্ব্ব সমাধান পুরস্কার ॥ অতঃপর শুভদিন হৈল উপস্থিত । সদাগর মনে২ পুলকে পূর্ণিত ॥ সভায় সবার মাঝে প্রতিজ্ঞার দায় । নরপতি আপনি সকল কর্ম্মে যায় ॥ গৃহে আসি সুতা সখীগণে আজ্ঞা দিল । সুন্দরীকে সকলে হরিদ্রা মাখাইল । সদাগরে রাজ বলা করে সেইরূপ । পূর্ণ হবে প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া প্রীত ভূপ ॥

পরদিন শুভক্ষণে সুন্দরীকে লয়ে। সদাগরে কৈল দান কন্যাকর্ত্তা হয়ে॥ ধুম ধামে টলং২ হইল সহর। হরিশের দেশে সবে হরিষ অন্তর॥ শুভলগ্নে শুভ-কর্ম্ম করি সমাপন। করাইল নৃপ ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন॥ সদাগর সুন্দরী বাসরে প্রবেশিল। নৃপতি উঠিয়া নিজ আলয়ে আইল॥ কালী কহে কামিনীকে যাই বলিহারি। যুবতী হইল পতি পতি হৈল নারী॥

অথ সদাগর ও সুন্দরীর কথোপকথন॥

পয়ার ছন্দ॥ বাসরে প্রবেশ করি কান্ত সদাগর। আনন্দেতে পরিপূর্ণ হইল অন্তর॥ রাজার প্রেরিত অন্য নারীগণ সঙ্গে। প্রথমতঃ আলাপ করিল নানা রঙ্গে॥ সকলে সন্তোষ করি বাক্যের কৌশলে। অনন্তর সুন্দরীকে সম্বোধিয়া বলে॥ প্রাণপ্রিয়ে কোলে করি বৈস এক বার। জুড়াই জীবন আজি পরশে তোমার॥ হেসে কর মধুমাখা ভাষা বরিষণ। শ্রবণ সার্থক হউক করিয়া শ্রবণ॥ নয়ন খঞ্জন পাখী নাচাও ফিরিয়া। নয়ন সফল করি নয়নে হেরিয়া॥ হাসিয়া২ যত কহে সদাগর। সুন্দরী শুনিয়া তত গণয় ফাঁপর॥ মনেং করিতেছে কি করিব এর। বিপদ ঘটিবে বড় যদি পায় টের॥ কহিল বিস্তর

কথা না দিনু উত্তর। ঘরে পাছে অনুভব করয় উত্তর॥ কিন্তু কথা না কহিলে ক্ষতি বড় নাই। নবোঢ়ার ধর্ম্ম এই জানয় সবাই॥ বুবার স্বভাবে যদি হাত দেয় পায়। তবে ত এখনি দেখি পড়িবেক দায়॥ যাহউক না বসিব নিকটে উহার। রমণী লজ্জিতা অতি অগোচর কার॥ এত ভাবি লাজে যেন জড়সড় হয়ে। সুন্দরী সরিয়া বৈসে কিছু নাহি কয়ে॥ ভাব বুঝে সদাগর মুচকিয়া হেসে। কেনং বলিয়া নিকটে যায় ঘেঁসে॥ দোঁহার যৌবন কাল ভাব ভঙ্গি তায়। বাসরের নারীগণ হেরিয়া পলায়॥ সদাগর নিরখিয়া হৈল পুলকিত। উঠে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ত্বরিত॥ নির্জ্জন হইল ঘর আর কেবা পায়। সদাগর সুন্দরীর নিকটেতে যায়॥ হাসিং কাছে বসি করে জিজ্ঞাসন। কি লাগিয়া হেরি তব বিরস বদন॥ কি লাগি বদন চন্দ্রে নাহি বাক্য সুধা। কহ শুনে দূরে যাক অন্তরের ক্ষুধা॥ নাগর নাগরী সহ হইল মিলন। প্রমদে প্রমাদ পাড়এ আর কেমন॥ সদাগর এইরূপ করি যত কহে। সুন্দরী শঙ্কায় তত মৌনী হয়ে রহে॥ মনে ভাবে এড়াইতে আর নারি এবে। যা হবার হবে ভাগ্যে কি করিব ভেবে॥ নিতান্ত যদ্যপি কিন্তু যদি টের পায়।

অবিলম্বে কান্দিয়া ধরিব দুই পায়। অবশ্য করিবে ক্ষমা করি কৃপালেশ। বুঝাইয়া বিবরণ কব সবিশেষ॥ শুনিয়াছি সদাগর বিজ্ঞ দয়াবান। তবে কি ইহাতে মোর বধিবেক প্রাণ॥ যা হয় অবশ্যই হই বেক পরে। এবে এক ছল করি দেখিব কি করে॥ চুপ করি থাকিয়া নাহিক প্রয়োজন। এ বার জিজ্ঞাসা কৈলে কহিব বচন॥ কিন্তু কি চাতুরী করি করিছে বিচার। হেন কালে সদাগর কহে পুনর্ব্বার॥ কি কারণে ওরে প্রাণ অধোমুখে রও। প্রাণ যায় সবিশেষ বিবরিয়া কও॥ সুন্দরী কহিল কান্ত শুন তবে কই। যেকারণে হেঁট মুখে চিন্তাকুল রই॥ কিছুকাল গত হৈল আমি এক দিন। নিদ্রায় কাতর হয়ে ছিনু দৈবাধীন॥ স্বপ্নে এক মন্ত্র পেয়েছিনু চমৎকার। যুবতী যে দিন কান্ত পাবে আপনার॥ সে দিন সে মন্ত্র যদি পড়ে তিন বার। রমণী পুরুষ হয় প্রভাবে তাহার॥ পুনর্ব্বার পড়িলে রমণী পুনঃ হয়। নাহি যদি করে পাঠ যুবা হয়ে রয়॥ সন্দেহ হইল নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আমার। পরীক্ষা করিতে কিন্তু না পারিনু তার। যেহেতুক কান্ত সঙ্গ না হইলে পরে। সে মন্ত্র করিলে পাঠ ফল নাহি করে॥ আজি ত কান্তের সঙ্গে হইল মিলন। কি করিব

ভাবিতেছি তেঁই সে এখন ॥ অতএব আজ্ঞা যদি কর একবার। হয় তবে মন্ত্রটির পরীক্ষা আমার ॥ বারেক যুবক হৈতে মনে বড় আশ। রমণীত চিরকাল রব তব পাশ ॥ ছল বুঝে শশিমুখী সদাগর বেশে। বাথানিল যুবরাজে মুচকিয়া হেসে ॥ মনে ভাবে পরামর্শ মন্দ বড় নয়। এই ছলে কাম যাগ হয় যদি হয় ॥ সুন্দরীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল। এ বড় আশ্চর্য্য কথা বিস্ময় জন্মিল ॥ দেখাইতে পার যদি সত্য বলি তবে। অনুমানি এ বুঝি মোহিনী মন্ত্র হবে ॥ পূর্ব্বে এক মনোহর যুববর কাছে। আমিও সে মন্ত্র শিখিয়াছি মনে আছে ॥ গুণ তার বিপরীত কহি শুন সার। রমণী হইতে পারি প্রভাবে তাহার ॥ হয় নয় অগ্রে তুমি হও যুবরাজ। দেখিতে পাইবে মোর যুবতীর সাজ ॥ সুন্দরী শুনিয়া ভেবে হয় চমৎকার। পুরুষ কেমনে নারী হবে পুনর্ব্বার ॥ আমি যেন ছদ্ম বেশে হয়ে আছি নারী। অনায়াসে এখনি পুরুষ হৈতে পারি ॥ সদাগর ধরিবে কেমনে নারী বেশ। যাহউক জানিতে হইল সবিশেষ ॥ মন্ত্র যদি সত্য সত্য দিয়া থাকে কেহ। অবশ্য হইবে নারী কি আছে সন্দেহ ॥ এত ভাবি সদাগরে পুনঃ জিজ্ঞাসিয়া। আইল

পুরুষ হয়ে বাহিরেতে গিয়া ।। সদাগর সেইমত উঠিয়া অমনি। পলকের মধ্যে হয়ে আইল রমণী। নাগর অবাক হৈল নিরীক্ষণ করি। ভাব বুঝে মন্দ২ হাসিছে নাগরী।। কৌতুক হইল বড় উপকথা প্রায়। দোঁহাকার ভাবে কিন্তু মোহিত দোঁহায়।। নাগর২ সেজে বলে ওহে কান্ত। আজিত তোমার আমি হইলাম কান্ত।।এই বেশে একবার দেহ আলিঙ্গন। শুনিয়া নাগরী হৈল হরষিত মন ।। নিরখিয়া নিজ কান্তে ভাবে মুগ্ধ হয়। এ বেশেতে আলিঙ্গন নূতন ত নয়।। মুখেতে স্বীকার কৈল পরিহরি লাজ। মত্ত হয়ে যুবক সাধিল নিজ কাজ।। উথলিল সুখ সিন্ধু বসিল উঠিয়া। শ্রীকালীকুমার দেখে হাসে মুচকিয়া।।

অথ কান্ত সদাগরের নিকট সুন্দরীর
যুবক বেশে দাসত্ব স্বীকার ।।

লঘু ভঙ্গত্রিপদী।। রতি রঙ্গ সাঙ্গ করি, বৈসে নাগর নাগরী। সে রূপের ছাঁদে, কাম রতি কাঁদে, বুঝি গুমরি গুমরি।। যুবক চিন্তিত মনে, কি করিব এইক্ষণে। রমণীর রূপ, ধরিব কি রূপ, এদায়ে তরি কেমনে।। বিচার না কৈনু এর, ঘটিবে বিষম ফের। ওত সদাগর, আছিল নাগর, নাগর হইবে ফের।।

আমার যন্ত্রণা হবে, লোকে অপযশ কবে। মোহি
নী শুনিলে, ডুবিবে সলিলে, তখনি অমনি তবে॥
এইরূপ ভাবে কত, নাগরী সে অভিমত। বুঝি
তার পর, সাজি সদাগর, আইল পূর্ব্বের মত॥ যুব-
বরে হাস্য করি, হইতে কহে সুন্দরী। নাগর শুনিয়া,
প্রমাদ গণিয়া, রহে করে শির ধরি॥ সদাগর হেরি
তায়, জিজ্ঞাসিল বারতায়। কিসের কারণে, বিরস
বদনে, বলহ মোরে ত্বরায়॥ যুবরাজ মনোহর,
নাহি দিল তদুত্তর। আভাস বুঝিয়া, বদন ঢাকি-
য়া, হাসিতেছে সদাগর॥ মুখে বার২ কহে, আর
না বিলম্ব সহে: সাজ হে রমণী, যুবক অমনি,
ভেল২ চেয়ে রহে॥ সাত পাঁচ ভেবে পরে, কহে
রায় সদাগরে। শুন মহাশয়, আমি নারী নয়, ছিনু
সেই রূপ ধরে॥ হরিণ ভূপতিবালা, ঘটাইল এত
জ্বালা। হেরিয়া নয়নে, রাখিল গোপনে, বদল ক-
রিয়া মালা॥ তদবধি নারী হয়ে, ছিলাম সুন্দরী
কয়ে! বিধির বিধিতে, তোমার সহিতে, বিভা দিল
নৃপ লয়ে॥ প্রকাশিতে নারি আগে, পাছে ভূপ
বধে রাগে। এবেহে তোমায়, বলি ধরি পায়, যা
থাকে হইবে ভাগে॥ লয়েছি তব স্মরণ, রাখ বা
বধ জীবন। অনেক ভাবিয়া, ভয় তেয়াগিয়া, স্বরূপ

কহি বচন ।। বাক্য শুনি সদাগর, ক্রোধে কাঁপে থর থর। কহে মজাইলি, আপনি মজিলি, হাঁরে কোথা তোর ঘর ।। একেবারে সর্ব্বনাশ, গেল জাতি কুল বাস। এখন কেবল, নত্তুবা সকল, জানাব ভূপের-পাশ ।। শুনি নাই জনমিয়া, পুরুষেং বিয়া। আগে ও লম্পট, আমার নিকট, না কহিলি কি লাগিয়া ।। এতবলি রাগ ভরে, রাম বলা অনুচরে। ডাকিল ত্বরায়, আসিয়া দোঁহায়, দাঁড়াইল যোড় করে ।। বিবরণ সমুদয়, সদাগর হেসে কয়। শুনি বলা রাম, বলে রাম রাম, একি জ্বালা মহাশয় ।। একথা প্রচার হৈলে, কলঙ্ক না যাবে মৈলে। সুখের সময়, কি দুঃখ উদয়: কেমনে এমন কৈলে ।। বিবরিতে লজ্জা হয়, পুরুষের পরিণয়। পুরুষের সনে, শুনিলে স্বজনে, আহারাদি না করয় ।। সদাগর কহে আর, ভাবিলে কি হবে তার। বিধির ঘটন, কি করি এখন, কর দেখি সুবিচার ।। শুনিয়া কহিছে রাম, বৃথা বাক্যে কিবা কাম। আজ্ঞা দেহ মোরে অই, জুআচোরে, লয়ে যাই নৃপধাম ।। নরপতি এই দণ্ড, দিবে সমুচিত দণ্ড। যেমন কুরীতি, শিখিবে সুনীতি, আর না রহিবে ভণ্ড ।। শুনি মনোহর রায়, সভয়ে কম্পিত কায়। চক্ষে বারি বহে, সদাগরে

কহে, ক্ষম ধরি তব পায় ।। আগে না বুঝিয়া মর্ম্ম, করিয়াছি মন্দ কর্ম্ম। বধিলে জীবন, অযশ রটন, রাখিলে বাড়িবে ধর্ম্ম ।। সদাগর হেসে কয়, এ কৌতুক মন্দ নয়। অরীতি নাশিতে, অজনে শাসিতে, নাজানি কি দোষ হয় ।। যা হবার হইয়াছে, এখন আমার কাছে। ঠিক যদি কও, কেবা তুমি হও, তবে ত বাঁচন আছে ।। শুনি কহে যুববর, নাম মোর মনোহর। রাজার তনয়, কহিলে প্রত্যয়, চোরে করে কোন নর ।। পিতা সর্ব্বগুণ ধাম, নাম তাঁর গুণধাম। ধন জন মানে, সর্ব্ব লোকে জানে, অরুণ পুরেতে ধাম ।। কাঞ্চন নগর নাম, শ্বশুরের হয় ধাম। করি বদ কাম, এবে বদনাম, বিধাতা আমারে বাম ।। কথা শুনি হৃষ্ট হলে, রাম বলা ডেকে বলে। ওহে মনোহর, পরামর্শ ধর, মজিবে তাহা না হলে ।। মোদের প্রভুর পাশ, হয়ে যদি থাক দাস। আমাদের মত, সেবিবে সতত, তবে কর জীতে আশ ।। নাম দিব বদলিয়া, কথা যাবে ছাপাইয়া। কেবা কারে কবে, মহা সুখে রবে, কে চিনিবে নিরখিয়া।। কিন্তু এক লেঠা রবে, মধ্যে২ নারী হবে। প্রভুর বনিতে, চাহিলে দেখিতে, কেহ দেখাইব তবে ।। ভাল চাহ আপনার, কর ইথে অঙ্গীকার।

শুনিয়া অমনি, যুব গুণমণি, করিল তাহা স্বীকার।। পরে রাম বলা কয়, সদাগর মহাশয়। চরণেতে ধরি, ক্রোধ পরিহরি, এবার ক্ষমিতে হয়।। অনেক ভাবিয়া তায়, সদাগর দিল সায়। যুবকের নাম, হেসে২ রাম, রাখে শঠ শঠতায়।। যুববর মনোহরে, ডাকিতে সে নাম ধরে। বলা দিল কয়ে, হরষিত হয়ে, ইশারায়, সদাগরে।। সিদ্ধি হৈল মন আশা, যেলাগি বিদেশে আসা। অমনি রমণী, শঠ শিরোমণি, বলিয়া করে তামাসা।। নাগর না বুঝে তায়, আজ্ঞা বলি কাছে যায়। শ্রীকালীকুমার, কহে বার বার, বলিহারি ললনায়।।

অথ কান্ত সদাগরের হরিশ্চন্দ্র নৃপতির নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বদেশ যাত্রা।।

পয়ার।। নায়কে করিয়া দাস চাতুরীর বলে। নিদ্রা গেল শশী শশী চলে অস্তাচলে।। প্রভাতে উঠিয়া নিত্য কর্ম্ম আদি সারি। মনোহরে রাখিলেক সাজাইয়া নারী।। আপনি ত সহজে আছিল সদাগর। বাহিরে আইল হয়ে হরিষ অন্তর।। বিবাহ সম্বন্ধে যত কর্ম্ম বাকি ছিল। দুই তিন দিনে ছলে ক্রমে সমাপিল।। যুবকের নারী সাজা হয়েছে প্রচার। একথা বাহিরে কেহ না জানিল আর।। যদি কোন

দিন কোন পড়সীর মেয়ে। সদাগর রমণী দেখিতে চাহে যেয়ে॥ সুন্দরীকে পূর্ব্বমত নিরখিয়া যায়। গোপন বৃত্তান্ত কেহ সন্ধান নাপায়॥ কিছু দিন দিনমণি নগরে এ রূপে। রহিলেন শশিমুখী সদাগর রূপে॥ কভু ভৃত্য কভু ভার্য্যা সাজায়ে নাগরে। হেরিয়া কাটায় কাল হরিষ অন্তরে॥ বাহিরেতে সদাগরী করে পূর্ব্ব মত। সম্প্রীতি বাড়িল সহ সদাগর কত॥ হরিশ ভূপতি পাশে নিত্য যায় আসে। দেশবাসী সকলে সমান ভালবাসে॥ পূর্ব্ব রীতি বিপরীত কিছু মাত্র নয়। বরঞ্চ ক্রমেতে মান বাড়ে অতিশয়॥ পূর্ণ হৈল অভিলাষ আর কেবা পায়। মনস্থ করিল ধনী দেশে আসিবায়॥ অনন্তর একদিন উঠিয়া প্রভাতে। আইল ভূপতি হরিশ্চন্দ্রের সভাতে॥ নৃপ সহ সাক্ষাত করিয়া আপনার। স্বদেশ গমন বার্ত্তা করিল প্রচার॥ প্রথমতঃ নিষেধ করিয়া নৃপ তায়। নিবারিতে নারি শেষে করিল বিদায়॥ করিল খেলাত দান সবা বিদ্যমান। সদাগর সহর্ষ পাইয়া বহুমান॥ নগরের ছোট বড় সবার সহিত। সাক্ষাত করিয়া লৈল বিদায় ত্বরিত॥ আর২ যত কর্ম্ম করিতে আছিল। দুই এক দিনে তাহা সব সমাপিল॥ শুভ যাত্রা কৈল পরে দেখে শুভ

দিন। সঙ্গে মাত্র রাম বলা শঠ এই তিন ॥ বাছি-
য়া২ চারি অশ্বে আরোহিল। চাবুকেতে তীর তারা
জিনিয়া ছুটিল ॥ এড়াইল নদ নদী আদি কত বন।
কত ঠাঁই কৈল কত দিবস যাপন ॥ কালীঘাটে আ-
সিয়া পূজিল কালিকায়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল যাঁ-
হার কৃপায় ॥ ক্রমেং আইল আপন অধিকার। ভর-
সা দ্বিগুণ হৈল হিয়ার মাঝার ॥ রাম বলা ইঙ্গিতে
কহিল সদাগরে। আর কি প্রস্তুত হও এসে-
ছি নগরে ॥ শঠকে শুনায়ে মুখে কহে শঠতায়।
থাকিবার স্থান ভাল এই জায়গায় ॥ সদাগর বুঝি-
য়া তাহাতে পুনঃকয়। ক্ষতি কি থাকিলে যদি
ভাল ঠাঁই হয় ॥ নিকটেতে বাজার সুন্দর সরোব-
র। অনুমানি হবে কোন বিখ্যাত সহর ॥ এইখানে
আহারাদি করি সমাপন। পশ্চাত গমন করা হই-
বে তখন ॥ দেখিতেছি দিব্য ঠাঁই সুশোভন ময়।
দিন কত কাল এথা থাকিলেও হয় ॥ এত বলি কা-
ঞ্চন নগর প্রান্ত ভাগে। রাম বলা অগ্রেতে যাইয়া
বাসা মাগে ॥ নিকটেতে ছিল এক ময়রার বাটী।
মিলিল তথায় বাসা অতি পরিপাটী ॥ বাসা হেরি
সদাগর হরষিত মন। সেইখানে স্নান পূজা কৈল
সমাপন ॥ বলা দিল হাট করে করিল রন্ধন। পর-

আম উত্তমাম উত্তম ব্যঞ্জন ॥ রাম আসি চারি খানি পাত করে দিল। নাগর হেরিয়া ভাবে বিপদ ঘটিল॥ দাস হয়েছিনু তবু সেও ভাল ছিল। এবে বুঝি জাতি কুল সকল মজিল॥ কি জানি আমারে যদি বলে খাইবায়। কার ভাত খাব বড় ঘটাইল দায়॥ এই মত নাগর করিছে বিবেচনা। মুচকি২ হাসে বুঝে তিনজনা॥ রাজবালা চিন্তিত হইল মনে মনে। কান্তে রাখি অগ্রে আমি খাইব কেমনে॥ করিল ছলনা এক ভেবে মনজ্ঞান। করিতে পতির পাতে প্রসাদ ভক্ষণ॥ অনন্তর ওহে শঠ বলে ডাক দিল। শঠ ভাবে শঠতা আমার ঘুচাইল॥ পাছে অই অন্ন মোরে খেতে দিতে চায়। ভেবে চিন্তে আজ্ঞা বলি নিকটেতে যায়॥ সদাগর কহে এই হইয়াছে পাত। যা হয় তা দিয়া দুটা খেয়ে লও ভাত॥ নূতন মানুষ তুমি আমাদের ঠাঁই। তোমার ভোজন বিনা কেমনেতে খাই॥ শঠ বলে ধরি পায় ক্ষমা কর প্রভু। অন্যের রন্ধন আমি নাহি খাই কভু॥ আজ্ঞা দেহ নিজে রান্ধি করিব ভোজন। সদাগর শুনি কহে এ আর কেমন॥ আমার মানুষ তুমি রহ মোর পাশ। মোর ভাত না খাইলে হবে উপহাস॥ সদাগর জাতি তাতে তুল্য মোর নাই।

ক্ষতি কি ইহাতে শঠ বল দেখি তাই ।। মোহিনী যখন রেঁধে দিয়াছিল ভাত। তখন না সৈল তর কাটিবারে পাত ।। রাজবালা হয়ে সেকি আমা হৈতে বড়। নাগর শুনিয়া ভয়ে হৈল জড়সড় ।। মুখে বলে আজ্ঞা আজ্ঞা তবে প্রভু খাই। সদাগর বলে এ কাজের কথা ভাই।। যত করে পরিহাস নাহি বুঝে তায়। যুবরাজ ভেলং চায় আর খায়।। রতি মতি রাম বলা বেশে থেকে পাশে। যুবকের ভাব দেখে মুখ টিপে হাসে।। যুবার ভোজন হৈলে পরে গোরা সুতা। সেই পাতে বৈসে খেতে হয়ে হৃষ্টযুতা।। নিরখিয়া নাগর আশ্চর্য্য হয়ে কয়। এ কেমন কর্ম্ম সদাগর মহাশয় ।। আমি ভৃত্য তুমি ভর্ত্তা খাও মম পাতে। এ কোন বিধান ক্ষম কহি যোড় হাতে ।। বিচারিলে ইথে মোর অপরাধ হবে। লোক মাঝে তোমার কলঙ্ক লোকে কবে।। সদাগর হেসে কহে শুন শঠরাজ। খেতে নিজজ-নের উচ্ছিষ্ট নাহি লাজ ।। যুবক কহিল প্রভু করি নিবেদন। মোরে কেন শঠরাজ কর সম্বোধন।। সদা-গর কহে তুমি করিলে যে কর্ম্ম। শঠ শিরোমণি কিনা বুঝে দেখ মর্ম্ম।। বিশেষতঃ শঠ বলি ডাকিতে তোমায়। অলঙ্কার বিহনে আমার লজ্জা পায়।।

এই মত চাতুরী করিল ধনী কত। যুবরাজ তথ্য না বুঝিয়া জ্ঞান হত॥ অনন্তর হরষিত হয়ে রসবতী। আপনি ভোজন কৈল আর রতি মতি॥ ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি মিঠা গুয়া পাণ। যোগাইল রতি মতি যুবতীর স্থান॥ রাজবালা ছোট২ বীড়া বান্ধি তায়। আগে দিয়া যুবকে আপনি শেষ খায়॥ যুববর কহে প্রভু একি বিড়ম্বন। মোরে বীড়া বান্ধি দেহ কিসের কারণ॥ বার২ আমি ইথে অপরাধী হই। যেহেতুক আমি তব দাস বই নই॥ নূতন মানুষ তুমি সদাগর কয়। পাণ গুয়া তোমারে অগ্রেতে দিতে হয়॥ ছলনা বুঝিতে নারে ভাবে অনিবার। নাগরী ইঙ্গিতে হাসে ভাব হেরে তার॥ যুবরাজে ডেকে কালীঅমার কহিল। তুমি কি বুঝিবে নারী ত্রিলোক ছলিল॥

অথ কান্ত সদাগরের নিকট হৈতে মনোহরের দাসত্ব মোচন॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ লয়ে নিজ প্রাণ কান্ত, সেজে সদাগর কান্ত, কাঞ্চন নগর প্রান্তভাগে। এইরূপে নানা রঙ্গে, রতি মতি দাসী সঙ্গে, রহে শশী সুখের সোহাগে॥ স্নানাহার করিবায়, দিবা দ্বিপ্রহর যায়, বৈকালিক নিদ্রা গেল সুখে। ক্রমে২ দিবাকর, অস্তা-

চলে কৈল ভয়, নিদ্রা ভেজে জল দিল মুখে ॥ সা-
গর উঠিল পরে, নাগরী সুদৃষ্টি করে, শঠ বলি কৈল
সম্বোধন। আজ্ঞা দিয়া সদাগরে, যুবরাজ যোড়
করে, দাঁড়াইল আসিয়া তখন॥ সে কৌতুক দেখি-
বারে, রাম বলা কাছে যায়, বসনে বদন ঢেকে
হাসে। সদাগর মনোহরে, নিরখিয়া মনোহরে,
রাগ রঙ্গ মনে নাহি আসে॥ সাত পাঁচ ভেবে পরে,
বসিবারে যুবরে, অনুমতি দিয়া নিজ কাছে।
মনে হৈল সুখায়াস, কৈল নানা পরিহাস, মনের
বাসনা যত আছে॥ কথোপকথনে পরে, যুবকে জি-
জ্ঞাসা করে, শুন শঠ বচন আমার। সুন্দর দেখিতে
পাই, বল দেখি এই ঠাঁই, আসিয়াছি কার অধিকার
বহু দিন যুবর, তেজিয়া শশুর ঘর, মনে তাঁর নাহি
ছিল তায়। শুনিয়া ধনীর ধ্বনি, নাগর কহে অমনি,
নাহি জানি আইনু কোথায়॥ শুন্দরী অজ্ঞাত প্রায়,
উত্তর করিল তায়, এই যে ময়রার বাটী বাসা। ম-
য়রাণী নাকি তার, রূপে গুণে চমৎকার, ডাক তা-
রে করিয়া তামাসা॥ সে এখনি সবিশেষ, বলিবে
এ কারদেশ, উদ্দেশ হইবে ভাল করি। আসিয়াছি
এক ঠাঁই, জেনে শুনে রাখা চাই, পুনর্ব্বার যদ্যপি উ-
তরি॥ শ্রবণ করিয়া বাণী, ময়রাণী ময়রাণী, বলে

ডাক দিল যুববর। কে ডাকে কিসের লাগি, বলি-
তেং মাগী, উত্তরিল যথা বাসাঘর॥ সুন্দরী জিজ্ঞা-
সা করে, আসিয়াছি যে নগরে, ময়রাণি এ নগর
কার। শুনি ময়রাণী কয়, নাহি জান মহাশয়, গৌ-
রীকান্ত নামেতে রাজার॥ নৃপ সর্ব্বগুণধাম, কাঞ্চন
নগর নাম, সহরের সর্ব্বলোকে জানে। অতি অপ-
রূপ ঠাঁই, ভূতলে তুলনা নাই, পুরন্দর পুরী হারি
মানে॥ দুই পুত্র ভূপতির, বহু গুণে গুণবীর, এক
কন্যা নিরুপমা রূপে। বিভা করি পতি তার, দেশে
না আইল আর, বিবেকী হইল চুপেং॥ মনোহর
নাম তার, রূপে লজ্জা পায় মার, গুণ ধাম ভুপতির
সুত। অরুণপুরেতে ঘর, সুবিখ্যাত সেনগর, বিব-
রিয়া কহিতে অদ্ভুত॥ নৃপ গৌরীসুতা পরে, না
হেরে সে মনোহরে, হইয়াছে জীবন্মৃত প্রায়। কভু
ভূমি কভু শয্যা, দিবা রাত্রি সদা ধৈর্য্যা, ধনী কেঁদে
গড়াগড়ি যায়॥ শুনিনু ইদানীন্তন, বলে থাকে সর্ব্ব-
জন, বিরহ প্রবল হয়ে তার। জীর্ণ হইয়াছে দেহ,
নিকটে যাইতে কেহ, বারণ হয়েছে সবাকার॥
রোগ তাঁর যে প্রকার, বুঝি রক্ষা পাওয়া ভার, এই
রূপ শুনি জনরবে। কহিনু যা জানি তাই, এখন স্ব-
কার্য্যে যাই, এর পর কথা থাকে হবে॥ ময়রাণী

এত বলি, উঠিয়া যাইল চলি, যুবার শুনিয়া পড়ে মনে। সত্য কৈল সবিশেষ, এত বটে সেই দেশ, আগে না চিনিনু দরশনে ।। যাহউক সর্ব্বনাশ, আমি যে হয়েছি দাস, যদ্যপি চিনিতে কেহ পারে। ঘটি-বে বিষম দায়, উত্তর কি দিব তায়, জল মান যাবে ছার খারে ।। একে ত শ্বশুর বাটী, দুঃখী হয়ে পরি-পাটী, আসে যায় যথা শক্তি যার। আমি ভূপতি তনয়, সবে জানে পরিচয়, একি জ্বালা হইল আমা-র ।। হল হর্দ্দ হতমান, এখন সম্ভ্রম মান, যাহা আছে কি রূপে রাখিব । দাসত্ব মোচন হয়, তবে ত সকল রয়, সদাগরে বলিয়া দেখিব ।। এই রূপ ভাবে রায়, নাগরী বুঝিয়া তায়, বলে শঠ ভাবিছ কি বটে ! বলে গেল নয়রাণী, রাজা নাকি বড় মানী, চলে যাই তাঁহার নিকটে ।। যে দেশে যে উতরয়, সাক্ষাত করিতে হয়, দেশাধিপতির সঙ্গে আগে । তবে ভাল শোভা পায়, যুবক শুনিয়া তায়, শ্রবণেতে বজ্র সম লাগে ।। মুখে বলে বার২, রাজার সাক্ষাতে আর, কিবা ফল হবে মহাশয়। বিলম্ব হইবে শেষ, চল আপনার দেশ, বুঝিয়া করহ যাহা হয়।। ধনী কহে সে কিরূপ, একটা দেশের ভূপ, যুক্তি বটে দরশন করা। কিসে এত তাড়াতাড়ি,

পশ্চাত যাইব বাড়ী, তুমি মোর সঙ্গে চল ত্বরা।। ধনী হেন যত কয়, নাগর বিমর্ষ হয়, অবশেষে পরিহরি লাজ। বিস্তর বিনয় করি, প্রভুর চরণে ধরি, কহিতে লাগিল যুবরাজ।। সদাগর মহাশয়, কহিবারে ভয় হয়, জান ত আমার পরিচয়। নৃপতিকে দরশন, করিব না কদাচন, যেহেতু শ্বশুর মোর হয়।। পূর্ব্বে সব কহিয়াছি, এবে দাস হয়ে আছি, প্রকাশিলে লজ্জা বড় হবে। যেমন কুকর্ম্ম কৈনু, তার মত সাজা সৈনু, রাখ মান যদি থাকে তবে।। আপনিত মান্য মান, করে দেখ অনুমান, অপমান হয় কি না হয়। শুনি কান্ত হেসে কয়, ছলে বলে বটে হয়, তুমি গুনধামের তনয়।। বলে ছিলে মোর কাছে, কিছু২ মনে আছে, একি সেই কাঞ্চন নগর। ভূপতির কি দুহিতা, তব সঙ্গে বিবাহিতা, হইলেন হাঁহে শঠবর।। যুব কহে উক্ত হই, তব কাছে মিথ্যা কই, হেন শক্তি কি আছে আমার। সত্য২ মহাশয়, হৈল মোর পরিণয়, সঙ্গে এই রাজার সুতার।। অতএব ক্ষমা দেহ, সঙ্গে যাবে আর কেহ, আমি না যাইব নৃপধাম। ভদ্রে রাখে ভদ্রমান, মহাশয় বুদ্ধিমান, বুঝে দেখ বলিয়া কি কাম।। তবে যদি কৃপা করি, যাহ মোরে পরিহরি, দাসত্ব করিয়া বিমোচন। চির

কাল রব ধারী, শ্বশুর শাশুড়ী নারী, শুভক্ষণে করি দরশন ।। নাগরী শুনিয়া কয়, দাসত্ব মোচন হয়, যদি শুন বচন আমার। তা নতুবা চিরদিন, থাকিবে মম অধীন, ভূপতির হইয়া কুমার।। শুনি ময়রাণী মুখে, নারী তবং দুঃখে, বিশীর্ণ হয়েছে কলেবর। সুবর্ণ ঘুচিয়া কালা, হইয়াছে নৃপবালা, শয্যা নাকি ধরার উপর।। নাহি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ছিং একি তব কর্ম্ম, রাজপুত্র শুনিবারে পাই। পড়িয়া মোহিনী মন্ত্র, মোহিনী সে মূল মন্ত্র, এ মোন্ত্রণা কোথা পেলে ভাই ।। তেজি সাধ্বী রমনীরে, ভাসিলে সে প্রেম নীরে, এ কর্ম্ম কি ভদ্রলোকে করে। শুনিলে ত নিজ কষ্টে, ময়রাণী যত বর্ষ্টে, আমি শুনে তাপিত অন্তরে ।। এ দুঃখ যদ্যপি তার, ঘুচাও নৃপকুমার, তবে তোঁহে ছেড়ে দিতে পারি। বলা বলে কিবা কাম, রাম বলে রাম রাম, কি কার্য্য এমন স্বামিভ্বারী ।। বড় অরসিক ওটা, অতিশয় বুদ্ধি মোটা, নতুবা যুবতী ভার্য্যা ছাড়ি। হরিশ নৃপতি সুতা, এত কি সুরূপ যুতা, দাসী সেজে থাকে তার বাড়ী।। ছেড়ে দেহ এই দণ্ডে, কি আর হইবে দণ্ডে, মিছে ওকে রাখিয়া কি হবে। বলা বলে তা কি হয়, সদাগর মহাশয়, একরার লিখে লও তবে ।। যদি সে রাজার বালা, নাহি

পায় কোন জ্বালা, উহার কারণে পুনর্ব্বার। তবে ছাড়া যুক্তি বটে, অগ্রে তব সন্নিকটে, করুক এরূপ অঙ্গীকার॥ শুনি কহে নৃপসুত, হয়ে অতি দুঃখ যুত, কেন মোরে কর তিরস্কার। আগে না বুঝিয়া মর্ম্ম, করিয়াছি মন্দ কর্ম্ম, এখন কি হবে বল তার॥ সদাগর মহাশয়, যেরূপ আদেশ হয়, একরার লহ যদি লবে। নহে কর অনুভব, রাখ ছাড় পার সব, কিন্তু মোরে রাখিলে কি হবে॥ সদাগর শুনি তায়, হইয়া দুঃখিত প্রায়, লিখিয়া লইল একরার। রাখিতে নিশান আর, অঙ্গুরী লইল তার, তিনজনে করিয়া বিচার॥ ছাড়ি দিল অনন্তরে, নাগর হরিষান্তরে, প্রভুর চরণে কৈল নতি। শ্রীকালীকুমার কয়, যুবরাজ মহাশয়, এত ছিল তোমার দুর্গতি॥

অথ মনোহরের শ্বশুরালয়ে গমন॥

পয়ার॥ সদাগর করিল দাসত্ব বিমোচন। যুবক হইল অতি হরষিত মন॥ যাইতে শ্বশুরালয়ে সাধ অঙ্গীকারে। বেশ ভূষা বিনা কিন্তু যাইতে না পারে॥ চিন্তায় আকুল হৈল ভাবিয়া উপায়। ভাব দেখে যুবতী বুঝিতে পারে তায়॥ শঠে সম্বোধন করি কহে বার বার। কি আর ভাবিছ বল নিকটে আমার॥ যদি কোন অভিপ্রায় থাকয় তোমার।

বিবরিয়া সবিশেষ কহ শুনি তার ॥ শঠ কহে মহাশয় করি নিবেদন। সর্ব্ব লোকে জানে আমি রাজার নন্দন ॥ আছিলাম এইক্ষণে আপনার দাস। এ অবস্থা দেখে লোকে হবে উপহাস ॥ অতএব প্রভু যদি অনুমতি হয়। কিছু দিন জন্য তবে যাই নিজালয়ে ॥ সুস্থ হয়ে অবশেষে আপনার বেশে। আসিব নতুবা নারী লয়ে যাব দেশে ॥ সদাগর হেসে বলে সে কি কভু হয়। আমি দিব যাহা চাহ কিবা তার ভয় ॥ অগ্রে তুমি যাও নিজ রমণীর পাশ। গমন করিও শেষে আপনার বাস ॥ নারী তব অনুভব করে যত জ্বালা। ময়রাণী কৈল তার সর্ব্বাঙ্গ কালা ॥ এ যন্ত্রণা আগে তার করহ বিনাশ। নতুবা সে চিরকাল রবে মোর দাস ॥ বিশেষ বনিতা তব কহিবে যখন। তখন যাইতে পাবে আপন ভবন ॥ সে যদি সন্তোষ নাহি হয় তবোপরে। পাইবে বিশেষ শাস্তি প্রকাশিলে পরে ॥ এই মত সবিশেষ বলে কয়ে দিয়া। রাম বলা দুই জনে কহিল ডাকিয়া ॥ কোথা ওরে রাম বলা আইস নিকটে। রাজ সম সাজ করি দেহ এই নটে ॥ আনিয়া তুরঙ্গ এক দেহ তারে আর। নাহয় কিঞ্চিত ক্ষতি হইবে আমার ॥ কি করি বিরহে মরে নারী এক

জন। অবশ্য উচিত করা শকতি যেমন॥ রাম বলা দুই জন নিকটেতে ছিল। ইঙ্গিতে বুঝিয়া মর্ম্ম হাসিতে লাগিল॥ মনেং আনন্দিত হয়ে অবশেষ। নাগরের করে দিল মনোহর বেশ॥ আনি দিল টাঙ্গন তুরঙ্গ মনোহর। আজ্ঞা লয়ে আরোহণ কৈল মনোহর॥ মারিল চাবুক অশ্ব তারা জিনি যায়। যুবক ভাবিল মনে আর কেবা পায়॥ হাট বাট এড়াইয়া শ্বশুর আলয়। আঁখির পলক মধ্যে অশ্ব উতরয়॥ নামিয়া তুরঙ্গ হৈতে দ্বারে উপনিত। নকিব চিনিয়া ভূপে জানায় ত্বরিত॥ শুনি যামাতার আগমন সমাচার। নৃপতির হৈল মনে আনন্দ অপার॥ আপনি উঠিয়া আসি পরে মনোহরে। বসাইল সভামধ্যে অতি সমাদরে॥ যুবরাজে নয়নে করিয়া দরশন। সভাস্থ সকলে হৈল হরষিত মন॥ নরপতি সম্বোধিয়া যুববরে পরে। বিস্তর করিল খেদ বর্জ্জনা কে করে॥ রীতি মত প্রত্যুত্তর দিল মনোহর। চতুরের চাতুরী সর্ব্বদা মনোহর॥ ভূপতি তৎপর যামাতার আসিবার। অন্তঃপুরে পাঠাইল শুভ সমাচার॥ পুরনারী গণে মনে হয়ে আনন্দিত। নিরখিতে যুবকে গবাক্ষে উপনীত॥ নৃপ আজ্ঞা পেয়ে এথা যত লোক জন। করিতে লাগিল

নানা মঙ্গলাচরণ।। নানা শব্দে কত বাদ্যকরে বাদ্য করে। মহা কোলাহল হৈল নগর ভিতর।। মনোহর দেশেতে আইল পুনর্ব্বার। শুনিয়া পুলকে পূর্ণ মন সবাকার।। জয়ধ্বনি নৃত্য গীতে জাগিল সহর। এখানেতে বিবরণ শুন তার পর।। শশিমুখী যুবরাজে করিয়া বিদায়। রতি মতি সঙ্গে নিজ নিকেতনে যায়।। আছিল গোপন পথ খিড়কীর দ্বারে। সেই পথে প্রবেশিল পুরের মাঝারে।। পুরুষের পোষাক ত্বরায় পরিহরি। রমণীর বেশ ভূষা পরিল সুন্দরী।। রতি মতি হৈল দাসী পূর্ব্বকার মত। দেখিবারে ধেয়ে আসে সখীগণ যত।। নৃপবালা পীড়া ছলা করিয়া প্রকাশ। পতি অন্বেষণে গিয়াছিল ছাড়ি বাস।। প্রকাশ হইলে বার্ত্তা কি জানি কি হয়। ছিল সখীগণের অন্তরে কত ভয়।। সে ভয় ঘুচিল আজি শশী দরশনে। প্রণামে ধনীকে সবে পুলকিত মনে।। রাজবালা হৃষ্টমনে করি আশীর্ব্বাদ। জিজ্ঞাসিল সবাকার কুশল সম্বাদ।। সখী কহে ঠাকুর কন্যার সুমঙ্গলে। প্রাণেং আছি মোরা কুশলে সকলে।। এইরূপ আরং কথোপকথন। করিল উভয় পক্ষে কে করে বর্ণন।। অনন্তর যুবকের আসার সম্বাদে। সকলের অন্তর পূরিল মহাহ্লাদে।। রাজা-

হইতে বাসর তদন্তে সখী সাজে। করে দিল যেখানে যে বস্তু ভাল সাজে ॥ খাদ্য দ্রব্য বিস্তর করিল আয়োজন। নাগর আসিয়া সুখে করিবে ভোজন ॥ নাগরীকে করে দিল মনোহর বেশ। মনোহর যে বেশে ভুলিয়া রুবে বেশ ॥ বসিল ভূপতি বালা পালঙ্ক উপরে। লজ্জা পায় রতি যার রূপ দৃষ্টি করে ॥ সখী গণে চারিপাশে দাঁড়াইয়া রহে। যত শোভা হৈল এক মুখে কেবা কহে ॥ রাণীর নিকটে পরে সখী এক জন। করিল শশির পীড়ারোগ্য নিবেদন ॥ নন্দিনীর রোগ মুক্ত আসা যামাতার। শ্রবণে সখীকে হার কৈল পুরস্কার ॥ নিরানন্দ শশী অস্তে চলে ভয় ভয়। হইল আনন্দ ভানু হৃদয়ে উদয় ॥ ফিরে আসি সহচরী দিল সমাচার। শশির হইল শুনি আনন্দ অপার ॥ ক্রমে২ বিভাবরী হৈল উপনীত। রাজবালা নিরখি দ্বিগুণ পুলকিত ॥ এথানেতে যুবরাজ মনোহর রায়। অই রূপ অপরূপ হরষিত কায় ॥ নৃপসনে করি নানা কথোপকথন। নিত্য কর্ম্ম আদি যত কৈল সমাপন ॥ নরপতি গৌরীকান্ত মনে২ করে। যামাতা আইল মোর বহুদিন পরে ॥ অন্তঃপুরে পাঠাইলে হয় যুক্তি মত। যেহেতু সে তনয়া দুঃখিতা অবিরত ॥ এত ভাবি সভা ভাঙ্গি পুরে

প্রবেশিয়া। যুবকে ডাকিতে দাসী দিল পাঠাইয়া॥ উপদেশ এই মাত্র দিয়া দিল তায়। যামাতায় সুতার মহলে লয়েযায়॥ দাসী আসি মনোহরে কহে বাহিরেতে। হুকুম ঠাকুরঝীর ধরে লয়ে যেতে॥ অতএব শুন ওহে ঠাকুর যামাই। এখানে বসিয়া আর প্রয়োজন নাই॥ রায় কহে তোমার ঠাকুরঝীর। জোরে অনায়াসে বেঁধে লয়ে যেতে পার মোরে॥ ধরেলৈতে তাহাতে বিচিত্র কিছু নাই। কাজ কি সে সব চল সহজেই যাই॥ এত বলি উঠিল রসিক যুবরায়। সখী সঙ্গে রাজনন্দিনীর কাছে যায়॥ দেখিল সে শশিমুখী হয়ে সুসজ্জিতা। পালঙ্কে বসিয়া আছে সঙ্গিনী বেষ্টিতা॥ কাছে আসি হাসিং বসি যুবরায়। জিজ্ঞাসিল ধনীর কুশল বারতায়॥ সুন্দরী কহিল ওহে শঠ শিরোমণি। তোমার ভালতে ভাল আছে এ রমণী॥ পরদুঃখে দুঃখ পরাধীনা প্রেমদার। পরে সুখ দিলে পুনঃ সুখ হয় তার॥ অতএব ইহাতে জিজ্ঞাসা কিবা আর। আপনি যেমন আছ তেমনি আমার॥ তবে যে এ রূপ কথা সুধালে আমায়। কে বুঝিতে পারিবে শঠের শঠতায়॥ এইরূপ বার বার শঠ সম্বোধনে। যুবরাজ ভয়ার্ত্ত হইল মনে মনে॥ কান্ত মোরে

রেখেছিল শঠ নামে দাস। কি জানি বা গুপ্ত কথা পেয়েছে প্রকাশ॥ যাহউক কৌশলে শুনিতে হবে খাটী। যদ্যপি জানিয়া থাকে মিশাইব মাটী॥ বিশেষতঃ সদাগর যখন আমায়। দাসত্ব বিমুক্ত করি করিল বিদায়॥ বার২ মোরে কেন কহিল এমন। সন্তোষ করিবা নিজ নায়িকার মন॥ যখন যাইতে দেশে হইবে আমার। অনুমতি লৈতে পুনঃ কহিল তাহার॥ ইহার কারণ কিবা না জানি নিশ্চয়। শুনিয়া অবধি মোর হয়েছে সংশয়॥ অধিকন্তু শুনে মোর নারীর বিরহে। কেন সদাগরের অন্তর তাপে দহে॥ বিশেষ তদন্ত এর জানিব কিরূপ। ভাবিল বিস্তর হেন যুব রসকূপ॥ অনন্তর যুবতীর কথার উত্তরে। কহিতে লাগিল রায় মুখে হাস্য করে॥ কি কহিলে প্রাণ প্রিয়ে শুনে হাসি পায়। সুমঙ্গল সুধালে কি শঠ বল তায়॥ নাহি জানি এ দেশের বিচার কেমন। শুনিয়া সুন্দরী পুনঃ কহিছে বচন॥ শুন ওহে প্রাণ নাথ কি দোষ আমার। তুমি যে হয়েছ শঠ হয়েছে প্রচার॥ মনেং বুঝে দেখ ভাঙ্গিয়া কি কাম। সাক্ষী মাত্র বলা যায় মন আর রাম॥ ধনী যত ছল করে কহে এই মত। নাগর শুনিয়া হয় চিন্তাযুক্ত তত॥ পুনর্ব্বার কহে

রায় শুন লো ললনা। ভেঙ্গে চুরে বল আমি না বুঝি ছলনা॥ ধনী কহে কহিতাম বিশেষ কাহিনী। যদি হইতাম আমি ও মনোমোহিনী॥ তবে যদি নিতান্ত না বুঝে তব মন। বলা যাবে এর পরে বুঝিবে তখন॥ ধনী কহে যত কথা দুই মানে তার। নাপায় ধরিতে ছুঁতে নাগর যাহার॥ যদি ধরে কোন কথা করি এক মানে। আর মানে শশিমুখী কয়ে বিদ্যমানে॥ নাগরের কিন্তু ইথে সন্দেহ বাড়িল। নারী মোর বুঝি ব্যভিচারিণী হইল॥ বুঝি সেই সদাগর সর্ব্বনাশ কৈল। মোর নারী লেগে নৈলে কেন এত কৈল॥ বনিতার মুখে আড় বাক্য শুনি তায়। ভ্রষ্টা না হইলে হেন কথা কোথা পায়॥ ক্রোধ সম্বরণ শেষে না পারি করিতে। ডাকিয়া কান্তায় রায় লাগিল কহিতে॥ শুন লো সুন্দরি তব ছাড় হাব ভাব। কুলটা হয়েছ তুমি বুঝিলাম ভাব॥ জানি আগে বিশেষ বৃত্তান্ত আমি তার। সমুচিত দিব শাস্তি রাখে সাধ্য কার॥ এত বলি ক্রোধে পুনঃ না কহিয়া কথা। অমনি বাহিরে উঠে আসে হৈতে তথা॥ নিরখিয়া শশিমুখী চিন্তিত অপার। রতিমতি কহে ইথে ভাবনা কি আর॥ রাম বলা তখনি সাজিল পুনর্ব্বার। সদাগর বেশ করি দিল নায়ি-

কার ।। পুর হৈতে গুপ্ত পথে বাহির হইয়া। নাগরের নিকটেতে উতরিল গিয়া।। নিরখিয়া মনোহর হৈল সশঙ্কিত। সম্ভাষিয়া সন্নিধানে যাইল ত্বরিত ।। সদাগরে তদন্তে ডাকিয়া ইশারায়। অতি সঙ্গোপন এক স্থানে লয়ে যায় ।। কহে শুন ওহে সদাগর মহাশয়। এথা আগমন তব উচিত নাহয় ।। যেহেতু সে গুপ্ত কথা হইলে প্রচার। মুখ দেখাইতে ভার হইবে আমার।। এক বার মাফ করিয়াছ যেই জনে। পুনর্ব্বার অপমান করিবে কেমনে ।। সদাগর কহে যাহা শুনিবারে পাই। কিছুতে তোমার তায় আর মাফ নাই ।। রমণীকে না কি তব ক্রোধে করে ভর। কহিয়াছ মিছামিছি দুর্বাক্য বিস্তর ।। কোথা তুমি সন্তোষ করিবা গিয়া তায়। উলটিয়া একি কথা বলহ আমায় ।। যুবরাজ শ্রবণ করিয়া ভীত হয়। মুখে বলে আজ্ঞা২ সেকি মহাশয় ।। মনে ভাবে সদাগর শুনিল কেমনে। এই মাত্র হৈল ক্রোধ কথোপকথনে ।। অন্তঃপুরে তাহে জানি পাখী যেতে নারে। এর মধ্যে নিশিতে কে জানাইল তারে ।। অবশেষে কান্তকে লাগিল কহিবায়। ক্ষমা কর মহাশয় ধরি তব পায় ।। দুকর্ম্ম করেছি নাহি করিবেন রোষ। আমি তব ভৃত্য আছে পদে পদে

দোষ ॥ কিন্তু এক কথা প্রভু জিজ্ঞাসি তোমায়। বধহ জীবন রক্ষা করবা আমায় ॥ সদাগর কহে শুনি বল দেখি তবে। করিব বিচারে শেষে যেই রূপ হবে ॥ রায় কহে এই মাত্র কথায়২। ক্রোধ করিয়াছি আমি নিজ বনিতায় ॥ জানিলেন আপনি এ কথা কি প্রকার। পায় ধরি মহাশয় করহ প্রচার ॥ কান্ত কহে কিছু হানি নাহি কহিবার। যদি তব নারীকে না কটু বল আর ॥ রায় বলে কটু বলা এ ত নহে জোর। তা হলে ত তব কাছে রক্ষা নাহি মোর ॥ শ্রবণ করিয়া ধনী বলে ওহে কান্ত। ক্ষমা কর অপরাধ আমি নহি কান্ত ॥ আমি তব দাসী হই গৌরী নৃপ সুতা। তব লাগি কান্ত সাজি হয়ে দুঃখ যুতা ॥ রাম বলা নামে এই অনুচর দ্বয়। এরা সেই রতি মতি দাসী মোর হয় ॥ এত বলি পুরুষের সাজ পরিহরি। তখনি সুন্দরী বেশ ধরিল সুন্দরী ॥ রায় ভাবে সদাগর চক্রের শেষ। মন্ত্র বলে ধরিলেক রমণীর বেশ ॥ নারী বেশে যবে মোরে বিভা করে ছিল। বাসরেতে সেই দিন এরূপ হইল ॥ পুনর্ব্বার সেই রূপ নিরখি সকল। এত ভাবি বলে প্রভু কেন কর ছল ॥ ধনী বলে প্রভু নহি তুমি মোর প্রভু। প্রত্যয় না হবে নাহি দেখাইলে কভু ॥ এত

বলি দেখায় আপন কলেবরে। বিশেষতঃ রাম বলা নারী বেশ ধরে॥ তিন জনে নারী হয়ে বসিল যখন। ঠাহরিয়া নিরখিয়া চিনিল তখন॥ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল যুবরায়। শশী বলে ক্ষম নাথ ধরি তব পায়॥ বিস্তর প্রশংসা শেষে করি রমণীরে। লজ্জায় নাগর আর নাহি চাহে ফিরে॥ অবশেষে বনিতায় দিল অনুমতি। প্রবেশিতে অন্তঃপুরে অতি শীঘ্রগতি॥ আজ্ঞা মাত্র গুপ্ত পথে পুরে প্রবেশিল। নাগর এ দিক দিয়া উঠিয়া আইল॥ শান্তি ক্রোধ শঙ্কা করি চিন্তা যুক্ত শশী। তাহা দেখে বুঝিল নাগর গুণমণি॥ সান্ত্বনা করিয়া শেষে কহিল কান্তায়। ভাবনা কি প্রাণপ্রিয়ে বলহ আমায়॥ যে কর্ম্ম করিলে তুমি করে কার বাপ। সাক্ষ দিতে হয় ইথে ঠেকলে শত পাপ॥ ধন্য তব বুদ্ধি বল ধন্য রতি মতি। ধন্য হইয়াছি আমি হয়ে তব পতি॥ অনন্তর দুই জনে আনন্দে ভাসিল। মুখ টিপে সখীগণে হাসিতে লাগিল॥ সখীপ্রতি ইঙ্গিতে কহিল শশী পরে। জল পানী দ্রব্য আনি আয়োজন করে॥ আজ্ঞামাত্র নানা দ্রব্য আনে সেইক্ষণ। নাগর নাগরী সুখে করিল ভক্ষণ॥ নবান্ন ব্যঞ্জন বাড়া সুবরণ থালা। যোগাইল আনি পরে ব্রাহ্মণের বালা॥

ভোজন করিয়া তাহা যুবক যুবতী। পালঙ্কে উঠিয়া বৈসে জিনি কাম রতি॥ সখী গণে মিঠা পাণ দিল করে করে। কেহ দিল তামাঙ্গ সাজিয়া যুবররে॥ তার পরে আরম্ভ করিল বাদ্য গীত। রাজ পুত্র রাজকন্যা শুনি পুলকিত॥ একে সে বসন্তকাল কাল চৈত্র মাস। যোল কলা সহ শশী আকাশে প্রকাশ॥ তাহে ছাড়ে নানা যন্ত্রে সুমধুর সুর। অন্য পরে কিবা শুনে মুগ্ধ সুরাসুর॥ আতর গোলাপ চূয়া গন্ধে আরবার। মদন ভবন সম হয়েছে আগার॥ নাগর নাগরী মত্ত হৈল কাম শরে। নিরখিয়া সখীগণে পলায়ন করে॥ কামযাগ সমাপন কৈল দুইজনে। আবশ্যক নাহি তার বিশেষ বর্ণনে॥ নিরমল জল সখী আনি দিল পরে। দুই জন হাত মুখ প্রক্ষালন করে॥ করে২ তাম্বুল যোগায় আরবার। শয়ন করিল রায় সহ নায়িকার॥ চামর ব্যজন অঙ্গে করে সহচরী। মহাসুখে নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী॥ প্রভাতে উঠিয়া রায় বাহিরে আইল। অপার আনন্দ ভরে দিবা কাটাইল॥ পুনর্ব্বার সুখকর আইল যামিনী। নিদ্রা গেল রায় কোলে করিয়া কামিনী॥ এইরূপ মহা সুখে কিছু দিন যায়। শ্রীকালীকুমার কহে শুন পুনরায়॥

অথ মনোমোহিনীর বিরহ বর্ণনা ॥

মল্ল ঝাঁপ ছন্দ ॥ কান্ত হয়ে, কান্ত লয়ে, বনে কয়ে, হরিশে। যে দিনে সে, শশী এসে, নিজ দেশে, হরিষে ॥ দুঃখী ধনী, করে ধনী, দিল মণি, নগরে। বড় ঘর, সদাগর, গেল ঘর, কেন রে ॥ এই কথা, যথা তথা, শুনি তথা, শ্রবণে। মোহিনীর, প্রেম নীর, বহে স্থির, নয়নে ॥ কহে মরি, সহচরি, কিবা করি, বলনা। মনোহরে, আন ধরে, নিলে হরে, ললনা ॥ কোথাকার, দুরাচার, বিধাতার, কণিকে। এল কান্ত, নিল কান্ত, নীলকান্ত মণিকে ॥ ওগো সই, মত সই, বল কই, কারে গো। ভাবি তাই, কোথা যাই, কোথা পাই, তারে গো ॥ তায় বিনে, এ নবীনে, দিনি দিনে, হেরিছে। কাল পেয়ে, মাথা খেয়ে, অরি যেয়ে, ঘেরিছে ॥ পিক অই, প্রাণ সই, সহ বই, কহেনা। ভেবে কালি, আজি কালি, গালাগালি, সহেনা ॥ অলি পুনঃ গুণ২, করি খুন, করিছে। ত্রিভুবন, হেরি বন, চক্ষে বন, ঝরিছে ॥ ভাল থাকী, চক্রবাকী, প্রাণ বাকি, রেখেছে। বিনা ঈশ, অহর্নিশ, মুখে বিষ, মেখেছে ॥ মার২, করে মার, অনিবার, তায় গো। নাহি ত্রাণ, উড়ে প্রাণ, জগৎ প্রাণ, দায় গো ॥ কত কই, ওগো সই, আমি নই, আমি গো। গেল মান, দেহ

প্রাণ, দেহ প্রাণ, স্বামী গো।। তার লাগি, দুঃখভাগী, এ অভাগী, মল গো। একি দায়, প্রমদায়, প্রেম দায়, হলো গো।। জ্বালা পালা, প্রাণ জ্বালা, যত বালা, সহে গো। অবিরত, শত২, কেবা কত, কহে গো।। গেলে জলে, আর জ্বলে, শত্রু দলে, হাসে গো। ডাক ডাকী, ডাকা ডাকি, করে থাকি, পাশে গো।। হাঁসি হাঁসী, হাসি২, কাছে আসি, চরে গো। বলিবকি, বক বকী, বকা বকি, করে গো।। হায়২, জ্বলে কায়, বলকায়, কবগো। হত হই, নাথ বই, এ কতই, সব গো।। সে আমার, আমি তার, কেবা আর, আছেরে। সেই সার, বিনে আর, যাব কার, কাছে রে।। কোথা নাথ, কর সাথ, এ অনাথ, নাশিয়া। জ্বলে হিয়ে, মরে প্রিয়ে, দেখদিয়ে, আসিয়া।। মোর দায়, রসময়, কত দায়, সহিলে। মোর হয়ে, যুবহয়ে, নারী হয়ে, রহিলে।। গুণ যত, কব কত, অবিরত, জাগিছে। প্রাণ নাশি, হের আসি, এবে দাসী, মাগিছে।। হায় বিধি, একি বিধি, দিয়া নিধি, লইলে। ধিক২, শত ধিক, কিমধিক, কইলে।। এই মত, অভিমত, ধনী কত, কহিল। সখীগণে, দুঃখ গণে, শুনে মনে, দহিল।। অনন্তর, পরস্পার, দুঃখান্তর, করিতে। যুক্তি করে, অতঃপরে, যুববরে, ধরিতে।। ভাবে তায়,

পুনরায়, কোথা পায়, তাহারে। বলে শিবা, করি কিবা, পাঠাইবা, কাহারে ।। চম্পা কয়, কিনা ভয়, রসময়, যুবারে। আনিবেক, লিপি এক, ব্যতিরেক, না পারে ।। দিল সায়, সবে তায়, এ কথায়, কথনে। মোহিনীর, মত স্থির, সঙ্গিনীর, বচনে।। অবশেষ, ভাবি বেশ, পরমেশ, স্মরিয়া। লিখে পাতি, ভাবে মাতি, মনে হাতি, করিয়া।। প্রেম-ভরে, পত্র পরে, শেষ করে, মোহিনী। শুনি রায়, চাহে তায়, নৃপজায়, সঙ্গিনী ।। ধনী তায়, দিল সায়, পড়ে যায়, লিখনে। কহে কালী, শুন আলি, সুপ্রণালী, লিখনে ।।

অথ মনোহরের নিকট চন্দ্রমালার আগমন॥

পয়ার॥ পত্র শুনে সখীগণে পুলকিত মন। শিরনামা দিল থাম করিয়া লিখন॥ সঙ্কেতে স্বনাম তাহে মুদ্রাঙ্কিত করে। বলে কয়ে পত্রিকা চন্দ্রায় দিল পরে॥ পত্র লয়ে চন্দ্রমালা পুরুষের সাজে। অবিলম্বে যুববরে আনিবারে সাজে॥ প্রণমিয়া উদ্দেশে কালীর পদতলে। আরোহিয়া তুরঙ্গে চলিল কুতূহলে॥ এড়াইয়া নদ বন আদি নানা স্থান। উত্তরিল কাঞ্চন নগর সন্নিধান॥ দেখিয়া নগর ধনী অতি পরিপাটী। বাসা করিলেক এক মালিনীর বাটী॥ নাম তার রূপবতী অতি রূপবতী। ছোট কালে লোকান্তর গিয়াছিল পতি॥ গলায় কাষ্ঠের মালা কিবা দিব তুল। পেটী পাড়া শিঁথী কাটা খোপা বেড়া ফুল॥ নাসার উপরে জল নাশা রসকলি। পরিধান দিব্য সাটী উপমা কি বলি॥ কুচ অতি উচ্চ সদা হাসি এক গাল। তাম্বুলের দাগে২ ওষ্ঠ দুটি লাল॥ চন্দ্রমালা মালিনীকে করি নিরীক্ষণ। সুধায় এ কোন দেশ বল বিবরণ॥ শ্রবণ করিয়া বাণী রূপবতী কয়। কে বট আপনি আগে কহ মহাশয়॥ পশ্চাত শুনিবে এথাকার সমাচার। শুনি চন্দ্রা কহে আমি সাধুর কুমার॥ গুণধাম নৃপসুত

মনোহর নাম। আমার প্রভুর কাছে করিতেন কাম।। পলাইল না বলিয়া তাঁরে অবশেষ। সন্ধান করিয়া তার ভ্রমি দেশ দেশ।। মালিনী শুনিয়া বাণী হৈল চমৎকার। কহে এযে অপরূপ সম্বাদ তোমার।। নৃপের নন্দন হয় মনোহর রায়। এথাকার রাজার যামাতা পুনরায়।। তাঁহার চাকরী করা সম্ভব ত নয়। এ কেমন কথা কৈলে ওহে মহাশয়।। চন্দ্রা কহে আছে নানা কারণ ইহায়। বল দেখি কোথা আগে মনোহর রায়।। সত্য কি তাঁহারে তুমি জান লো মালিনি। সত্য কি সে কৈল বিয়া এ রাজনন্দিনী।। বল দেখি শুনি তবে এ কোন সহর। কোন রাজা এথাকার হয় দণ্ডধর।। রূপবতী শ্রবণ করিয়া হেসে কয়। কাঞ্চন নগর এই শুন মহাশয়।। গৌরীকান্ত রায় নামে এথা নরপতি। ধনে মানে কুলে শীলে সুবিখ্যাত অতি।। দুই পুত্র ভূপতির এক মাত্র কন্যা। সবে জানে রূপে গুণে ত্রিভুবনে ধন্যা।। নাম তার শশিমুখী শশী মুখে হারে। মনোহর বিবাহ করিয়াছিল তারে।। গুণধাম নৃপতির তনয় সে জন। সেই বুঝি এই যার কর অন্বেষণ।। যেহেতু বিবাহ করি রাজার সভায়। বিবেক হইয়া মনে কোন দেশে যায়।। কত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে ছিল। সত্য

হবে তোমার প্রভুর কাছে ছিল ॥ পরিশেষে এ দেশে আইল পুনর্ব্বার। অদ্যাবধি আছে এথা জানি সমাচার ॥ সত্য যদি তব কিছু থাকে প্রয়োজন। অনায়াসে করিতে পারিবে দরশন ॥ মালিনীর মুখে শুনে এতেক বচন। চন্দ্রমালা হৈল অতি হরষিত মন ॥ যুবার সন্ধান হৈল আর কিবা ভয়। সেই খানে স্নান পূজা ভোজন করয় ॥ ভোজনান্তে বহুক্ষণ নিদ্রায় কাটায়। বেলা অবসানা দেখি উঠিল ত্বরায় ॥ মালিনীর নিকটে কহিয়া অনন্তর। সাক্ষাত করিতে চলে সহ মনোহর ॥ উপনীত হয়ে রাজবাটীর দুয়ার। জিজ্ঞাসিল দ্বারীকে যুবার সমাচার ॥ কয়ে দিল দ্বারী সবিশেষ বিবরণ। যুবতী পাইল যুবকের দরশন ॥ জিজ্ঞাসিল মনোহর কোথা তব বাস। ধনী বলে পত্র দেখ পাইবে প্রকাশ ॥ এত বলি পত্র দিল যুবকের করে। করিল বিস্তর খেদ পত্র পাঠ করে ॥ অবশেষে নির্জ্জনেতে ডাকিয়া চন্দ্রারে। সুধাইল কেটা দিল এপত্র তোমারে ॥ ধনী কহে বলিহারি স্বভাব যুবার। চিনিতে নারিলে মোরে কি কহিব আর ॥ চন্দ্রমালা নাম মোর তোমার উদ্দেশে। মোহিনীর সখী আমি ভ্রমি দেশে২ ॥ চিনিতে পারিল রায় নিরখিয়া

তায়। নীরব হইয়া রহে পড়িয়া লজ্জায়।। অবশেষে কহে মিষ্টং সুবচনে। পুরুষের বেশে ধনি চিনিব কেমনে।। চন্দ্রমালা কহে ছিং হাসি উপাজন্ন। এক কালে ভুলিয়াছ সকল বিষয়।। সেই তুমি সেই আমি হই চন্দ্রমালা। পাঠাইল তব কাছে সেই নৃপবালা।। যার লাগি কত দায় গণে ছিলে রায়। যে তোমারে নিজ জোরে সুন্দরী সাজায়।। এবড় লাজের কথা কারে বা প্রকাশি। চিনিতে নারিলে ওহে আমি তার দাসী।। যাহউক সে সকল পারা যাবে তায়। কেমনে আইলে দেশে কহ রসরায়।। রায় বলে পশ্চাত কহিব সব তার। বল সে কেমন আছে প্রেয়সী আমার।। ধনি কহে পত্র পড়ে বুঝিয়াছ সব। যে রূপে আছেন তিনি কর অনুভব।। ভূতল হয়েছে শয্যা মনোমোহিনীর। তব রূপ ভেবে চক্ষে বহে প্রেমনীর।। শেল সম হইয়াছে তোমার বিচ্ছেদ। শুনি রায় করিল অনেক তায় খেদ।। আহা উহু মুহুমুহুঃ করে হায়২। কিরূপে মিলন হবে তাবে পুনরায়।। গোপন পিরীতে আর নাহি প্রয়োজন। বিবাহ করিতে শেষে করিল মনন।। বলে কয়ে দিল চন্দ্রমালা সঙ্গিনীরে। স্বয়ম্বরা হৈতে বল মনোমোহিনীরে।। আমি গিয়া

উপস্থিত হইব তথায় । মোর গলে মালা দিতে কহিবে তাহায় ।। নতুবা মিলনে আর না দেখি উপায় । শুনি ধনী সাত পাঁচ ভেবে দিল সায় ।। চন্দ্রমালা এই রূপ পেয়ে উপদেশ । গমন করিল শেষে আপনার দেশ ।। পুলকিত হইল নাগর মনে২ । শ্রীকালীকুমার প্রভু পাদ্য ছন্দে ভণে ।।

অথ মনোহরের স্বদেশে গমন ও মনোমোহিনীর সহিত পুনর্ম্মিলন ।। দীর্ঘ ত্রিপদী ।।

চন্দ্রারে করি বিদায়, সাজিল রসিক রায়, আসিবারে আপনার দেশ । বিশেষতঃ হৈল মনে, ভাই বন্ধু আদি জনে, আর পিতা জননীর ক্লেশ ।। কে রাখিতে পারে আর, চিন্তিত নৃপকুমার, জানাইল গৌরী ভূপবরে । লয়ে যেতে বনিতায়, নরপতি শুনি তায়, সায় দিল হরিষ অন্তরে ।। করি নানা আয়োজন, সঙ্গে দিয়া লোক জন, নৃপ গৌরীকান্ত অবশেষ । পাঠাইল দুহিতায়, মনোহর যুবরায়, যাত্রা করে যেতে নিজ দেশ ।। বলে কয়ে গুরু জনে, স্মরি পার্ব্বতীনন্দনে, আরোহণ করিল তুরঙ্গে । শশিমুখী শিবিকায়, উঠিল হরিষ কায়, সঙ্গে সেনা ধায় চতুরঙ্গে ।। এড়াইয়া নানা দেশ, উত্তরিল অবশেষ, অরুণপুরের সন্নিধান । নৃপ ছিল পথ চেয়ে, বার্ত্তা

পেয়ে চলে ধেয়ে, পুত্র পুত্রবধূ বিদ্যমান ।। জনকেয়ে নিরখিয়া, অশ্ব হৈতে উত্তরিয়া, প্রণাম করিল যুবরায় । পুত্রমুখ দরশনে, নৃপতি আনন্দ মনে, চুম্ব আলিঙ্গন দিল তায় ।। দিয়া নানা রত্ন মণি, অনন্তর নৃপমণি, দেখে পুত্রবধূর বদন । নিরীক্ষণ করি যায়, চন্দ্র হারি মেনে যায়, অপরূপে কি আর কথন ।। নরপতি প্রেম ভরে, সকলেরে সঙ্গে করে, লয়ে আসে ভবনে ত্বরায় ।। আনন্দের সীমা নাই, শুনে সবে সর্ব্ব ঠাঁই, দেশে এল মনোহর রায় ।। জয় ধ্বনি কোলাহল, দেশ হৈল উজল, গীত বাদ্য আদি মহোৎসবে । ভার্য্যে সহ যুবরায়, মাতায় প্রণমিবায়, প্রবেশিল অন্তঃপুরে তবে ।। দেখে আসি জননীর, নয়নে বহিছে নীর, মনোহর মুখে বাক্য শুনী । লজ্জিত হইয়া রায়, সান্ত্বনা করিয়া তায়, মস্তকে লইল পদধূলি ।। পুত্রে করি নিরীক্ষণ, হল দুঃখ নিবারণ, রাণীর অমনি মনেঃ । পুত্রবধূ মুখ তায়, নিরখি সহর্ষ কায়, করে যেন পাইল রতনে ।। বলে কয়ে শেষে মায়, বাহিরে আইল রায়, স্নান পূজা কৈল সমাপন । অন্তঃপুরে শশি মুখী, অন্তরে হইয়া সুখী, অইকণ করিল তখন ।। শশী সে ভূপের কন্যা, তাহে রূপে মহীধন্যা, গুণে গুণবতী লজ্জা পায় । পুরবাসি

যত মেয়ে, দেখিতে আইল ধেয়ে, নিরখিয়া হরষিত কায়॥ গগণে বাড়িল বেলা, সবে নিজ স্থানে গেলা, ধন্য২ করিয়া রাজায়। নৃপ লয়ে মনোহরে, ভোজন করিল পরে, পুরনারী আদি সবে খায়॥ দিবা হৈল অবসান, প্রকাশিল রাত্রিমান, যুববর মনোহর রায়। নিজ নায়িকার সঙ্গে, কৌতুক করিয়া রঙ্গে, বিভাবরী নিদ্রায় পোহায়॥ অস্তে গেল নিশাকর, দেখা দিল দিবাকর, বাহিরে আইল যুববর। এই রূপ মাস তিন, ক্রমে যায় দিন দিন, বিবরণ শুন তার পর॥ মনোহরে বলে কয়ে, চন্দ্রমালা হৃষ্ট হয়ে, এথা উপনীত হয়ে দেশ। মনোমোহিনীর সঙ্গে, সাক্ষাত করিয়া রঙ্গে, নিবেদিল বার্ত্তা সবিশেষ॥ ধনী হরষিত হয়, আসি জননীকে কয়, স্বয়ম্বরা হইবার তরে। কন্যার শুনিয়া বাণী, সন্তুষ্ট হইয়া রাণী, জানাইল বার্ত্তা দণ্ডধরে॥ ভূপতি হরিশ তায়, শুনিয়া হরিষ কায়, নিমন্ত্রণ দিল সর্বঠাই। আসে বহু রাজ সুত, সুরূপ সুগুণযুত, বিবরিতে যাহে কার্য্য নাই॥ মনোহর হৃষ্ট হয়ে, পিতার অনুজ্ঞা লয়ে, দিনমণি নগরে আইল। সকলে সুদৃষ্টি করে, হরিষ ভূপতি পরে, সভা করি কন্যা আনাইল॥ সখী সঙ্গে নৃপবালা, করে করি পুষ্পমালা, দিল মনো-

হরের গলায়। সবে হৈল পুলকিত, হয় নৃত্য বাদ্য গীত, শুভ কর্ম্ম সুখে হৈল সায়॥ রাজপুত্র গণে পরে, খাওয়াইল সমাদরে, ভূপতি হরিশ্চন্দ্র রায়। পেয়ে সকলে সম্মান, নিজ২ স্থানে যান, দিবা হৈল অবসান প্রায়॥ বিভাবরী উপস্থিত, মনোহর পুলকিত, ভার্য্যা সহ করিল শয়ন। দোঁহে দোঁহা দরশনে, পূর্ব্ব ভাব উদ্দীপনে, হৈল নানা কথোপকথন॥ চন্দ্রমালা আদি করি, এল পঞ্চ সহচরী, যুবরে দেখিবার তরে। নিরখিয়া মনোহরে, কত পরিহাস করে, পূর্ব্ব কথা ভাবিয়া অন্তরে॥ হয়ে আনন্দিত কায়, সবে তবে নিদ্রা যায়, নিশাকর অস্তাচলে চলে। সুখে দুর্গা২ বলি, সুপ্রভাতে আসে চলি, মনোহর বাহির মহলে॥ সারি নিত্য আদি কর্ম্ম, ভূপেরে জানায় মর্ম্ম, দেশে আসিবার আপনার। নৃপতি শুনিয়া তায়, সঙ্গে দিল দুহিতায়, আর নানা দ্রব্য ভার২॥ মনোহর অনন্তর, হইয়া হরিষান্তর, যাত্রা করি দেশে উতরিল। শুনিয়া সুখ সম্বাদ, অন্তরে গণে আহ্লাদ, কত নারী দেখিতে আইল॥ গুণধাম নরপতি, দিয়া নানা রত্ন মতি, দেখে নব বধূর বদন। দুই বধূ এক ঠাঁই, সুখের পর্য্যাপ্তি নাই, আনন্দে পূরিল সর্ব্বজন॥ বেলা হৈল দ্বি প্রহর, অরুণ পূরা-

ধীশ্বর, পুত্র সহ করিল ভোজন । মোহিনী শশির সঙ্গে, ভোজন করিল রঙ্গে, অন্তঃপুরে হয়ে হর্ষমন ॥ ডুবে গেল দিবাকর, নিশা হৈল অগ্রসর, যুবরাজ মনোহর রায় । সঙ্গে দুই বনিতার, আনিয়া শয়নাগার, শয়ন করিল হর্ষকায় ॥ শশিমুখী ধীরে২, জিজ্ঞাসিল মোহিনীরে, পার মোরে কে আমি চিনিতে। মোহিনী শুবণ করে, হাস্য করি মৃদুস্বরে, কহে কি কহিলে আচম্বিতে॥ সপত্নী তুমি আমার, চিনি না একি আর, শশী কহে সত্য তাহা বটে। কিন্তু আমি সেজে কান্ত, ধরে এনেছিনু কান্ত, যবে ছিল তব সন্নিকটে॥ সত্য কি অসত্য হয়, সুধাইয়া জান নয়, শঠের নিকটে বারতায় । বিশেষ জানিয়া পরে, মোহিনী সলজ্জা ভরে, হেঁট মুখে রহে নাহি চায় ॥ শশিমুখী দেখি হেন, হেসে বলে কেন কেন, লাজে আর কিবা ফল হবে। হইয়াছে যা হবার, ভেবে কি হইবে আর, মোহিনী হাসিল শুনি তবে ॥ বিস্তর প্রশংসা করে, শশিমুখী প্রতি পরে, কহে দিদি তুমি মোর বড় । স্বরূপে সুরূপবতী, সুচিকণ বুদ্ধিমতী, আমা হৈতে বহু গুণে দড় ॥ দুই ভার্য্যা সঙ্গে পরে, যুবক পুলকান্তরে, করি নানা কথোপকথন । নিদ্রায় কাটায় নিশি, প্রকাশ্য হইল দিশি, প্রভাকর দিল

দরশন ॥ প্রভাতে উঠিয়া রায়, বাহির মহলে যায়, দুর্গা২ বলিয়া বদনে। সারে নিত্য কর্ম্মানন্দে, দীর্ঘ ত্রিপদীর ছন্দে, শ্রীকালীকুমার দ্বিজ ভণে ॥

অথ গ্রন্থ সমাপ্ত। পয়ার ॥

এইরূপ মহাসুখে কিছু দিন যায়। বিবরিব শুনহ পশ্চাত বারতায় ॥ পুত্রে দিয়া রাজ্য গুণধাম নৃপরায়। কাল প্রাপ্ত অবশেষে কাল গ্রাসে যায় ॥ যুবরাজ মনোহর হয়ে নরপতি। রাজ্য করে অবিরত মনঃসুখে অতি ॥ দিবা যায় রাজ কর্ম্মে এলে রাত্রিকাল। দুই নারী সঙ্গে রঙ্গে রতে মহীপাল ॥ উভয়ের সহিত প্রণয় অতিশয়। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠার নিকটে বাধ্য রায় ॥ যেহেতু সে নারী সাজা হয়েছিল যবে। নারী হয়ে ভাল সাজা দিয়াছিল তবে ॥ ছল করি করাইয়া ছিল অঙ্গীকার। পরিতুষ্ট রাখিবারে মন নায়িকার ॥ কাজে২ নরপতি রহে তার বশ। যোষিতার বুদ্ধিবল সবার সরস ॥ নতুবা কি নারী হয়ে পতি হৈতে পারে। মনোহর নরপতি হারিয়াছে যারে ॥ অনন্তর এইরূপ পুলকিতান্তরে। স্ত্রী সহিত মনোহর সুখে রাজ্য করে ॥ কহিল বিক্রমাদিত্যে কবি কালিদাস। মহারাজ সমাপ্ত হইল ইতিহাস ॥ বিচার করিয়া এবে দেখুন

ইহার। যুবক যুবতী মধ্যে শক্তি অতি কার ॥ নৃপ কহে আমার অধিক আর বালা। সত্য বটে কালিদাস অবলা প্রবলা ॥ সন্তুষ্ট হইনু বড় কথায় তোমার। এত বলি কবিকে করিল পুরস্কার ॥ সভা শুদ্ধ সকলে হইল আনন্দিত। সবে কহে কালিদাস তুল্য কে পণ্ডিত ॥ ইতিহাস বিবরিয়া কৈল যে প্রকার। এমন আশ্চর্য্য কথা শুনি নাহি আর ॥ এবে মোরা বুঝিলাম অবলার বলে। বুঝি কেহ নাহি পারে অবনী মণ্ডলে ॥ মুখে অনুক্ষণ বলে অবলাং। সে যদি অবলা বলা কারে যায় বলা ॥ চতুর্গুণ বুদ্ধি অষ্টগুণ কাম কলা। জানিলাম মানিলাম অবলা প্রবলা ॥ এইরূপ সভা শুদ্ধ কহিতে লাগিল। সভা ভেঙ্গে নরপতি পুরে প্রবেশিল ॥ আরং সবে নিজ নিকেতনে যায়। বিশেষিয়া বিবরিয়া কিবা ফল তায় ॥ কালিদাস ইতিহাস কৈল যে প্রকার। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শ্রীকালীকুমার ॥ অবলা প্রবলা রূপী গ্রন্থে হৈল বলা। তেঁই সে গ্রন্থের নাম অবলা প্রবলা ॥ ইন্দু সিন্ধু দ্বয় বসু ক্রমেতে রাখিবে। সেই শকে গ্রন্থ সারা বুঝিয়া দেখিবে ॥ ইতি সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এই অবলা প্রবলা নামক গ্রন্থ কেহ মুদ্রিত বা প্রকাশ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হইবেন ইতি।

নীর নিরীক্ষণ॥ অষ্টমাস এইরূপ তেজিয়া আহা-র। অনুক্ষণ উপাসনা করয় তাহার॥ দেখহ কেমন জলধরেরাচরণ। আরম্ভি বরষা করে শিলা বরি-ষণ॥ হেন কি উচিত কভু হয় তার প্রতি। সেই মত জেন নাথ পুরুষের গতি॥ রায় বলে কেন২ এত অবচন। পুরুষে কহিলে ধনি না জেনে কারণ॥ নি-র্দ্দয় যেমন নারী আর কে তেমন। শুনহে কামিনী তার বিশেষ কথন॥ পিরীতি যখন করে প্রথমে রমণী। কথায়২ হাতে দেয় দিনমণি॥ হাব ভাব কটাক্ষ হরিয়া লয় প্রাণ। ভাসায়ে তরঙ্গে পরে নাহি করে ত্রাণ॥ আরবার আর জনে করে অভি-লাষ। মজেছিল আগে যেই তার গলে ফাঁস॥ বহু-রূপা কথায় করিয়া নানা ছল। ঘুরাইয়া দগ্ধ করে মৌনিক কমল॥ কুলাল মৃত্তিকা মাথে বহিয়া যত-নে। গৃহে আনি যথা পুনঃ প্রহারে চরণে॥ ঘুরায় চক্রেতে পরে দগ্ধ করে তায়। নারীর তেমনি রীতি নারি বর্ণিবায়॥ না দেখিতে খাও ধনি আপনার দোষ। উচিত বলিলে শেষে উপজিবে রোষ॥ হাসি২ শশী বলে এ আর কেমন। কোন নারী পতি তেজি অন্যে করে মন॥ যদ্যপি কোথায় হেন করে কোন জন। বেশ্যা বলি লোকে তাকে করিবে

গণন ।। অতএব এক তেজে আরো করে মন। যুবক যেমন ইথে নারী কি তেমন।। কহিলে যথার্থ কথা হবে মোর রোষ। এ আবার কি বিধানে দেখাইলে দোষ।। বিশেষ তাহাতে পুনঃ ওহে প্রিয়বর। কি হইবে মম রাগে তোমার উপর ।। অনুরাগ নহে মোর তাহে কদাচন। রাগ ভরে বিরাগ বাড়িবে অকারণ।। অধীনা তোমার আমি তুমি মোর পতি। ভেবে দেখ ইথে নাথ কার হয় ক্ষতি।। তুমি যাবে বাসে চলি সময় পাইয়া। অনঙ্গ এ অঙ্গ রাজ্য লবে ছিনাইয়া।। নগর নিবাসি গণে করিবে তাড়ন। লণ্ড ভণ্ড হবে রাজ্য বিহনে রাজন।। কে করে শাসন তাহা কেবা প্রজা পালে। কে শান্ত করিবে আর দুরন্ত কোটালে।। কোকিল কোকিলা আসি পাড়িবেক গালি। প্রতিবাসী হাসি গালে দিবে চূণ কালি।। পতিত রহিবে ভূমি কে করিবে চাষ। কাজেং মহল হইবে তার খাস।। না পাইব উপস্বত্ত্ব তাহে সার্থ কবা। দহিতে হইবে মোরে কি নিশি কি দিবা।। কি জানি অন্যেরে যদি করয় পত্তন। গাইতে হইবে মোরে দুঃখের কীর্ত্তন।। সিহরিয়া বলে রায় কি কহিলে মরি। ইহাতে ক্ষতি কি মন হবেনা সুন্দরি।। লইবে আমার রাজ্য অন্য

মহীপালে। কি দুঃখ ইহার বাড়া আছয় কপালে।। করিবে আমার ধন অন্যে সমর্পণ। আনন্দিত তাহে কি হইবে মোর মন।। কে পারে দেখিতে ইহা কে পারে সহিতে। অহিতেরে হিত বলি কে পারে কহিতে।। তুমি যদি কর কোপ কিবা নাহি হয়। বরঞ্চ করিতে পার যাহা মনে লয়।। রাখিলে রাখিতে পার বধিলে বধিতে। অসাধ্য কি আছে তব আমাকে করিতে।।যত দিন মিলন না ছিল তব সহ। তখন আছিল এক যাহয় বলহ।। এবে হে সরলে তব লয়েছি আশ্রয়। করিব তা হজুরের হুকুম যা হয়।। যাহউক অপরাধ হইলে ক্ষমিবে। মহতের দামে নৈলে কলঙ্ক রটিবে।। দেখহ দৃষ্টান্ত তার করিব বর্ণন। মহত জনের যেইরূপ আচরণ।। কলঙ্ক লাগিয়া চন্দ্র কলঙ্কী হইল। সে কলঙ্ক কলঙ্কের ভয়ে না তেজিল।। আর দেখ দিয়া স্থান যত ফণিবরে। নীলকণ্ঠ কণ্ঠহার রাখিয়াছে করে।। নাহি করে পরিত্যাগ সদাশ্রিত বলি। নাহি লবে মোর দোষ সেই হেতু বলি।। আশ্চর্য্য হইয়া ধনী বলে এ কেমন। তুমি কি অধীন মম কিরূপ কথন।। না লইব তব দোষ তাহে সে কি রূপ। যুবতীর বশ যুবা একি অপরূপ।। হেন অসম্ভব কথা কে করে প্রত্যয়।

নারীর নিকটে নত পুরুষ কি হয় ॥ প্রজায় কি পারে কভু রাজায় দণ্ডিতে । বিধাতার বিধি কেবা পারয় খণ্ডিতে ॥ করীতে ধরিল সিংহ অনল শীতল । গিরিশ পতন হৈল খাইয়া গরল ॥ ভেকেতে ধরিয়া ফণী করিল আহার । বোবায় পড়িছে বেদ একি চমৎকার ॥ পঙ্গুতে লঙ্ঘিল গিরি কবে কোন্ ঠাঁই । অনায়াসে দেখিতেছে চক্ষু যার নাই ॥ মূষিকে মার্জ্জার মারে হয়ে ক্রোধান্বিত । পশু হৈল ব্রহ্মজ্ঞানী একি বিপরীত ॥ রজনীতে হৈল পুনঃ আদিত্য গ্রহণ । কে কোথা হেরিল হেন দুর্ঘট ঘটন ॥ বিশ্বাস কে করে যাহা নহে কদাচন । পতি কি কখন করে ভার্য্যার সেবন ॥ অতএব শুন নাথ করি নিবেদন । অধীনীকে কেন কহ অকথ্য কথন ॥ মনে মাত্র রেখ মোরে এই ভিক্ষা চাই । ভুলিয়া থেকনা যেন থাকি কোন ঠাঁই ॥ দেহের ভূষণ পতি শুন প্রাণপতি । নাহি পতি নাসে যার কি কব দুর্গতি ॥ অমিলন হয় যদি না রবে জীবন । কহিলাম ইচ্ছা যাহা করিবে এখন ॥ রায় বলে হেন কভু না হয় সম্ভব । কারণ বিহনে হয় কার্য্যের উদ্ভব ॥ কলেবর সম আমি তুমি সে জীবন । কেমনে বিচ্ছেদ হবে নহিলে মরণ ॥ ভাসিল আনন্দে দোঁহে কথোপকথনে ।

পশিল প্রেমের রস উভয়ের মনে।। বান্ধিল দোঁহা-য় দোঁহে প্রীতি রজ্জু দিয়া। কার সাধ্য কেবা থাকে কাকে না হেরিয়া।। বুঝহ প্রেমিকগণ সত্য মিথ্যা হয়। প্রেম ভানু যেই দিন হৃদে প্রমোদয়।। এইরূপ আলাপন কৈল বহুতর। বিবরিতে বিবরণ বাহুল্য বিস্তর।। যুবক যুবতী পরে করিল শয়ন। হেরি যত নারীগণ করিল গমন।। ক্ষণেক বিলম্বে শশী চলে অস্তাচল। নিশি হেরি অবসানা উভয়ে চঞ্চল।। কি করে ভাবয় মনে নাপায় উপায়। পিরীতে বিচ্ছেদ কৈল ধিক বিধাতায়।। শীতকর কিরণে প্রফুল্ল সবে হয়। কলঙ্ক তাহাতে দিল একি প্রাণে সয়।। যে বারি বর্ষণে হয় ধরা সুশীতল। এমন বারিধি মধ্যে বাড়ব অনল।। যে গন্ধের গন্ধেতে আমোদ করে কায়। নীরস কাষ্ঠেতে বিধি গড়িল তাহায়।। সুখের লাগিয়া নাকি হইল সর্ব্বরী। কাল রূপ কৈল তার মনোখেদে মরি।। হৃদাম্বুজ যাহার সৌরভে সুপ্রকাশ। হায় বিধি হেন ফুল রবে বনবাস।। শুনিলে বাঁশীর স্বর সুখী হয় মন। রাখিল তাহাতে ছিদ্র করিয়া গঠন।। খেদ করি হেন কত কহিল বিধিকে। হেন কালে প্রভাকর উঠে পূর্ব্বদিকে।। কি করে প-তিত হয়ে বিষম সঙ্কটে। রাখিল দুয়ের মন দুয়ের

নিকটে ॥ ছাড়িয়া শয্যায় রায় উঠিল ত্বরায় । নিশাকর তেজে যেন চকোর পলায় ॥ উঠিয়া কামিনী পুনঃ ধরিয়া বসায় । কোথা যাবে ওহে নাথ তেজিয়া আমায় ॥ রায় বলে কেন ধনি ভাব আর বার । সকলি ত কহিয়াছি সাক্ষাতে তোমার ॥ না-হবে বিচ্ছেদ কভু বিহনে মরণ । মোর প্রতি প্রিয়ে তব থাকে যেন মন ॥ তোমায় না হেরে আমি নারিব থাকিতে । তেকারণে বিষাদিতা না হইবা চিতে ॥ তুমি পত্নী আমি পতি প্রেমের সোহাগ । তব অনুরাগে ধনি মোর অনুরাগ ॥ তোমার হইলে সুখ মোর হয় সুখ । তব দুঃখে প্রাণপ্রিয়ে বাড়ে মোর দুঃখ ॥ তেঁই বলি মোর লাগি নাহি ভাব মনে । হাজির তলব হেলে হব সেইক্ষণে ॥ প্রভাকর উদয় হইল যেন অরি । না দেয় তিষ্ঠিতে তায় লজ্জারূপ করী ॥ শশী বলে তবে যদি উঠিবে নিশ্চয় । তোমার বিরহ নাথ প্রাণে নাহি সয় ॥ শীঘ্র করি অধীনীকে দিবে দরশন । কহ যদি ছাড়ি তব যুগল চরণ ॥ ভার্য্যার বচন রায় করিয়া শ্রবণ । সান্ত্বনা করিল কহি সুমিষ্ট বচন ॥ শশী নাম উচ্চারিয়া শপথ করিয়া । উঠি তথা হৈতে গেল বাহিরে চলিয়া ॥ ভাবিয়া মন্দিরে এথা ধনী নিজ মনে ।

সহচরী গণে ডাকে কাছে ঘনে২ ।। রাজসুতা দুঃখযুতা হেরি সখীগণ। আভাসে বুঝিল তার বিশেষ কারণ।।ধৈর্য্য ধরাইল সবে পাতি নানা ছলে। তথাপি ধনীর চক্ষে প্রেমধারা গলে ।। শ্রীকালীকুমার কহে সত্য ইহা বটে। প্রথম মিলন কালে এই রূপ ঘটে।।

অথ রাজা গৌরীকান্তের সভা বর্ণ্ণনা।।

লঘু ত্রিপদী।। যামিনী প্রভাতে, উঠিয়া সভাতে, গৌরীকান্ত নরপতি। বসিলেন আসি, শোভা পরকাশি, পুলকে পূর্ম্বিত মতি।। সভাসদ্ যত, বৈসে রীতিমত, বিকসিত মনঃসুখে। কত লোকজন, কে করে গণন, হেরয় ভূপ সম্মুখে।। বসিয়াছে পাত্র, প্রবীণ সুপাত্র, মিত্র মিত্র যোগ্যতায়। গুরু পুরোহিত, নৃপ পুরোহিত, সুবিহিত করি চায় ।। দ্বিজ সুশিক্ষিত, বসিল পণ্ডিত, অমাত্য আত্মীয় গণ। সর্ব্বশাস্ত্রী কত, বৈসে শত২, জ্ঞাতি কুটুম্ব সজ্জন।। বিদ্যায় ব্যাপক, কত অধ্যাপক, গণক গণে কে গণে। ভাই বন্ধু জন, আদি বহুজন, বসিল সবার সনে।। উকিল মোক্তার, আমীন পেস্কার, নাএব সেরেস্তাদার। দেওয়ান মুনসী, খাজাঞ্চী বক্সী, সবে বৈসে দরবার ।। হিসাবে নিপুণ, বৈসে কারকুন,

কানগুঁই কাজি আর। হেড মোহরির, সদর নাজির, দপ্তরির দফাদার॥ বিবরিতে নাই, পারি কত ঠাঁই, বৈসে বাদী প্রতিবাদী। আসা সোঁটাদার, খাড়া জমাদার, লয়ে চোপদার আদি॥ পাঠক কথক, বসিয়া কথক, ভাঁড়ুয়ে ভক্তিয়া যত। সবার সদনে, ভাট পণ্ডিগণে, ভূপযশ বক্তে কত॥ ভাঁড়ে অবিরত, ভাঁড়ামীতে রত, বৈসে করি নানা সাজ। কে করে বর্ণ্ণন, সহ কত জন, রাজবৈদ্য কবিরাজ॥ ধ্রু পদ খেয়ালী, কাওয়াল কাওয়ালী, কালওয়াত্ টপ্পাবাজ। সবে বৈসে সাজি, আদি পাখোয়াজী, সহ লয়ে পাখোয়াজ॥ পুনঃ কাছে তার, রহে বীণকার, সেতারী সেতার লয়ে। নানা যন্ত্রিগণে, সবে জনে জনে, রহে হরষিত হয়ে॥ চাকর নৌকর, করি যোড়কর, নিজ২ স্থানে চায়। চামর আড়ানী, মোরছাল আনি, কত জনে হাঁকরায়॥ কেহ করে করে, নৃপশিরোপরে, রাজছত্র ধরে থাড়া। সভা হেরিবায়, কত লোক ধায়, ভূপভয়ে নাহি সাড়া॥ অপরূপ সাজে, সবে রহে সাজে, নিজ কাজে নিয়োজন। সভাজন যত, এইমত কত, আদি যত লোক জন॥ হেরি দরবার, হয় চমৎকার, ভূপ অপরূপ সাজে। করিছে বিচার, সেই মত তার, যাহার যে

রূপ সাজে ॥ রাজার আজ্ঞায়, কোটাল কাহায়, মারিছে ধরিছে রোষে। পেয়ে অনুমতি, কোন জন প্রতি, ধনে আলাপনে তোষে ॥ বান্ধিয়া কাহায়, মোড্ডায় মোড়ায়, কোড়ায় প্রহার করে। লইয়া কাহায়, বেড়ী দিয়া পায়, কারাগারে আনে ধরে ॥ প্রহরী প্রহারে, কেহ হাহাকারে, কহে মরি প্রাণ যায়। কেহ বলে হায়, ঘটিল কি দায়, ধিক দিয়া বিধাতায় ॥ কেহ পায় তাপ, বলে বাপ বাপ, দুপ-দাপ মারে কীল। কেহ বলে ভাই, মরি যাই যাই, বুকে পিঠে লাগে খিল ॥ যেন যমধাম, হেন ধুম-ধাম, মাছি নাহি নড়ে ডরে। প্রজাগণ যত, হয়ে সমাগত, কর দেয় করে করে ॥ আসে অবিরত, সদাগর কত, দেশ বিদেশীয় জন। দিয়া নজরাত, করি যোড় হাত, রাজে করে দরশন ॥ যাবদধি-পতি, নহে অনুমতি, সরিতে শকতি কার। নকিব ফুকারে, জানায় রাজারে, তবে আসে দরবার ॥ পাইয়া খেলাত, করি প্রণিপাত, কোনজন ফিরি যায়। হাসে ভাষে কায়, হেরি পাহারায়, চুপ চাপ করে তায় ॥ পাঁচ হাতিয়ারী, রহে সারি সারি, দিগে দিগেতে সেপাই। প্রকাণ্ড শরীর, নয়নে রুধির, কত বীর কত ঠাঁই ॥ যদি পায় ছল, ছুটে দল বল,

হাড় গুঁড়া করে মারি। ভয়ে কত জন, হয় অচেতন, নাহি কার জুরী জারী॥ এরূপে রাজন, সহ সভাজন, বিচার প্রচার করে; কিবা চমৎকার, শ্রীকালীকুমার, সমুচ্চ ত্রিপদী বিবরে॥

অথ গুণধাম রাজার স্বদেশে পুনরাগমন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥ এথা গুণধাম রাজ, মারি নিজ নিত্য কাজ, সহ সুত মনোহর রায়। যথা গৌরীকান্ত ভূপ, সভা করি অপরূপ, বৈসে বাসা হৈতে তথা যায়॥ সঙ্গে নানা লোক জন, চলিলেক অগণন, আর পাত্র মিত্র আপনার; বরযাত্রী আদি করি, নানা বিধ বেশ পরি, যাইতে হইল আগুসার॥ হরিষে প্রফুল্ল মন, দ্রুত ভাবে কত জন, নৃপ কাছে হইতে বিদায়। আশা করে অবিরত, পাবে ধন ধেনু কত, দ্বিজগণ ততোধিক তায়॥ আগে যায় নৃপবর, কাছে যুব মনোহর, অপরূপ রূপ মনোহর। ছাতা আসা সোঁটা দার, যত সব জমাদার, আগে পাছে চর কর নৌকর॥ উপনীত হৈল পরে, নকিবেতে উচ্চৈঃস্বরে, গৌরীকান্তে কহে সমাচার। বার্ত্তা পেয়ে নৃপবর, আপনি উঠিয়া পর, সম্ভাষণ কৈল সবাকার॥ অন্তরে উল্লাস মতি, করি বহু স্তুতি নতি, বসাইল সভার ভিতরে। যুবরাজ মনোহর, সহ পিতা

দণ্ডধর, বৈসে আসি রাজাসনোপরে॥ শোভা হৈল চমৎকার, দেখিবারে অনিবার, থাকিল অনেক লোক জন। কি কব বিশেষ তার, সংখ্যা করে অসংখ্য কার, পুথী বাড়ে করিতে বর্ণন॥ নিরুপম সশোভন, সভাকারি দরশন, বাখানিল জনে জনে কত। নৃপসুত রূপবরে, যুবরাজ মনোহরে, হেরে কেহ কহে অই মত॥ একে আর ডাকি কয়, হের দেখ মহাশয়, বলিহারি বিধি বিধাতার। যেমন নৃপের সুতা, শুনিয়াছি রূপযুতা, পতি পুনঃ সেই রূপ তার॥ কেহ বলে ভাল২, ভূপতির ভাল ভাল, ধনে মানে আপনি যেমন। করিয়াছে কন্যা-দান, বহুরূপ ধনবান, ভূপতির তনয়ে তেমন॥ সভা শোভাবলোকনে, এই মত কত জনে, কত কথা কহে কত জনে। নৃপ গৌরী গুণধাম, সহ নৃপ গুণধাম, হরষিত নানা আলাপনে॥ বেহায়ী২ করে, হাস্য পরিহাস্য করে, প্রত্যুত্তর সমানে সমান। সভ্যগণ সমুদয়, শুনিয়া প্রফুল্ল হয়, কেবা তার করয় বাখান॥ যাইবারে নিজধাম, তদন্তেতে গুণধাম, গৌরীকান্তে মাগিল বিদায়। পুত্র পুত্রবধূ আর, লয়ে যেতে সমিভ্যার, মন আশা প্রকাশিল তায়॥ শুনি গৌরীকান্ত রায়, রাখিবারে যত্ন পায়, থাকুন

দিলেক দুই বলি। যদি হৈল দেশে আসা, পূর্ণ করি মম আশা, পরে নিজ দেশে যাবে চলি।। হেন কত কহে রায়, সে কথায় প্রতি রায়, নাহি দিল গুণধাম রায়। অবশেষে কোন রূপে, রাখিতে নারিয়া ভূপে, গৌরীকান্ত কহে পুনরায়।। তবে যদি মহাশয়, যাইবেন সুনিশ্চয়, বর কন্যা রবে মম বাস। কিছুদিন পরে পরে, সহ কন্যা মনোহরে, পাঠাইয়া দিব তব পাশ।। এবে বড় সাধ মোহে, যামাতা দুহিতা দোঁহে, নিবাসে রাখিয়া নিরখিতে। শ্রবণ করিয়া তায়, গুণধাম দিল সায়, নৃপ হয় হরষিত চিতে।। বিদায় করিতে ভূপে, অনন্তর অপারূপে, গৌরীকান্ত কৈল আয়োজন। হয় হাতী পদাতিক, দিল বল ততোধিক, কিমধিক করিব বর্ণন।। বরযাত্রি গণে২, কত দিল কেবা গণে, মনে মনে সকলে উল্লাস। ব্রাহ্মণে করিল দান, রাখি সবাকার মান, ধন ধান্য আদি নানা বাস।। আশীর্ব্বাদ করি তবে, নিজ২ গেহে সবে, চলি যায় সরস অন্তরে। গুণধাম নরপতি, সম্ভাষিয়া সবা প্রতি, দুর্গা বলি উঠিলেন পরে।। গৌরীর সেবক গণে, তুষিয়া মিষ্ট বচনে, হাসিয়া দিলেন পুরস্কার। দীন দুঃখী দ্বিজে দান, করিলেন অপ্রমাণ, মনোবাঞ্ছা

পুরে সবাকার ।। পুত্রে দিয়া আলিঙ্গন, লয়ে নিজ লোক জন, দেশে যাত্রা করিলেন পরে। তুরী ভেরী ডঙ্কা বাজে, সিদ্ধিদাতা গণরাজে, প্রণামি উঠিল অশ্বোপরে।। বায়ু বেগে অশ্ব ধায়, আগে পাছে লোক যায়, জয়২ শব্দ অনিবার। গৌরীকান্ত অবশেষে, নৃপে পাঠাইয়া দেশে, ব্যস্ত রাজকর্ম্মে আপনার।। কার্য্য গার্য্য সমাপয়, বেলা হেরি অতিশয়, সঙ্গে লয়ে যুব মনোহরে। সভা ভাঙ্গি উঠি যায়, নিজালয়ে সবে ধায়, দ্বিজ কালীকুমার বিবরে।।

অথ মনোহরের নগর ভ্রমণ ছলে
কাঞ্চন নগর বর্ণনা।।

লঘু ত্রিপদী।। নৃপ গৌরী পরে, লয়ে মনোহরে, স্নান দান সমাপিল। মহলে সুতার, দাসী সমিভ্যার, যামাতারে পাঠাইল।। আপনি উঠিয়া, পুরী প্রবেশিয়া, আপন মহলে যায়। নানা আয়োজন, নবান্ন ব্যঞ্জন, আদি করি সুখে খায়।। ভোজনের পরে, পর্য্যঙ্ক উপরে, বৈকালিক নিদ্রা যায়। দাসী গণে আসে, দাণ্ডাইয়া পাশে, চামর ঢুলায় গায়।। এথা যুব আসি, সহ যত দাসী, মহলেতে উত্তরিয়া। করে সমাধান, জল জলপান, পান ভোজনাদি ক্রিয়া।। পুরনারী সনে, হরষিত মনে, করি হাস

পরিহাস। অপূর্ব্ব শয্যায়, কিছু কাল রায়, সয়নে পূ-
রায় আশ॥ নিদ্রা ভঙ্গ পর, যুব মনোহর, উঠিয়া বা-
হিরে যায়। নগর ভ্রমিতে, ইচ্ছা করি চিতে, অশ্বে
আরোহিল রায়॥ নিজ লোক জনে, না লইয়া সনে,
একা একা গমন করে। হেরিতে কৌতুক, মারিল চাবু-
ক, ছুটে ঘোড়া বেগ ভরে॥ পথে যেতে২, দেখে ক-
ত জনেতে, কে কহিবে পরিচয়। ব্রাহ্মণের গণ, স্মৃতি
ব্যাকরণ, পঠনে মগন রয়॥ শুনিতে সুরব, কহে কি-
বা সব, গৌরবে পূরিল দেশ। বেদধ্বনি হয়, আলয়২,
সৌরভের পরিশেষ॥ ক্ষত্রিগণ কত, করে অবিরত,
রণ শিক্ষা ঠাই ঠাই। ভীষ্ম হেরি যায়, হারি মেনে
যায়, তুলনায় নাহি পাই॥ বৈদ্য জ্ঞানবান, পড়িছে
নিদান, কত ঠাই কত জন। যেন ধন্বন্তরি, হেন মনে
করি, কি কহিব বিবরণ॥ বিবিধ কায়স্থ, দেখে
শাস্ত্রস্থ, মন হরষিত মন। কামার কুমার, কাঁসারি
কাঠার, [illegible] কত জন॥ কৈবর্ত্তকপালী, কো-
রঙ্গ কুশালী, [illegible] কলঙ্ক কাণ। তরণী কাহার,
কহে কে কাহার, দৃষ্টি করি অনুমান॥ বণিক বৈষ্ণ-
ব, বাইতী বাদক, হাথে বেদে কত শত। বাজীকর
বুই, বাগদী বারুই, বিবিধ২ মত। মাল মালকর,
ময়রা মালর, মুচী নাজী খাজী গণে। তামলী

তম্বিলী, তূরী তাঁতী তিলী, তিওর তেলী কে গণে ॥ যোগী যোগীচাষা, জেলে ধোপা চাষা, পটুয়া পাঠক পোদ। সেকরা শাঁখারি, শত২ সারি, সেনকার নুড়ি মোদ ॥ নাপিত নাগুরী, আহীরী আগুরী, চাঁড়াল গাঁড়াল হাড়ি। ডোম ডাক ডাঁড়, ভকতিয়া ভাঁড়, নটক নর্ত্তক নাড়ি ॥ কাঁসারি চুণারী, ছুতার ছিনারী, গোয়ালা গান্ধিয়া শুঁড়ি। ধোপা থাঁই চাকি, কাটুরে কাঠাই, ভাঁড়িয়ে ভাস্কর শুঁড়ি ॥ কতমত জাতি-দেখে কত জাতি, নগরেতে আছে বেড়ি। বিদেশী বাঙ্গাল, ডাকাতী ছিনাল, হাতে কড়ি পায় বেড়ী ॥ নহ কোটালিয়া, মাটি ফেলাইয়া, ফেরে রাজ পথ ময়। রাঁড় বেশ্যা কত, দেখে শত২, নিজ নিজালয়ে রয় ॥ কত বালাখানা, কিবা কারখানা, ঘর দ্বার সুখচিতে। বারাণ্ডা বাহিরে, শোভিতেছে ফিরে, হেরে হয় সুখ চিতে ॥ তাহে সারি সারি, শ্যামা শুক শারী, আদি করি কত খগ ॥ যাকে নিরখিয়া, হরিষেতে হিয়া, করে উঠে ধগমগ ॥ কত করী বাজী, কত করি বাজী, দ্বারে২ থাকি খেলে। চরণে২, বদনে২, মিশাইয়া দোলে হেলে ॥ অট্টালিকা ময়, কতেক আলয়, বর্ণিবারে নাহি পারি। হেরি দেবরাজ, পুরী পায় লাজ, মনে মনে মানে

হারি ॥ অপরূপ সব, করি অনুভব, ভূতলে তুলনা নাই। হেরি হরি২, রাম মরি মরি, বলে বলি হারি যাই ॥ দেবী দেবালয়, কোন থানে রয়, পূজারী-তে পূজা করে। কি তার বাহার, হেন কোথা আর, বসুন্ধরে নাহি ধরে ॥ শঙ্খ ঘণ্টা রবে, সুখী হয় সবে, বিশেষিয়া কেবা কবে। ধূপ ধুনা ধূম, পূরে মহাধুম, যাগ যজ্ঞ মহোৎসবে ॥ প্রণমিয়া সবে, আনন্দ অর্ণবে, ভাসিয়া চলিল রায়। কিবা অপরূপ, হেরি-তার রূপ, নগর বাসিরা চায় ॥ কেহ বলে ভাই, দেখ নাকি নাই, এমন তনয় কার। কি মোহন বেশ, বেশ৩, কতগুণ বিধাতার ॥ কত জন কত, কহে কত মত, শুনিয়া যুবক যায়। নিকটে রাজার, দে-খিল বাজার, প্রবেশ করিল তায় ॥ লোক জন সবে, কল২ রবে, হাটে বাটে ফিরে ধায়। জার জুআ চুরি, ধরি ফিরি ঘুরি, প্রহরী সবে বেড়ায় ॥ যদি ছল পায়, বান্ধে হাতে পায়, রাখে আনি কারাগারে। কোটা-লের ডরে, কাঁপে থরে২, কে তাহে ছলিতে পারে ॥ হেরিয়া শাসিত, হয়ে হরষিত, ধন্য২ করে রাজে। যেমন রাজন, বুদ্ধে বিচক্ষণ, এই সে উচিত সাজে ॥ রাখানিল রায়, হাটের শোভায়, মোহিত করিল মন। দোকান২, গিরি পরিমাণ, প্রবাল মুক্তা বসন ॥

হীরা মণি কত, আদি মরকত, আর কত কেবা জানে। মুক্তা মিশাল, শোভে ভাল ভাল, কেবা দেখে কোন খানে ॥ যাহার ছটায়, তমোরাশি যায়, আলোময় হয় ধরা। যেন প্রভাকর, হেন প্রভাকর, বর্ণনা যায় কি করা ॥ কাশ্মীরী সাল, করিয়া বিশাল, রাখিয়াছে কোনখানে। কি কাজ তাহায়, মরি হায় হায়, তাহাই বা কে বাখানে ॥ মাঝে গুটি২, শোভিতেছে বুটি, কলগা হাসিয়া হাসে। করি জ্বল জ্বল, করি বুঝি ছল, পথিক জনে কি ভাষে ॥ অথবা যে জন, খরিদ কারণ, হেরি ঘুরি ফিরি যায়। করিয়া এমন, হরি লয়ে মন, ডেকে আনে বুঝি তায় ॥ যেমন কামিনী, স্বভাবে ভাবিনী, নয়নে পাতিয়া ফাঁদ। পলকে২, ভুলায় যুবকে, প্রদানে ইশারা ছাঁদ ॥ তাহার সমান, করি অনুমান, হেরিলে আপনা হারি। নানা রঙ্গ তায়, কিবা রঙ্গ তায়, ঝুলিতেছে সারি২ ॥ মকমল মিন, সাটিন মুটিন, মনোহর মল মল। মোহন মাহান, কতদেশী থান, সোণালিতে ঝলমল ॥ শ্বেত নীল পীত, তাহে সুশোভিত, তড়িত জড়িত জরি। মাঝে থরে থরে, হেরি মনোহরে, মনোহর কহে মরি ॥ তাহে মনোহর, কিংখাপ সুন্দর, ঝিকি মিকি করি

জ্বলে। যেন ফণী মণি, রাখিয়া অবনী, ফিরিতেছে কুতূহলে ॥ বারাণসী সাটী, অতি পরিপাটী, ঝাড় বুটা কাটা তায়। যেন বিপিনেতে, শাখা পেতেং লতা লতাইয়া যায় ॥ ভূরিং সাড়ী, আর কত পাড়ী, দাঁতে মিশি খুসি হাসি। কিবা তার শোভা, মুনি মনো লোভা, যেন কি ভাষিছে হাসি ॥ লাল কালা কস্তা, কত বস্তা বস্তা, আভা হুতাশন প্রায়। কিনারেতে জাল, পাড়ী করে আল, নকসা লেখা তাহায় ॥ কট্‌কি চুট্‌কি, সে পাড়ী কবকি, সরু চিক্ক-রের সম। বুঝহ যে জন, হেরেছে কখন, চারু যার নিরুপম ॥ মনোভোলা পেড়ে, কত বেড়েং, সাজা-য়েছে কোন জন। মন ভুলে যায়, নিরখিলে যায়, অপরূপ সুশোভন ॥ ধূপছায়া জাল, ডুরে ভালং, পেড়ে কিবা কারিকরী। হেন মনে গণি, মণি সহ ফণী, খেলিতেছে তদুপরি ॥ সুমধুর হাসি, তোরে ভালবাসি, হেরিলে হরয় জ্ঞান। আহামরি যার, জগত মাঝার, তুলনা নাহি সমান ॥ শশী কষি নাম, আরাম বিরাম, আদি করি পাড়ী কত। শশী দূরে যায়, যাহার ছটায়, প্রভাকর প্রভা হত ॥ চোলির চটক, হেরিলে চটক, মনেতে উদয় হয়। পরিমা-ণাতীত, কত সুশোভিত, তসর গরদ রয় ॥ ঢাকাই

বিলাতী, ধুতি কিবা ভাতি, পেড়ে হাতী ঘোড়া লেখা। যেন পশুগণ, করিছে ভ্রমণ, মাঝে২ কত রেখা ॥ কমলপাতুনী, তাহাতে কাঞ্চনী, দোকানে নাহিক ঠাঁই। হেরি আচম্বিতে, বোধ হয় চিতে, কোথা আসিয়াছি ভাই ॥ কভু মনে লয়, বুঝি সুরালয়, আইলাম কিরূপেতে। পৃথিবীতে হেন, নাহি দেখি যেন, জুয়ায় নাহি মুখেতে ॥ দেখে পরিপাটী, থালা ঘটী বাটী, সাজায় কোন দোকানে। গাড়ু ঘড়া ডিবা, তক্ তক্ কিবা, করিতেছে কোন খানে ॥ রেকাব গেলাস, শোভে তার পাশ, পাণবাটা পিক্‌দান। কাঁসার কাঁসর, ডাবর ডাগর, নাগর করে বাখান ॥ অস্ত্র শস্ত্র কত, যেন ঘনাগত, বিদ্যুতের চক্‌মক্। বিকে কোন ঠাঁই, সমতুল নাই, হেরিয়া চলে যুবক ॥ কত মণিহারী, মুনি মনোহারী, সারি২ সবে থাকে। আরক্ত আরশি, চিরণী ঘুনশি, রাখিয়াছে থাকে২ ॥ সিন্দূর কোটায়, রঙ্গের ছটায়, রঙ্গ বাড়ে কত মনে। সিন্দূর চুপড়ী, ছোট২ কড়ি, গাঁথিয়াছে কোন জনে ॥ বণিক বনিয়া, দেশ বিদেশীয়া, কাগজ কলম বেচে। মসী মস্যাধার, কেতাব কাতার, কিণিতেছে কেহ যেচে ॥ কোন ঠাঁই তায়, বেণেতী মোড়ায়, রাখে ঝাল মশালায়।

জীরক যমানী, মরীচাদি আনি, ধন্যা তেজপাত তায় ।। বেদানা বাদাম, বচ বালা জাম, মেথী মৌরী চই চিতে। লবঙ্গ এলাচী, বিকি কিণি যাচি, করে কেহ এক ভিতে ।। চিনি দারুচিনি, কেহ লয় চিনি, মিছরি কাবাবচিনি। লোঢ হরীতকী, জায়ফল টকী, লইতেছে কেহ কিণি ।। কিশমিশ সুর, খাজুর আঙ্গুর, আদি নানা মেওয়াজাত। বিবরিতে যায়, ক্রমে বেড়ে যায়, প্রতি বিবরণে পাত ।। নিরখিয়া সবে, চলি যায় তবে, যুব হরষিত মনে। পুনঃ কোন ঠাঁই, দেখিল মিঠাই, গড়ে বসি কোন জনে ।। হালুয়া দোকান, রহে কোন স্থান, জিলাপি কচুরি পুরি। হেরি কেহ তায়, কিণি লয়ে যায়, খাইতে উদর পূরি ।। রস রসকরা, কত রস ভরা, খোলায় করিছে পাক। কেহ লয়ে তায়, দোকান সাজায়, রাখে করি থাক থাক ।। এই মত কত, হেরে অবিরত, হাটে বাটে প্রবেশিয়া । অপরূপ তর, পুনঃ রূপবর, দেখি সুখী হয় হিয়া ।। কিবা পরিপাটী, রহে কত পাটী, ফল মূল তুল নাই। শাক সবজিতে, কিণিতে বেচিতে, তিলের নাহিক ঠাঁই ।। পাছে করি রায়, তথা হৈতে যায়, সম্মুখেতে উপবন। হেরিয়া তাহায়, বলে হায় হায়, কি ললিত

সুশোভন ।। বিটপীন চয়, হেরি মনে লয়, বুঝি কি চতুরানন । এবন সৃজন, বিলাস কারণ, করি এথা সদারণ।। বিবরিতে তায়, মুখে না জুয়ায়, কত মত তার চারু। ছলে ছায়াকারী, রহে সারি২, আদি ঝাউ দেবদারু ।। শাল শাল্মলী, পলাশ পিপ্পলী, পাঙ্গড় পাটলী কট। জুড়ায় জীবন, খেলিছে পবন, যথায় অশ্বত্থ বট ।। ফল ফুল যুত, অযুত২, রহে কত তরুগণ। মন্দ বায়ু বয়, গন্ধে প্রমোদয়, কামিনী ঙ্গন্দ কাঞ্চন ।। খাজুর কাটাল, আম জাম তাল, পিচ লিচু নারিকেল। নানা ফল তায়, ঝুলিতেছে বায়, জামীর গুবাক বেল ।। নেউ আমলকী, বালা হরীতকী, বেদানা বাদাম জল। কামরাঙ্গা আতা, আঙ্গুর সুরাতা, নব জায়ফল ঙ্গল ।। বকুল বিঙ্গনে, বান্ধলি রঙ্গনে, ভ্রমর গুণগুণায়। হিন্তোল রসালে, পিয়াল তমালে, বিহগ বিহগী গায় ।। বিপিন ভিতর, কিবা সরোবর, চারি পাড়ে বান্ধা ঘাট। মরাল মরালী, সুখে করি আলি, খেলে দিয়া পাকসাট।। সারস সারসী, সরসেতে পশি, ডাহুক ডাহুকী সনে। খঞ্জনী খঞ্জন, করয় ভ্রমণ, হয়ে মহা সুখী মনে।। কহে কত বাক্, সহ চক্রবাক্, চক্রবাকী পুলকিতে। সরোবরে তায়, পদ্ম শোভা পায়, শ্বেত রক্ত

নীল পীতে ।। হেরিলে জীবন, জুড়ায় জীবন, স্বরূপে রুক্মজ প্রায়। পিক কল গায়, বিলাসিতে যায়, নিয়-তবসন্ত যায় ।। নানা অনুরাগে, সহ ছয় রাগে, ছত্রিশ রাগিণী ধায়। মলয় অনিল, নাহি ছাড়ে তিল, ঋতু ছয় পুনঃ তায় ।। নগর বাসিনী, গজেন্দ্র গামিনী, এণদৃশী নারী গণে। লইবারে বারি, আসে সারি সারি, তথা হরষিত মনে ।। হেন কালে রায়, আসিয়া তথায়, বৈসে সরোবর তটে। হেরি এক নারী, আরে আঁখি ঠারি, কহে ওকে সখি বটে।। সে কহিল আই, জান নাকি নাই, রাজার যামাতা হবে। হেন রূপ আর, জগত মাঝার, কেবা দেখিয়াছে কবে ।। কহে আর নারী, চলিতে নাপারি, কাঁখে না কলসী রয়। নাহি যাব ঘরে, অই রূপবরে, সেবি তেজি লাজ ভয় ।। এই মত কত, রূপবতী যত, মনোভেদ বিবরিল। নগরের ভাব, হেরিয়া স্বভাব, নাগরের উপজিল ।। সুমনোনিবেশে, স্মরি পরমেশে, কহিতে লাগিল রায়। হে চতুরানন, কতই সৃজন, করিয়াছ এ ধরায় ।। সামান্য নগরে, কিবা শোভা করে, বিবিধ পদার্থ গণে। না জানি যথায়, কেহ নাহি যায়, কত শোভা সেই বনে ।। এত ভাবি রায়, বন ভ্রমিবায়, মানস করিয়া পরে

না কহিয়া কায়, হরষিত কায়, উঠিল তুরগো-পরে। শৈলসুতাসুত, স্মরি রাজসুত, প্রণমিল মনে মনে। শ্রীকালীকুমার, করিতে প্রচার, লঘু ত্রিপদীতে ভণে॥

অথ মনোহরের বন ভ্রমণে যাত্রা।

পয়ার পদান্ত যমক ছন্দ॥

মনোহর উপবিষ্ট মনোহর হয়। ফিরে বহু এক বনে উপনীত হয়॥ নেহারে তাহার মধ্যে কত মত রায়। ঘোরারণ্যে অশ্ব পরে প্রবেশে ত্বরায়॥ বন-জীবী পশ্বাদির ভয়ঙ্কর স্বরে। আরোহিত তুরঙ্গের পদ নাহি সরে॥ শৃগাল কুক্কুর সিংহ ব্যাঘ্র বাজী করী। স্থানে২ ফেরে নিজ নিজ রব করি॥ নাশিছে বারণ কোথা ধরি করে হরি। ভয়ে ভাবে রায় প্রাণ যায় বুঝি হরি॥ নানা শব্দে ডাকে নানা বৃক্ষোপরে পক্ষ। তাহে বনে দিনমানে নিশি কৃষ্ণপক্ষ॥ রবির কিরণ তথা না যাইতে পায়। অন্ধকারে ঘোটকের বাধে পায় পায়॥ ভাবিয়া অস্থির রায় উপায় না পায়। পাইল উত্তম পথ কালীর কৃপায়॥ দ্বিধারে বিবিধ বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ঘন। যেন প্রভাকরে আচ্ছা-দিয়া আছে ঘন॥ হেন কালে নিকট হইল সন্ধ্যা-কাল। ভাবে যুবরাজ বুঝি উপস্থিত কাল॥

পূর্ব্বাপেক্ষা মহানাদ করে কত জীবে। শুনিলে মনুষ্য প্রাণে কেবা কোথা জীবে॥ আক্ষেপ করয় রায় হয়ে ভীত চিত। এমন কুকর্ম্ম না করিব কদাচিত॥ কেন অতি গোপনে কহিয়া নাহি কায়। এ বনে এবার আমি বুঝি যায় কায়॥ নাহি জানি কার কবে কি নিশি পোহায়। কেহ সুখে কাটে কাল কেহ হায় হায়॥ কেন ব্যগ্র হয়ে আইনু না বুঝে স্বহিত। কে রক্ষা করিবে যাব কাহার সহিত॥ কে আর করিবে সমাদর আজি বনে। নিধন হইতে বুঝি হইল জীবনে॥ বিধাতা আমার পক্ষে কি হেতু বিরত। এইরূপ মনঃখেদে কহে অবিরত॥ কি করে কাটাই কাল বর্ত্তমান রহে। থরহরি কলেবরে পরাণ না রহে॥ ভাবিতে২ পরে পূর্ণ নিশাকর। উদয় গগণে হৈল বিতরিতে কর॥ বাজী হৈতে নামি শীঘ্র সভয় অন্তরে। ছাড়িয়া বাহনে দিল যাইতে অন্তরে॥ আরোহণ করিল আপনি বৃক্ষোপরে। আশ্চর্য্য কথন এক শুন তার পরে॥ অরণ্যের পূর্ব্বে এক ছিল সরোবর। চারি পাড়ে স্থাপন আছয় দিগম্বর॥ সুন্দর মন্দির চারি কাছে পুষ্পবন। মন্দ২ বহে তাহে মলয় পবন॥ ঘন২ কুহরব করে পিককুল। নানা পদ্ম সরে জল করে ঝলং॥

সখী সঙ্গে তথা এক মনোহরা নারী॥ আইল তাহার রূপ বর্ণিবারে নারি ॥ গজরাজ সম গতি মৃগরাজ কটি। ভূমে শশী যেন খসি পড়ে কোটি২॥ রজনীতে দিবা প্রায় রূপে আলো করে। সখী করে দীপ পুষ্পগুচ্ছ নিজকরে॥ এক মনে পঞ্চাননে সেবনেতে আশা। নিত্য অর্দ্ধরাত্রে হয় সে বনেতে আসা॥ রুণু ঝুনু নূপুরের শব্দ হয় পায়। তরু হৈতে যুবরাজ শুনিবারে পায় ॥ চারি দিক চাহি রায় করে অনুমান। হেনকালে দেখিতে পাইল বিদ্যমান॥ পরমা সুন্দরী এক নিরুপমা রূপে। অগম্য অরণ্যে ধনী আইসে কিরূপে॥ রাজার তনয়া প্রায় বোধ হয় ভাবে। নাহি জানি বিনোদিনী ধরে কোন ভাবে॥ সঙ্গে সহচরী মাত্র নাহিক প্রহরী। নষ্ট লোকে ভষা লৈতে পারয় প্রহরি॥ না করে তাহার ভয় কি সাহস মনে। যা হয় জানিতে পারি নিকট গমনে॥ ভরসা বান্ধিয়া উমাচরণ পুণ্যামে। তূর্ণ তরু হৈতে মনোহর তলে নামে॥ গোপন হইয়া চলে যথা জলাশয়। যেন মত্তকরী চলে ক্রীড়ি জলাশয়॥ বুঝহ প্রেমিকগণ কাম পরাক্রম। কটাক্ষেতে ত্রিভুবন করে অতিক্রম॥ প্রাণ ভয়ে যেই ছিল বৃক্ষের শাখায়। পাছে ব্যাঘ্র করী

হরি ধরি তাহে থায় ॥ পুনঃ সেই নির্ভয় করিল উপার্জ্জন। কাম ভিন্ন এত শক্তি ধরে কোন জন ॥ অন্যপরে কিবা কথা মদনের শর। আঘাতে আ-কুল হৈল নিজে মহেশ্বর ॥ অনন্তর যুবক কামিনী হেরিবায়। ক্রুতগতি করে গতি যেন চলে বায় ॥ কাছে আসি সরোতটে বসিল জমায়। হেরিয়া যোষায় অঙ্গে জাগিল জ মায় ॥ সিহরিল কলেবর দুরন্তের শরে। দ্বিগুণ আগুন জ্বলে কোকিলের স্বরে ॥ বিশাল বহিছে শ্বাস অন্তর ব্যাঞ্জন। বলে হে বিধাতা শীঘ্র দেহ মোরে কূল ॥ এথা রামা পরে করি সুরধুনী ধূনি। স্নান করি সরোবর হৈতে উঠে ধনী ॥ মোচন করিল অঙ্গ বারি সখী গণে। যুবরাজে প্রমাদ হেরিয়া তার গণে ॥ ছাড়িয়া নাগ-রী আর্দ্র বসনান্যপরে। সেবিতে স্বয়ম্ভু পদ যায় তার পরে ॥ কোথা সব আয়োজন আন চন্দমা-লা। ডাকে চন্দ্রা আনে চন্দ্র মল্লিকার মালা ॥ আনে নানা কুসুম গন্ধেতে প্রমোদয়। হেরিয়া ধ-নীর হৈল ভাবে প্রমোদয় ॥ বিল্বদল গন্ধ পুষ্পে পূ-জিয়া শঙ্করে। মৃদু স্বরে স্তবকরে যোড় করে করে ॥ জয় দেহ মৃত্যুঞ্জয় তুমি স্মরহর। না সহে যাতনা আর শীঘ্র করি হর ॥ তুমিহে প্রমথনাথ অনাথের

নাথ। প্রাণে মরি আমি নারী বিনা প্রাণনাথ ॥ শুনহে ত্রিপুরান্তক তোমা ভিন্ন কই। কেন জন আছে যায় মনঃখেদ কই ॥ শুনেছি শাস্ত্রেতে তব নাম ত্রিলোচন। মোর পক্ষে বিহীন কি হইলে লোচন ॥ বারেক কটাক্ষ তা হৈলে গঙ্গাধর। কি আর কহিব পঙ্গু লঙ্ঘেন ধরাধর ॥ বুঝি ওহে ভব তব নাম বামদেব। দুঃখিনীর প্রতি কি হইতে বাম দেব ॥ লোকে বলে একবার বলি মুখে ভব। পার হৈতে পারে নর মহার্ণব ভব ॥ তব নামে মোরে পার বল করে কবে। এ অখ্যাতি কিন্তু তব সর্ব্ব লোকে কবে ॥ আর কোন আশা মম নাহি দিগম্বর। যাহে পতি শীঘ্র পাই দেহ এই বর ॥ এইরূপ মনস্তাপ প্রকাশিয়া হরে। করিল বিস্তর স্তুতি যাহে দুঃখ হরে ॥ প্রসাদী পুষ্পের মালা পরি কণ্ঠোপরে। সখী সঙ্গে গৃহে ধনী চলে অতঃপরে ॥ যাইতেং সখীগণেরে সুধায়। বল দেখি কেবা স্বচ্ছ করয় সুধায় ॥ অন্য রস পান করি মনে পায় প্রীতি। শশী কর নাহি চায় অন্য কর প্রতি ॥ কে তাহারা দুই জন এই বসুন্ধরে। একের আজ্ঞায় আর ভুজঙ্গিনী ধরে ॥ উথলয় সুখসিন্ধু মিলিলে দোঁহায়। শুনেছি এ গল্প এক হিন্দির দোঁহায় ॥ সুলোচনা

নামে এক আলী ছিল সঙ্গে। কহিল শুনহ কিছু কহি এ প্রসঙ্গে॥ উভয়ের হয় যদি উভয়ে আসক্তি। সে দুয়ের পক্ষে ইহা অন্যের কি শক্তি॥ প্রেমিক যদ্যপি হয় প্রেমের কারণে। দুরন্ত কৃতান্ত সহ যায় একারণে॥ না করে প্রাণের আশা পশ্চাত নাচায়। নিজ জন আসি যদি নয়ন নাচায়॥ যদি বলে এস সখা কর বিষ পান। বিলম্ব না সয় মাত্র অনুমতি পান॥ পান করি আপন প্রিয়ার বাক্য রস। বলে ইহা শতগুণে সুধার সরস॥ নাহি তার ভাল লাগে সুধাকর কর। পরশন যতক্ষণ নহে সেই কর॥ যদি সে লোকের কাছে কদাকার হয়। তথাপি তাহার চক্ষে উত্তম রহয়॥ তাহার হাসিতে সে বিদ্যুত নাহি মানে। মদন ঘরণী হেয় তার বিদ্যমানে॥ একের দুঃখেতে বহে আর চক্ষে ধারা। অতএব শুন ধনি প্রেমের এধারা॥ উভয়ের মন থাকে উভয়ে যে মিলে। এমন ভূতলে কিন্তু মিলে কি না মিলে॥ যে জন না পাইয়াছে এ রসের তার। ধিক ধিক তাহারে জনম ধিক তার॥ এই সব বাক্য যবে শুনিলেক ধনী। সঙ্গিনীর প্রতি কহে করি মৃদু ধ্বনি॥ মোর সমা অভাগিনী কেবা আছে বল। নাপাইনু প্রাণপতি প্রাণের সম্বল॥ পতির নিকটে রৈল প্রণয়

পরশ। সর্ব্ব বর্ণ সুবর্ণ পাইয়া যে পরশ ॥ হেন ধনে বঞ্চিত করিল বিধি যায়। কি সুখ এ দেহে তার থাকে আর যায় ॥ বহিয়া বেড়াই মিছে যৌবনের ভার। মিলন না হয় যদি স্বামী সমিভ্যার ॥ কি কাজ আমার এই ভূষণ বসনে। হেন কালে নাহি দেখা হৈল যুব জনে ॥ কি ফল পাইলে পাতি বহিলে এ কাল। ঔষধে কি কার্য্য পীড়িতের হৈলে কাল ॥ এই মত মনঃখেদ কহি বারে বার। নয়ন যুগলে গলে বার অনিবার ॥ শুনি কুমারীর বাণী কোন সখী বলে। অবোধের মত কথা কহ কি বলে ॥ রাজার নন্দিনী তুমি তাহাতে নবীনা ॥ নাহি পারে পতি ধনি নৃপধন বিনা ॥ ইথে নিরানন্দিতা কেন হও অকারণ। সকলে চিন্তিত তব পিতার কারণ ॥ সম্মুখে কি ভয় পাবে মনোমত পতি। যোগ্য পাত্র দেখি দান করিবে ভূপতি ॥ তবে যে বিলম্ব হওয়া বিধির নির্ণয়। ফুটিলে বিয়ার ফুল কে করিবে নয় ॥ তুমি ত চতুরা ধনি শাস্ত্রের এ মত। তবে ছেলে প্রায় কেন করিছ এমত ॥ এই রূপ নানাবিধ মিষ্ট মিষ্ট ভাষে। নব সহচরী রাজ তনয়াকে ভাষে ॥ বুঝিয়া সখীর বাক্য করয় গমন। মলয় মারুতে করে ডগমগ মন ॥

উচ্চাটন হইয়া সঙ্গিনী গণে বলে। নাহি কলেবরে বল যাই কার বলে ॥ মনে করি প্রবোধিব আপনার মনে। কেমন নারীর মন চাহয় রমণে ॥ যত ভাবি কভু কার ভাল এ ভাবনা। ততই অন্তরে আসি ঘেরয় ভাবনা ॥ কোথা পতি কিন্তু সেই পতি সন্নিধান। মনেং মনের বাসনা সদা ধ্যান ॥ বিলাপ করিল ধনী হেন বিধিমতে। অনন্তর শুন যাহা ঘটে বিধিমতে ॥ তরুতলে বসি ছিল ভূপের তনয়। হেরি তাহে সবে কহে মনুষ্য ত নয় ॥ না জানি কি হেতু বসিয়াছে কি করয়। রজনীতে কভু এথা নাহি কোন রয় ॥ কেহ বলে হইলে হইতে পারে নর। গন্ধর্ব্ব বলে কেহ কেহ বা কিন্নর ॥ কেহ বলে তাহা নহে হইবে অমর। রুষ্ট হয়ে তারে কেহ কহে নর নর ॥ দেব হৈলে পরে কি সে মানবের বাস। দেবের কি কর্ম্ম করে বন মাঝে বাস ॥ নরে কি দেখিতে পায় যদি হয় সুর। কোন সখী বলে কিবা হইবে অসুর ॥ এই রূপ অনুমান করে সখীগণে। এথা চন্দ্র অস্তগত হইল গগণে ॥ কুমুদিনী সখার বিচ্ছেদে মুমুদিত। উদয় অচলে দিবাকর সমুদিত ॥ নবং তৃণে শিশিরের মুক্তাবলী। প্রভাতের যত শোভা কিবা সাধ্য বলি ॥ প্রস্ফুটিত

নানা ফুল ফুল বাগিচায় । কার হেন মন তাহে ফিরে নাহি চায় ॥ বিহগ বিহগী সুখে মিলি গায় গায় । ডালে২ বসি নিজ নিজ রবে গায় ॥ প্রমোদিত পদ্মবন প্রভাকর করে । অলিকুল ভ্রমে তাহে গুণ২ করে ॥ কোথায় খঞ্জনী সহ খঞ্জন নাচয় । হেরি হয়ে বিরহিণী যে ললনা চয় ॥ মুখে মুখ আরোপণ করি শুক শারী । কত রঙ্গ করে কোথা বসি শারী২ ॥ কোকিলা সহিত কত কোকিল সুস্বরে । বিয়োগির শেল সম শুনে কুহরে ॥ মন্দ২ সমীরণে সরোবরে জল । ঈষত্ তরঙ্গে রঙ্গে করে জল জল ॥ শত মুখে হাসিতেছে যত শতদল । বধূয়ার উদয়ে প্রফুল্ল সহ দল ॥ মধুলোভা মধুলোভে তাহে পুনঃ যায় । প্রিয়া রস পিয়া নাহি সুধায় সুধায় ॥ মরাল মরালী সহ আনন্দে ভাসিয়া । বেড়ায় সলিলে কত ভাষিয়া২ ॥ মধুর২ রবে ডাকিছে কেকায় । শুনি বিরহির প্রাণ নাহি থাকে কায় ॥ ভানুর উদয়ে সুখী হইল ত্রিলোক । নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল নগরে যত লোক ॥ নিজ২ কর্ম্মে সবে হইল মগন । দুর্গা বলি প্রাতঃস্নানে চলে দ্বিজগণ ॥ কুশাসন কোসা কুসী কক্ষে আর করে । তীর সম নদী তীরে আগমন করে ॥ স্নান করি কেহ

পট্টবস্ত্র পরিধান। মুখে শিব শিব নাম স্বীয় ধামে ধান।। কেহ করে বেদ ধ্বনি করিলে শ্রবণ। মনঃ প্রাণ তৃপ্ত হয় জুড়ায় শ্রবণ।। মৃত্তিকার শিব লিঙ্গ গড়ি কোন জন। গন্ধ পুষ্পে বিল্বদলে করিছে পূজন।। পূজা মাঝে গাল বাদ্যে কেহ তোষে হরে। ববম২ রবে স্বকার্য্য সিদ্ধ রে।। পিতৃ তৃপ্তি করে কেহ সতিল তর্পনে। কতটাই কত শোভা হইল ভুবনে।। প্রতি গ্রাম জাগিল ঈষত্ কলরবে। কে কেন এ- হেন কালে বিষাদিত রবে।। গোষ্ঠ গোচারণে যত গোপের গোপাল। পাঁচনী করিয়া করে চালায় গোপাল।। বৎসগণ ধাইছে গাভীর পাছে২। ধেনু তায় ফিরে চায় কেহ ধরে পাছে।। মুখে ডাকে হম্বা করি শুনে সুখী মন। কৃষি কর্ম্মে কৃষাণ করি- ছে আগমন।। রাজ ভৃত্য রাজকর্ম্মে চলে করি সাজ। নিজ প্রয়োজনে সবে করে সাজ সাজ।। গৃহস্থ সমস্ত ব্যস্ত আপন আলয়। নিদ্রা তেজি উ ঠিয়া স্বকার্য্য করে লয়।। নারী গণে ছড়া ঝাঁটি ঘরে ঘরে করে। যে যেমন লোক কার করয় কিঙ্করে।। যামিনী হেরিয়া অস্ত কামিনীর গণে। পতি ছাড়ি যাইবার পরমাদ গণে।। এক পদ রাখিয়া শয্যায় ভূমে আর। পতি প্রতি এক চক্ষু স্মার সে দুয়ার।।

লজ্জা বলে উঠে যাও কেবা পাছে চায়। প্রেম বলে প্রিয় সঙ্গ কে ছাড়িতে চায়॥ নাথের নিকটে বাক্যে লইতে বিদায়। জাগাইতে নিদ্রা হৈতে সনে গণে দায়॥ রবি আইল অরি হয়ে উদয় অচলে। সাত পাঁচ ভেবে সতী পতি ছেড়ে চলে॥ অতিথি বৈষ্ণবে প্রতি লোকেরে জাগায়। ভক্তি-ভাবে রসনায় হরিগুণ গায়॥ কৃষ্ণ বলে কেহ নাচে করি হায় হায়। কেহ বলে রাধে বল রজনী পোহায়॥ নৃপালয়ে নহবত লাগিল বাজিতে। তুরগ সোয়ার গণে সাজিল বাজীতে॥ নকিব জাগায় ভূপে ফুকারে ভৈরবী। কত কব যত হৈল সমুদিতে রবি॥ পরে যত সখী গণে এহেন সময়ে। হেরে অনুমানে মনোহর রসময়ে॥ কেহ বলে হবে সই এ মীনকেতন। কেহ বলে নর কিন্তু কোথা নিকেতন॥ আর সখী বলে সই কাম জিনি রূপ। কত জন কত মত কহে এইরূপ॥ অনুমানি স্থির নাহি পায় সবে লোলি। রাজ সুতা এক দৃষ্টে থাকে আঁখি মেলি॥ নিরখি যুবার রূপ হইয়া কাতরা। সঙ্গিনীর প্রতি বালা কহিতেছে ত্বরা॥ বল দেখি সখি কার আছয় স্মরণ। শুনেছি না হর কোপে স্মরের মরণ॥ ভস্ম হয়ে পুনঃ সে কি ধরিয়াছে দেহ।

মিথ্যা সেই বাক্য ইথে নাহিক সন্দেহ।। এবে বুঝি হর শত্রু সেই পঞ্চশর। হর ভাবি মোর অঙ্গে বিন্ধিতেছে শর।। শুন কাম একি ভ্রান্তি আমি নহি হর। বিনা অপরাধে মোর প্রাণ কেন হর।। কপালে সিন্দূর চিহ্ন হুতাশন নহে। শিরে বেণী ফণী জ্ঞান করিছ কেন হে।। কালকূট নহে কণ্ঠে নীলমণি হার। অবিচারে কেন বাণ করিছ প্রহার।। বাঘাম্বর নহে কাটি শোভিতেছে বসনে। কি লাগিয়া শত্রু ভাব তবে মম সনে।। ভস্ম লেপ নহে অঙ্গে চন্দনে চর্চ্চিত। মিছা বোধে বধহ কেমন তব চিত।। তোমার সহিত মম না আছে বিবাদে। বারম্বার কেন আর সাধিতেছ বাদ।। যদি ওহে রূপবর হও পঞ্চবাণ। পঞ্চাননে প্রহার করহ পঞ্চবাণ।। না হও যদ্যপি নারে তবে কেন মার। হেরিয়া তোমার অঙ্গ বিনাশে আমার।। ইথে অনুমান করি হবে শত্রু তার। সেই হেতু প্রকাশিছ গুণ শত্রু তার।। তোমারে যে মিত্র ভাবে ভাবে রূপ রীতে। অনঙ্গ সে অঙ্গ চাহে অনঙ্গ করিতে।। এবে নাকি তব মুখচন্দ্রের সুধায়। আশা করি মানস চকোরী মোর ধায়।। শত্রু সহ প্রণয় হেরিয়া বুঝি মার। তেই সদা আমারে করিছে মার মার।। থাকে যদি বীরদর্প ওহে রস-

রায় । কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করহ ত্বরায় ।। পূর্ণকর অভিলাষ বাড়ায়ে গরবে । সৌরভ ছুটিবে ভাল গৌরব না রবে ।। ওগো সখি বুঝিলাম ও নহে অ-দেহ । নহে প্রাণ কেন কহে অই জনে দেহ ।। অ-দেহ এদেহ সহ পরাণ বিনাশে । তবে কেন যায়২ পরাণ বিনা সে ।। যে হয় সে হবে সখি তাহে পারা-যাবে । এবে ওরে যোরে দেহ নৈলে প্রাণ যাবে ।। ফুলবাণ বাণ আর নাপারি সহিতে। যদি না মিলন হয় উহার সহিতে ।। না রহিবে জানি জ্বালা রজনী প্রভাতে। দ্বিগুণ বাড়িল অই রূপের প্রভাতে ।। নানা রবে খগ খগী করে হুহুঙ্কার । ধৈরজ ধরিতে পারে এত শক্তি কার ।। মলয় গিরির এই অনিল প্রবল । প্রাণ যায় প্রাণ সখি কিবা করি বল ।। ফুলেং অলিকুল করে গুণ গুণ । শ্রুতি পুগে যেন মোর জ্বালিছে আগুণ ।। ঘটন নহিলে সই যুবর সহ ! সহেনা রোদন চক্রবাকের দুঃসহ ।। অলিক কি আর বল কব বিবরণ । ভেবে২ সুবরণ হৈল বিবরণ ।। উহার বিহনে সখি প্রাণ মম যায় । কি দোষ তো-দের দিব নয়নে মজায় ।। বারণ না মানে আঁখি করিলে বারণ । মত্ত হয়ে ফেরে যেন প্রমত্ত বারণ ।। অঙ্গে থেকে প্রতি অঙ্গ অঙ্গ করে নাশ । ধ্বযোনি

সংহার করে একি সর্ব্বনাশ ।। যত বলি শুন ওরে যুগল শ্রবণ। কোন দিগে কার কথা করনা শ্রবণ।। তত শুনে কোকিলের বজ্র সম রবে। বল দেখি সখি ইথে প্রাণ কিসে রবে।। পুষ্প বনে যাইতে বারণ করি পদে। যার ঘ্রাণে বিপদ ঘটয় পদে পদে।। অবজ্ঞা করিয়া বাক্য তথা গিয়া ভ্রমে। বুঝাইতে নাহি পারি কভু তার ভ্রমে।। এবে উড়ু২ মন হেরিয়া এহারে। কি কাজ ভূষণে আর কি কাজ এ হারে।। কি ফল হইবে ছার রাখিয়া জীবন। পরিত্যাগ করি গিয়া প্রবেশি জীবন।। হের দেখ কিবা রূপ ওগো চন্দ্রমালা। অই চন্দ্র মুখে বুঝি হারে চন্দ্র মালা।। কিবা নয়নের শোভা কিবা চারু নাসা। বুঝিলাম ও নাসা নারীর কুল নাশা।। কি গোঁফ কি ওষ্ঠ যেন পল্লবাভিনব। জ্ঞান হয় সুমধুর রসের অর্ণব।। কিবা সুলোলিত বাহু পদ্ম নাল কর। দশ নখে প্রকাশিত অর্দ্ধ সিত কর।। উরে উরু দুরু দুরু করয় আমার। নাভি মূলে বাসস্থান করিয়াছে মার।। তাহার উপরে কিবা শোভিছে ত্রিবলি। কোটি মুখ হেলে কটি বিবরিয়া বলি।। উরু আর পাদ নিরখিলে পদে পদে। অখিলের নারী কি চলিতে পারে পদে।। আহা মরি বিধি কত তোমার

সুজন। জগতে নাহিক কভু হেরি হেন জন॥ বিলম্ব না কর সুলোচনা আশু ধাও। কাছে গিয়া অই মনঃচোরকে সুধাও॥ কিহেতু এখানে কেবা কোথায় নিবাস। কাননে করেন কেন গুণমণি বাস॥ নাহি জানি কোন রাগে হইবে বিরাগ। জিজ্ঞাসহ তাহার কি না হয় সুরাগ॥ অধিনীর প্রতি যদি কৃপা বিতরিয়া। নিরখেন তবে যাই এ দুঃখে তরি-য়া॥ কহ গিয়া ও নাগরে আছে ভাল বাসা। জিজ্ঞা-সিলে নাম তার কবে ভালবাসা॥ বাসে যদি হয় তথা করুন প্রস্থান। মমান্তর নগরে বিরাজে সেই স্থান॥ আছে দিব্য সরোবর প্রেম নাম তার। আশারূপ প্রস্ফুটিত অম্বুজ বিস্তার॥ অলি হয়ে বলহ করিতে মধু পান। জানাও যুবকে গিয়া ইহার সোপান॥ মদন বেদন নহে সহনে নাযায়। শুনিয়া ধনীর ধ্বনি সুলোচনা যায়॥ মন্দ২ করি চলে যেন করী চলে। ঈষত আবৃত আস্য করিয়া অঞ্চলে॥ রাজনন্দিনীর রূপ করি নিরীক্ষণ। কুমা-র হতেছে এথা মুগ্ধ ক্ষণে ক্ষণ॥ কহে কিবা করি এবে পঞ্চশর শরে। জর২ কৈল দেহ বাক্য নাহি সরে॥ আহা মরি মৃগনয়নীর কিবা রূপ। নাহি জানি প্রদান করিল বিশ্বরূপ॥ বিনায়ীত বেণী

ফণী বদন কমল। হেরি হারি প্রবেশিল সলিলে কমল॥ নয়ন নাসিকা ওষ্ঠ হইলে স্মরণ। মৃগ খগ বিম্ব বনে মনে মরে রণ॥ কিবা কণ্ঠ কর গাল যুগ্ম পয়োধর। ভেবে২ পাষাণ হইল ধরাধর॥ আগে আমি নাহি জানি কি কারণ হরি। কাননে বসতি করে গ্রাম্য বাস হরি॥ এবে বুঝা গেল বুঝি অই কটি দেশ। দরশন করি দেশে করিয়াছে দ্বেষ॥ নাভি কাম কূপ উরু গজরাজ কর। গতির ভজায় হংস হইবে কিঙ্কর॥ হেন পদ হেন রূপ বুঝি নাহি আর। হেরিয়া কেমন করে ধৈরজ হিয়ার॥ ধিক বিধি তোরে মোর প্রাণ কায় ধিক। এ নারী বিহনে বেঁচে কি সুখ অধিক॥ যাহার রমণী এই ধন্য তার ভাল। সংযোগী হইয়া সুখে কাটাইল কাল॥ কত পুণ্য করেছিল নাহি যায় বলা। হৃদয়ে ধারণ যেই করে এ অবলা॥ কিন্তু এই ভাবি অনিক হবে কি সে। নিশিতে ছাড়িয়া হেন ভার্য্য আছে কিসে॥ একদিন একবার চক্ষে হেরি যায়। ফিরা-লে নয়ন আর ফিরাণ না যায়॥ সদত উহারে যে হেরয় থাকি সনে। না জানি কেমনে রহে বিনা দরশনে॥ তিলেক সহিতে নারি যে কটাক্ষ বাণ। সহে যে অধিক সে কেমন বলবান্॥ পাষাণে গড়িল

বুঝি বিধিতার হিয়া। ইহার বিরহ নহে কে সহে রহিয়া।। যাহয় এ যার নারী ধন্য তার কায়। মদনের ডরে সেকি কথন লুকায়।। করিবারে রাজস্ব আদায় ঋতুরাজ। সৈন্য সহ নিজ রাজ্যে করিয়া বিরাজ।। ইহার নিকটে যবে আগমন করে। অধোমুখে বুঝি ফিরে শুষ্ক হয়ে ডরে।। কি হবে কামের শর আর শরাসনে। তার কাছে যেই আছে এই নারী সনে।। বৃথা এ জীবন রক্ষা করা নহে বিধি। ইহার সহিত যদি না মিলায় বিধি।। প্রবোধিতে নাহি পারি আমার এমন। হায়২ কভু রূপ না হেরি এমন।। ইহার মিলনাভাবার্ণবে নাহি কূল। কে দিবে আস্বলে কূল হয়ে অনুকূল।। এত বলি বনান্ত দুরন্ত সমূহেরে। মিনতি করিয়া কহে সবা প্রতি হেরে।। শুন হে অনিল তব নাহি করি মন্দ। তুমি কেন বধ প্রাণ বহে মন্দ মন্দ।। শুনিয়াছি নাম সে তোমার জগৎপ্রাণ। তাই কি হে চেষ্টা কর নাশিবারে প্রাণ।। ওহে পিক তব স্বরে সুখী সর্ব চিত। মোর কর্ণে বজ্র হান একি ভবোচিত।। মধুলোভা মধুর তোমাতে ছিল গুণ। তবে কেন গুঞ্জরবে জ্বালাও আগুণ।। বুঝিনু কপাল গুণে বিগুণ হে সব। যত দিন দেহ শব নহে শব সব।।

যদি ও কামিনী রাখে উহার বিরহে। দেখিব সকলে কেবা কেমন বীর হে ।। বিরহির কাছে শক্তি তোমা সবাকার । তাহে মারি কি পৌরুষ যেই সবাকার ।। পীড়িত করিতে যদি পারহ দম্পতি। তবে বলি ধন্য সবে ধন্য রতিপতি ।। ওহে মার মানা কৈলে কদাপি শুন তা। ভস্ম কৈল হর হেরে এই পিশুনতা ।। তবু নাহি লজ্জা হৈল এ আর কেমন। এত শাস্তি পেয়ে খলতায় থাকে মন।। এই রূপ মনঃখেদে নানাবিধ ভাষে । সম্বোধন করি জনে২ কত ভাষে ।। হেন কালে সুলোচনা চলং ভাবে । নিকটে আইল যথা বসি রায় ভাবে ।। শ্রীকালীকন্যার মনোহর প্রতি ফিরে । কহে যুবরাজ বুঝি তব ভাগ্য ফিরে ।।

অথ সুলোচনা সখীর সহিত মনোহরের কথোপকথন ।। দীর্ঘ চতুষ্পদী ছন্দ ।।

রঙ্গ ভঙ্গ অঙ্গে মাখি, মুহুর্মুহু ঘুরে আঁখি, যেমন খঞ্জন পাখী, নাচে সুখ সাগরে । অন্তরে পুলকে পশি, সুলোচনা সুরূপসী, কাছে আসি হাসিং, জিজ্ঞাসিছে নাগরে ।। পেতে নানা ছলে বলে, অতুল রূপে ভূতলে, বসিয়াছ তরুতলে, কে বট গুণ মণি। তব লাবণ্য বিজুরী, অঙ্গের রূপ মাধুরী,

করিয়াছ মন চুরি, ভেবে মরে রমণী।। এ নহে ভ-দ্রের রীতি, কোথা শিখিয়াছ নীতি, সন্ধান করিলে ক্ষিতি, হেন আর না মিলে। অনুমানে বোধ হয়, এদেশী কখন নয়, বল ওহে মহাশয়, কেন এথা ভ্রমিলে।। কি রাগে বিরাগ দিল, দেশে দ্বেষ জন্মাইল, কিবা আশা প্রমোদিল, আসা হৈল এখানে। কোথায় তব নিবাস, কিবা নাম কি আভাস, শুনিয়া ধনীর ভাষ, মনে মাপ বাখানে।। হাসি পুনর্ব্বার কয়, কেন ওহে রসময়, নাহি দেহ পরিচয়, ক্ষতি কি হে ইহাতে। বুঝিয়া ধনীর রায়, হাসিল রসিক রায়, সুলোচনা হেরি তায়, চক্ষু পায় দিহাতে।। ভাবে ধনী মনে২, যদি পাই এই জনে, রাখিব অতি গোপনে, না কহিব কাহারে। রাজত-নয়ারে পিছে, বলিব যাইয়া মিছে, করিলাম ওর পিছে, না পাইবা উহারে।। যদি এ নাগর রায়, চাহি রাজ তনয়ায়, পরিচয় তার চায়, না কব বিশেষিয়া। মিলনের সমাচার, নাহি করিব প্রচার, ওযে তনয়া রাজার, বিবরিব হাসিয়া।। তা হইলে পরস্পরে, ফাঁপরে পড়িয়া পরে, মনে মনে সকাতরে, যাহা ইচ্ছা করিবে। মম এ চাতুরী ধরি, কি নাগর কি নাগরী, অনুমানে বোধ করি, বুঝিতে

না পারিবে ॥ আনন্দে তাহার পরে, লয়ে এই যুব-বরে, রাখিয়া আপন ঘরে, মনঃসুখে রহিব। হেন কি হইবে কাল, মদন বেদন কাল, পাইয়া উত্তম কাল, আর কি না সহিব ॥ এইরূপ প্রবঞ্চনা, মনেতে করি কল্পনা, হাব ভাবে সুলোচনা, ছলিতে মনোহরে। কথা কহে চলি২, করি নানা কুতূহলী, দেখায় দ্বিবাহু স্থলী, তুলি প্রেম সহরে ॥ চতুর নৃপকুমার, আখ্যান জানিয়া তার, মনেতে মানিল সার, বিপরীত ঘটিল। একের করিল আশা, সুক্ষ করিতে পিপাসা, ফেলিল যা হলে পাশা, কপালে উলটিল ॥ যা হউক পরিচয়, চাহিয়াছে দিতে হয়, শুনি ধনী কিবা কয়, বিবেচনা করিব। যদি হেরি নষ্ট গতি, তাহে না হইবে গতি, সাধিবারে নিজ গতি, কালী পদ স্মরিব ॥ ইহাকে কি কার্য্য হবে, সব প্রাণে যত সবে, ও নবীনা রাখে তবে, এ পরাণ রাখিব। নহে সর্ব্ব তীর্থ ধাম, সিদ্ধি করিবারে কাম, লইয়া উহার নাম, প্রাণপণে দেখিব ॥ এতেক ভাবিয়া রায়, কহিল সুলোচনায়, পরিচয় কহিবায়, কেন বল আমারে। শুনিতে সে বিবরণ, কি লাগি তোমার মন, কয়ে নিজ আকিঞ্চন, কিবা ফল বামারে ॥ ভাবিয়া আপন গুণে, পুড়ে মরি মনাগুণে,

তোমার সে সব শুনে, কিবা লাভ হইবে। শুনি সুলোচনা কয়, তুমি হেন রসময়, কিদুঃখ তব উদয়, সত্য করি কহিবে॥ যদি তার প্রতিকার, করিতে সাধ্য আমার, থাকে তবে অঙ্গীকার, করিলাম করিব। কহ দেখি সবিশেষ, হইবে তার বিশেষ, ইহাতে হে অবশেষ, প্রাণে মরি মরিব॥ শুনি রায় অতঃপর, কহে নাম মনোহর, অরুণ পুরেতে ঘর, এজনারে জানিবে। গুণধাম অধিকার, আমি সুত সে রাজার, বিবরিয়া সমাচার, কহিলে কে মানিবে॥ করিতে দেশ ভ্রমণ, হইল আমার মন, গত নিশি এই বন, উত্তরিণু আসিয়া। বন্য পশু কতশত, শব্দ করে নানা মত, ভীত চিত হয়ে তত, বৃক্ষে ছিনু বসিয়া॥ গত হৈল অন্ধরহ, চকোর চকোরী সহ, শশি সুধা সুখাবহ, আশা করি ফিরিছে। ছিলাম তাহে নিপুন, হেন কালে পুনঃ২, শব্দ কোথা রুণ ঝুন, নূপুরের করিছে॥ করিয়া তাহা শ্রবণ, চারি দিক নিরীক্ষণ, করিলাম অনুক্ষণ, চমকিত অন্তরে। এই সরোবরোপরে, সহচরী সঙ্গে করে, পুষ্প গুচ্ছ নিজ করে, হেরি নারী অন্তরে॥ মনেতে হইল সাধ, করিবারে অবসাদ, নয়ন মনের বাদ, প্রভুকে প্রণমিয়া। তোমা সবা দরশনে,

তে কারণে এক মনে, আইলাম সেইক্ষণে, বৃক্ষ হইতে নামিয়া। এবে কিন্তু প্রাণ যায়, হেরে অই ন- বীনায়, যদি এই ভাবনায়, পার পার করিতে। তবে হে থাকে জীবন, নতুবা যাইব বন, অই নাম অনু- ক্ষণ, স্মরিতে হে স্মরিতে।। শুনিয়া উঠে শিহরি, সুলোচনা সহচরী, কহিছে প্রণাম করি, ভয়ে রাজ- কুমারে। না জানিয়া পরিচয়, করিনু অকর্ম্মচয়, দয়া করি মহাশয়, ক্ষমা কর আমারে।। অজ্ঞ ভাবে তুচ্ছ জ্ঞানে, হাস্য আস্যে তব স্থানে, পরি- হাস সুবিধানে, করিনু তা ধরনা। যদ্যপি দেহ অ- ভয়, অন্তরে সাহস হয়, বলি তার সমুদয়, কে ও স্বর্ণবরণা।। মুচকি হাসিয়া রায়, কহিল সুলোচ- নায়, কে দোষী ইথে তোমায়, পারে বলি করিতে। করিবে হে উপকার, এমত বাসনা কার, তার প্রতি আর বার, রোষ দোষ ধরিতে।। শ্রবণ করিয়া ধনী, কহে শুন গুণমণি, এনগর দিনমণি, বলিয়া প্রচার হে। দেশ অতি সুবিস্তার, সৃষ্টি মধ্যে বিধাতার, হরিশ নাম রাজার, সদা হরিষে রহে।। সমার রাজ সমার, রূপেতে জিনিয়া মার, এনব তনয়া তার, নাম মনোমোহিনী। অদ্যাপি না হয় বিয়া, তাহে ভাবিয়া ভাবিয়া, মরমে রহে মরিয়া ও চির

বিরহিণী।। এই ফুলবাগিচায়, নিত্য বালা আসে যায়, শিব পদ পূজিবায়, গোপনে রজনীতে। আমি আদি যত নারী; দেখিতেছ সঙ্গিভারী, সখী রূপে আজ্ঞাকারী, আছি যোড় পাণিতে।। গত রাত্রিযোগে যবে, স্নান করি পূজি ভবে, গৃহে মোরা যাই সবে, রাজ সুতা সহিতে। আপন মনের ভেদ, করি ধনী বাহুখেদ, দিয়া নানা পরিচ্ছেদ, লাগিল হে কহিতে।। বুঝাইনু কত তায়, প্রবোধ না মানে তায়, সদা করে হায় হায়, ভালে কর মারিয়া। এইরূপে পথোপরে, যাই যবে পরস্পরে, দেখিলাম তার পরে, এথা দৃষ্টি করিয়া।। যেন এই তরুবর, তলে এক রূপবর, জিনি পূর্ণ শশধর, আছয় কে বসিয়া। আমা সবাকার চিতে, পরিপূর্ণ হৈল ভীতে, একদৃষ্টে এই ভিতে, চাহি সব আসিয়া।। তুমি বুঝি সেই জন, হইবে নৃপনন্দন, প্রভাতে সুদরশন, করিলাম তোমারে। হেরি তব সুবরণ, রাজবালা বিবরণ, জানিবারে বিবরণ, পাঠাইল আমারে।। সত্য মিথ্যা হয় নয়, দেখ২ মহাশয়, তব প্রতি চাহি রয়, অনিমিষে কুমারী। ব্যাকুলা হইল বালা, সহিতে না পারে জ্বালা, প্রাণ কৈল ঝালাপালা, দুরন্ত সে ভীমারি।। যেমন

তোমার মন, হইয়াছে উচ্চাটন, একবার দরশন, করিয়া অমারাকে। অই রূপ অহে রহে, ও রূপসী যত নহে, পতি বিনা কত কহে, বুঝাইবে ধরিকে॥ এবে হে দোঁহার মন, দোঁহার প্রতিধাবন, হইয়াছে সুমিলন, করি চল যতনে। এরূপ গুণের নিধি, যদি মিলাইল বিধি, ছাড়িবেনা এই বিধি, তোমা হেন রতনে॥ করি তব উপাসনা, অই দেখ নৃপাঙ্গনা, লজ্জা ভয় বিবেচনা, নাহি করে মননে। বিলম্ব আর করনা, করহে শীঘ্র চলনা, মরি মরি চন্দ্রাননা, ভাবে তব কারণে॥ পূজি বুঝি দিগম্বর, গত রাত্রি কোন বর, পাইয়াছে নহে বর, হেন রূপ বর হে। ধনীর কি ধন্য ভাল, মিলন হইল ভাল, যেমন সে চিরকাল, ছিল পতি বিরহে॥ শুনি কহে মনো-হর, কেন পরিহাস কর, এমন কি ভাগ্যধর, আমি আর হইব। বিধাতা মিলায় তবে, ইহা নাকি মোর হবে, ডুবদিব রসার্ণবে, উহারে কি পাইব॥ একে নিষ্ঠুর অনঙ্গ, পোড়াইছে মম অঙ্গ, কাটা ঘায় করি ব্যঙ্গ, লবণেতে দলনা। না করিয়া পরিত্রাণ, উলটিয়া বধ প্রাণ, এ আবার কি বিধান, এ দেশের ললনা॥ শুনি কহে সুলোচনা, কেন ভাব প্রবঞ্চনা, করি দেখ বিবেচনা, ও যে রাজনন্দিনী। কি কারণে

বাগিচায়, তব প্রতি সদা চায়, অন্য দিন গৃহে যায়, নামুদে অনুদিনী।। অদ্য দেখ প্রভাকর, হয়ে অতি প্রভাকর, করে বিতরণ কর, উঠিয়া সে গগ-ণে। কেন ধনী পুষ্পবনে, লইয়া সঙ্গিনী গণে, কিবা স্বল কি রাজনে, মনে ভয় না গণে।। করি তব আকিঞ্চন, মনোদুঃখ বিমোচন, করিতে করিয়া মন, তব সন্নিকর্ষণ। ধরিয়া আমার করে, অনেক মি-নতি করে, পাঠায়ে তব গোচরে, করে রূপ দর্শন।। একেত নবীনা বেশ, রবিতাপে কত ক্লেশ, সহে ধনী সবিশেষ, দেখনা হে চাহিয়া। আর কেন পুনঃ২, ছল ভাবি কর খুন, এস হে করি নিপুন, কা-হাকে না কহিয়া।। সুলোচনা বাক্যে রায়, প্রত্যয় করি সুধায়, কিরূপে মিলিব তায়, বল তবে কা-মিনী। একে যুবা তাহে দিবা, কিরূপে ঘটায়ে দিবা, কি জানি ঘটিবে কিবা, এত নহে যামিনী।। ইথে কিন্তু যদি মরি, তাহে আমি নাহি ডরি, পাছে ওগো সহচরি, ও মনোমোহিনীকে। লাঞ্ছ-না করয় পরে, প্রকাশ হইলে পরে, হৃদয় বিদীর্ণ পরে, হবে মোর ক্ষণিকে।। শুনি সখী সুলোচনা, কহে তার আলোচনা, কেন কর অন্যজনা, নাহি জানিবে যাহে। করিব তার উপায়, শুন হে রসিক

রায়, জিজ্ঞাসি আগে ত্বরায়, কি কহে ভূপজা হে।। এতেক বলিয়া ধনী, রাখিয়া নাগর মণি, নৃপ-বালা সে রমণী, স্থানে চলে কহিতে। দেখে আসি জমারীর, নয়নে বহিছে নীর, বিমনে মন অস্থির, সখীগণ সহিতে।। হেরিয়া সুলোচনায়, কহে বালা করুণায়, কি কহিল যুবরায়, শীঘ্র মোরে বলরে। প্রাণ হৈল জরজর, অগ্রেসর পঞ্চশর, দাণ্ডাইয়া হানে শর, বিপক্ষ প্রবলরে।। অই দেখ চক্রবাক্, হানে বজ্রসম বাক্, ভাবিয়া হই অবাক্, ভয়ে বাক্ না সরে। পিক বলে মার মার, ভ্রমর সহায় তার, বলিয়া সুসমাচার, এ যন্ত্রণা নাশ রে।। শুনি মোর বিবরণ, কি কহিল সুবরণ, জিনিয়া ও সুবরণ, বলরে সুলোচনা। উহু মরি হায়২, প্রাণ বুঝি যায় যায়, হইবে কি হেন দায়, পরিত্রাণ সূচনা।। শুনি সখী কহে তায়, কথা শুনি হাসি পায়, বালিকার মত প্রায়, আচরণ তবহে। সত্য জান মম বাণী, মিলাব নাগর আনি, ইথে কেন চাঁদরাণি, নয়নে পয়োবহে।। ধৈরজ ধরিতে হয়, উতলার কর্ম্ম নয়, করিবে কি ছয় নয়, অভাগিনী গণকে। যদি কেহ চুপে২, শুনিয়া জানায় ভূপে, তখন বল কি রূপে, কি কব রাজনকে।। তোমার টুটিবে মান, মো

সবার যাবে প্রাণ, ভমিত নহ অজ্ঞান, বুঝে দেখ মনেতে। হবে এই অবশেষ, জানিলেএ সবিশেষ, নাগর যাইবে শেষ, রাজার শাসনেতে ॥ তেঁই বলি রাজবালা, প্রকাশিলে নানা জ্বালা, কলঙ্কেতে অঙ্গ ঢালা, উচিত ত নয়হে। মোর পরামর্শ ধর, গোপনে যাপন কর, লয়ে অই রূপবর, রাজার তনয়হে ॥ উহার আছয় মন, করে প্রেম উপার্জ্জন, নাজানিতে কোনজন, ইহার ভাজনহে। মনেং এই আশ, থাকিয়া তোমার পাশ, যাহে হয় উপহাস, এমত্ত মত নহে ॥ শুনি বালা ম্রিয়মাণে, কহে সখী বিদ্যমানে, মন না প্রবোধ মানে, কে বুঝিবে বলনা। কহিলে করি গোপন, কা রস আলাপন, পাইব হে অই জন, করি কোন ছলনা ॥ শুনে যত সখীগণে, উহার সোপান গণে, কহে ওগো চন্দ্রাননে, তাহার কি ভাবনা। যদি মনে ইচ্ছাকরি, দিনে করি বিভাবরী, গগণের চন্দ্র ধরি, ইথে আর ভাব না ॥ আছে হেন বুদ্ধি বল, যদি করি ছল বল, কে বুঝে সে ছল বল, ত্রিজগত ভিতরে। পাতিলে চাতুরী পাশ, অতি চতুরের পাশ, পড়য় লাগিয়া ফাঁশ, কি সাধ্য তাহে তরে ॥ এযে সহচরী গণে, মিলাইতে অই জনে, কভু নাহি

ভাবে মনে, তোমার কৃপায় হে। করিব হেন উপায়, কেহ না সন্ধান পায়, ও নাগর পায়২, রবে তব পায় হে।। এত বলি বারে বারে, তুষি রাজ দুহিতারে, যুবতী সাজাইবারে, যুবক মনোহরে। স্থির কৈল মনে মনে, যতেক সঙ্গিনী গণে, আনে সাজ সেই ক্ষণে, হেরি যা মনোহরে।। সুলোচনা সখী যান, নাগরের সন্নিধান, করিয়া হাস্য বয়ান, লয়ে বেশ ভূষণে। শ্রীকালীকুমার কয়, যুবরাজ মহাশয়, আর কেহ বসি রয়, ছাড় নিজ বসনে।।

অথ মনোহরের নারীবেশ ধারণ।।

ষোড়শাক্ষরিক পয়ার ছন্দে অন্ত্যাদ্য যমক।।

সখী চতুরা ডাকিয়া বলে কোথা যুবক হে। কহে ধর এবে নারী রূপ বিলম্ব না সহে।। নাশ হে উভয়ে উভয়েরমনের আগুন। গুণ বুঝা যাবে গুণে গুণ মণি কি নিপুণ।। পুনঃ২ হাসি২ দেখ সহচরী বলে। বলে মনে রেখ ভুলনা থাকিয়া কুতূহলে। ছলে এখন ত যুবরাজ রাজার সুতার। তার নয়নে২ সদা করিবে বিহার।। হা রহিবে কি অন্তরে দেখা নহে আর বার। বার পাইবনা নিকটে যাইয়া বার২।। বার বর্ষ পরে দৃষ্ট যদি হয় একবার। বা রঙ্গেতে থাকি হবে আঁখি মেলিবার ভার। ভার২ নিজ

রমণীর রমণীয় রসে। রসে যাহে মন রবে তাহে যামিনী দিবসে॥ রসে শুনিয়া যুবক ব্যঙ্গ উক্তি যুবতীর। তীর সম বক্ষে লাগি চক্ষে বহে দুঃখ নীর॥ নীরবেতে থাকি কিছু কাল কহে রায় পরে। পরে সহে যত জ্বালা জানিতে কি পারে পরে॥ পরে আছি হে এখন যে ভাবের অলঙ্কার। কার কাছে কব অপরেতে কি বুঝিবে কার॥ তার আগে সখি হৈতে এই দুঃখ রত্নাকর। কর যত রঙ্গ মনেতে বাসনা যত কর॥ কর যোড়ে নিবেদন করি এবে হে তোমারে। মারে জয়ী হই যাহে সাধু বলহ আমারে॥ মারে অবিরত শর স্মর দেখ মম কায়। কায় বলিব বিশেষ করি কে দিবে উপায়॥ পায় যাহে কর যদি ওনবীনা এইজন। জনমের মত তব গুণ রহিবে স্মরণ॥ রণ এখন আমার প্রাণ শুন হে অবলে। বলে দলতূর্ষ্ণ কিবা ধার্য্য করিলে সকলে॥ কলেবর যায় বিবরিয়া কহ বিবরণ। বরণ করিতে রাজবালা কৈল কি না মন॥ মনোহরের হেরিয়া ভাব করি মৃদুধ্বনি। ধনী কহে বার বার একি একি গুণমণি॥ নমঃ নিরাকার মদনেরে ধন্য তার শরে। সরে জীব জন্তু নাহি বুঝি তাহার সমরে॥ মরে যাই কিন্তু যুবরাজ এমার কেমন।

মন পুরুষের নারী হেত্ত এত কি বিমন ॥ মনোহ-
রায় পাইবা নাহি ভাব মনোহরা। হর অরিকে কি
ভয় থাক সুখে অতঃপর ॥ পর নাহি ভাবি কর
এই বেশ শুভ কর। কর বাস হয়ে নৃপসুতা চন্দ্র
চন্দ্রকর ॥ কর হৈতে দিল বেশ ভূষা কহিয়া বিশে-
ষ। শেষ সাজাইছে সুলোচনা বিনাইয়া কেশ ॥
কে শঙ্করের ভূষণ বলি তাহে নাহি মানে। মানেঽ
গেল বিবরে ভাবিয়া অপমানে ॥ মানে কেবা নব
কাদম্বিনী যে হেরে সে কেশে। কে সে নাহি
জানে ভয়ে মেঘ গেল শূন্য দেশে। দ্বেষে ছাড়ি
দেশ অবশেষ তেজিতে জীবন। বন বরিষণ ছলে-
তে পতন হয় ঘন ॥ ঘনও মধ্যে দেহ লুকায় চঞ্চলা।
চলা বলা গেল হেরি হাস্য আস্য চন্দ্রকলা ॥
চন্দ্রকলা কলা পরিমাণে দিনে দিনে হারে। সেহা-
রে সে যদবধি নব শশধরাকারে। ধরাকারে হেন
রূপধর ধরয়ে অন্তরে। যে অন্তরে হেরি তার রূপ
ক্ষোভ নাহি ধরে ॥ ধরে কিবা ভাল ভাল ভাল যা-
হার প্রভাবে। ভাবে সুলোচনা দিয়া কিনা সে
ভাল সাজাবে ॥ যাবে অনেকের প্রাণ মন শিরের
উপরে। পরে দিল ধনী হেন সিঁথী বাঙ্কি হাস্য
করে ॥ করে আল করে টিপ টাপ হেন ভাল করে।

ভাল করে শোভাকর নিশাকরে কিবা করে।।করে কেন করে কাম সে কার্ম্মুক যতনে। যত নেহা-রিল নাহি বুঝি সে ভূশরাসনে।। মনে আকর্ণ পর্য্যন্ত বাণ কটাক্ষ সন্ধান। যান পুরুষের প্রাণ তা-হে করি অনুমান।। মান রাখিতে কুরঙ্গ শিশু লই-য়া সম্ভ্রমে। ভ্রমে বনে দুঃখে কাল ক্ষেপ করে কোন ক্রমে।। ক্রমে খঞ্জন গঞ্জন সেই নয়নে সাজায়। যায় যায় জ্ঞান সখী দিল অঞ্জন তাহায়।। হায়২ করি শ্রুতি হেরি গৃধিনী সদায়। দায় গণিয়া ধিক্‌-কার দিয়া ফেরে বিধাতায়।। তায় পরাইল সুলো-চনা বোঁপা কি সুন্দর। দরশন করি কম্পমান কায় কলেবর।। বরণীয় তাহে সুবর্ণ২ কর্ণে বালা। বালা-বলা গণে সেরূপ স্বরূপে হয় কালা।। কালাশয় করে খগপতি হেরি দর্প নাশা। নাসা তিল পুষ্প জিনিয়া লাবণ্য পরকাশা।। পরকাশাকাঙ্ক্ষা বিস্তা-রিয়া করিতে বিশেষ। শেষ শোষ হয় যদি তার নাহয় উদ্দেশ।। দেশ কে না ভুলে হেরি নথ নলো-কের সহ। সহচরী দিল যুবকে ছলিতে অহরহ।। রহ বলিতে চলিতে নানা করিবার আশে। আসে দুলিয়া দুলিয়া মুখচন্দ্রমার পাশে।। পাশে প্রেমের

বাঙ্কিতে রসিকের মনঃপঙ্কে। পঙ্কে ছিল পঙ্ক বিম্বাধর লোভাইতে লক্ষ্যে॥ লক্ষ্যে২ অলি ফিরে কুন্দ দন্ত সম তায়।সমতায় মুক্তাবলী প্রতি কেবা ফিরে চায়॥ ফিরে চায় বুঝি ভৃঙ্গ গণে করিবারে কালি।কালি রেখা দিল মাৰ্জ্জনে মাজিয়া দন্ত আলি॥ আলি দরশন করে সাজাইয়া চন্দ্রানন। নন তুলনায় তুল্য পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ॥ কি রন তাহাতে কমলের মানের প্রমান। মানসেতে সজে পায়ো মধ্যে তেজিতে পরান॥ পরা নবীন চিবুক মধ্যে তাহে দিব্য কলি। কলি কিবা শোভে যুথিকার চমৎকারাবলী॥ বলি কি সাধ্য যখন কণ্ঠে পরাইল চিক। চিক মিক করে যেন জলে সৌদামিনী ঠিক॥ ঠিক ভুলে কত জন হেরি নয়ন যুগলে। গলে দিল হার হিরণ্য জড়িত হীরা জলে॥ জলে ডুবিল পঙ্কজ নাল সে করে নেহারি। হারি মানিয়া মনের অগ্নি নিবাইতে নারি॥ নারী নহে কে বান্ধিবে কাঁচে গড়া পয়োধরে। ধরে হাসি হাসি সখী মনোহর বক্ষোপরে॥ পরে ঢাকিতে মিছার কুচ কষিল কাঁচলি। চলিবারে নারে হেরি গিরি অরি আইল বলি॥ বলী কে আছে হেন সে স্তন মুখ ভীরু শরে। সরে একপদ যারেক যদ্যপি লক্ষ্য

জ্বরে ।। লক্ষ করে ধরে যে এ শরে নিবারে কি নারে । কিনারেতে তাহে অগ্নি শিখা ছলে জ্বলে হারে ।। হারে হেরে লোমরাজী বিরাজিত নাভি সর । সরোরুহ নীলাবলী লিলা নলিয়া ভ্রমর ।। ভ্রমরয় সদা ত্রিবলী হেরি উরগ গণে । উরো গগণের নীচে থাকি থেনয় নয়নে ।। মানে কে তার নিকটে যদি রসিক রমণ । মন পুন পড়ে তায় করে সে আশুভ-ক্ষণ ।। শুভক্ষণ পেয়ে চম্পক পাকড়ি গড়ি বিধি । বিধি মতে তাপে হেরে করাঙ্গুলির সন্ধি ।। নিধি নিঃসৃত অঙ্কুরা নানা পরাইল তায় । লতায় লতায় যেন কত জড়িত লতায় ।। তল তায় হয় কোমল কমল পদ্ম দল । দলবল হেরি ভাবে পদ্মদল কায় দল ।। দল মল দোলায়িত ঝাঁপা বাহুতে পরায় । রায় নিজ ভাবে চেতনাদি সকল ঘুচায় ।। সঙ্কু-চায় সুলজ্জায় রায় তায় অবিরত । রতনের কান্তি মিলে যথা হয় মরকত ।। কত কব শোভা বাজু বন্ধ বাজিল বাজুতে । যুতে২ যেন জ্বলে মণি মাণি-ক্য অদ্ভুতে ।। ভুতে ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে হেন নাহি আর । হিয়া রসিকের ভগ মগ ভাবেতে যা-হার ।। হারকের সম লইয়াছে কটিদেশ হরি । হরি তদবধি রহে বনে দেশ পরিহরি ।। হরিণ নি

প্রায় শোভা পায় আনিয়া বসনে। সনেং তারা হাসিতেছে হাসিয়ার গণে॥ গণে ত্রিপেঁচ করিয়া সেই অঙ্গরে পরায়। ধরে পরায় যুবক জন মন অভি প্রায়॥ প্রায় কোটিং সর্প বিষ কটির প্রভাব। ভাব নিরখিলে ভাবকের উঠে কত ভাব॥ ভাবনায় হিয়া কম্পমান হয় থরে থরে। থরেং চন্দ্রহার দিল নিতম্ব উপরে॥ পরে দোনরীর মধ্যে মধ্যে চাঁদ থানি তায়। চাঁদ থানি তায় ঠিক যেন সদা দীপ্তি পায়॥ পায় গুরু ভার নিতম্ব সহজে গুরু ভার। গুরু ভার দিল অবনী যাহারে বার বার॥ বার রম্ভাতরু করিকর উরুতে না পায়। পায়ং রহে পায় করী গতি শিখিবায়॥ বায় ভর করে হংস গণ হারি মেনে যায়। মেনে যায় কত লোক চলা দেখিবার তায়॥ বার তায় বিবরিতে যার নাহি পারে শেষ। শেষ সুলোচনা নূপুরে সাজায় পদদেশ॥ দেশ ছাড়িল দ্বিরেফ গণে শুনি তার ধ্বনি। ধনী যুবকে করিল যুবতীর শিরোমণি॥ রমণীর কুল তেজে কুল রূপের প্রভাতে। প্রভাতের প্রভাকর প্রায় উদয় ধরাতে॥ অধরাতে রহে যুবজন করি নিরীক্ষণ। ক্ষণ পাইলে পলায় রতি পতির সদন॥ রসদ নবীন মনোহর হেরি নিজ ভাবে। ভাবে গদ গদ

হয়ে মনে কত ভাব ভাবে॥ ভাবে রসিক বুঝিতে পারে রসের বর্দ্ধন। বর্দ্ধ নেহারি না বর্দ্ধ মধ্যে কৈতে বিবরণ॥ বরণের শোভা নিরখিয়া সখী পরস্পরে। পরে নাহি পায় তুলনায় অবনী ভিতরে॥ তরে রাজনন্দিনীর সবে কহে ধীরে২। ধীরে দেখ২ প্রাণের নিধিরে তব ফিরে॥ ফিরে নয়ন নাহিক হেরি রূপের বিহার। হার সুলোচনা সখীকে করিল পুরস্কার॥ কার সাধ্য কহে আনন্দ সবার মনে যত। যতনের সার হৈল বলি বাখানে সতত॥ তত রাজনন্দিনীর ভাব বাড়ে মনে মন। মনসিজ পাবকেতে চিত্ত করিছে দহন॥ হন অন্তরে২ আর দ্বিগুণ কাতরা। তরাসেতে বালা বলে সখি গৃহে চল ত্বরা॥ তরাইতে তোরা ভিন্ন সখি কেবা আছে বল। বল নাহি কলেবরে তাহে মানস চঞ্চল॥ চল২ লয়ে যাই আগে নাগরে নিবাস। বাসনায় পূর্ণ করি শেষে হবে হাস ভাষ॥ ভাস শুনিয়া সঙ্গিনী গণে হইল তৎপর। পরস্পর কিন্তু যুবকেরে হেরে নিরন্তর॥ তর নাহি সহে মনে মনে পাইলে সবার। বার২ বলে তাই বটে শ্রীকালীকুমার॥

অথ মনোহরের নারী বেশে রাজকন্যা মনোমোহিনীর অন্তঃপুর প্রবেশ॥

পয়ার ।। নাগরেরে সাজাইয়া অপরূপা নারী। সখী সহ বাসে চলে রাজার কুমারী ।। আছিল গোপন পথ বিপিনে আসিতে। সেই পথে প্রবেশিল হাসিতে হাসিতে।। যুবকে লইয়া পথে যত সহচরী। নানা বাক্য কহে কত রঙ্গ ভঙ্গ করি ।। মনোহর সেই মত প্রত্যুত্তর করে। শুনিলে কৌশল চিত্ত নাচে প্রেম ভরে ।। জিজ্ঞাসিল সহচরী ওহে যুবরাজ। রাজবালা কেন কর সঙ্গিনীর সাজ।। এইরূপ সখী ভাবে রবে কি না রবে। বিশেষিয়া কহ শুনি সুখী হই সবে।। সমানে২ সাজে কথায় কৌশল। যুবরর তাহে ইথে উত্তরে কি ফল।। তথাপি চতুরা সখী করিতেছে রঙ্গ। নিরুত্তর হইলে পাছে রস হয় ভঙ্গ।। এত ভাবি যুব কহে শুন সহচরী। কার সখী হয়ে রব কোথা সে সুন্দরী ।। বিবাহ হইবে যার মনে নাহি তার। পর্যাসর নিদ্রা নাই এযে চমৎকার ।। যে রাখিবে সহচরী তার কথা নাই! উত্তর কাহারে দিব ভেবে মরি তাই ।। চুক্তি করি কার সঙ্গে সত্যের বিষয়। বুঝে দেখ সখি বাক্য সত্য কিম্বা নয় ।। কথায় নিরস্ত ছিল মোহিনী লজ্জায়। দ্বিগুণ বাড়িল লাজ যুবার কথায় ।। নিতান্ত নিস্তব্ধ রৈলে বাক্য বৃথা হয়। সখী

সম্বোধন করি রসবতী কয় ।। শুন ওগো সুলোচনে কি শুনিতে পাই । হেন অপরূপ কথা কভু শুনি নাই ।। যেজন করিবে কর্ম্ম সে যদি না রয় । প্রতিনিধি হইতে কি কর্ম্ম নাহি হয় ।। আমি যদি সখী এক রাখিবারে চাই । তোমা চুক্তি করিলে কি কার্য্য হবে নাই ।। তোমা মোর প্রতিনিধি কেবা নাহি জানে । মোর কথা কয়ে বল কি কার্য্য সেখানে ।। সুবর কহে শুন বিবরণ তবে । স্বয়ং সে থাকিলে প্রতিনিধি কিবা হবে ।। অশক্ত হইলে পরে অন্যে দেয় ভার । অথবা অনুপস্থিতে আছয় ব্যভার ।। বিশেষতঃ মালিক হাজির যেই কাজে । বল বল কি করিবে কার পরদাজে ।। তুমি থেকে বিদ্যমানে শুনলো সুন্দরি । উত্তর কি দিব বল কৈলে সহচরী ।। রাখিবে যদ্যপি মোরে সখী রূপে কাছে । পাইব কি বল শুনি লাভ কিবা আছে ।। শুনি ধনী যুবকের বাক্যের কৌশলে । মনেং সেইক্ষণে মন গেল টলে ।। আর কি লজ্জায় বাধে রসে তনু ভাসে । হেসেং রসবতী নাগরে সম্ভাষে ।। কি কহিলে কি পাইবে হয়ে সহচরী । শ্রবণে বচন নারী মোরা লাজে মরি ।। তথাপি লাভের কথা সুধাইলে কই । দোষ থাকে ক্ষমাকর নারী বই নই ।। অবলা সরলা

মোরা নাহি জানি ছল। কি দিব তোমারে মম কি আছে সম্বল।। জীবন যৌবন আদি দেহ আর মন। করে২ তব করে করিব অর্পণ।। অধিকন্তু রীতি মত কর্ম্ম যদি কর। মধ্যে২ পুরস্কার পাবে যুববর।। মনোহর কহে শুন রাজার কুমারি। অগ্রিম কিঞ্চিত বিনা থাকিতে না পারি।। শুনিয়া সুন্দরী হেসে কহে আরবার। এ দেশের অগ্রিম নাহিক ব্যবহার।। কর্ম্ম নব অগ্রে বুঝে পুরস্কার পরে। এই মত রীতি নীতি মম এনগরে।। তবে যদি নিতান্ত না ছাড় মতিমান। অধিক কি দিব আর কৈনু বাক্য দান।। নাগর কহিল শুধু কথায় কি ফল। কার্য্যেতে হইলে পরে বুঝিব সকল।। এইমত নানা বিধ রস রঙ্গ ভরে। চলিতে২ হাস পরিহাস করে।। আগে২ সুলোচনা করিছে গমন। নারী বেশে তার পরে নৃপের নন্দন।। আর২ সখী গণে আগে পাছে যায়। নৃপবালা গজেন্দ্র গমনে মাঝে তায়।। রুণঝুনু করি বাজে চরণে নূপুর। ক্রমে২ সবে আসি প্রবেশিল পুর।। পঞ্চ সখী সঙ্গে ছিল বৃদ্ধি এক জন। কেহ পাছে দেখি তার জিজ্ঞাসে কারণ।। এই চিন্তা করি তবে সখীগণে কয়। সকলে গমন করা উপযুক্ত নয়।। সুলোচনা শুনি কহে এই সে উচিত।

এক জনে রেখে যাওয়া ইহার বিহিত ।। এত বলি এক সখী বাহিরে রহিল। আর২ সকলেতে গমন করিল ।। তারাকারা খোজার পাহারা দ্বারে দ্বারে। ছলিয়া যাইতে কার সাধ্য কেবা পারে ।। অন্তঃপুর দুয়ারে যাইতে সখীগণে। একেং দ্বারী আসি জনেং গণে ।। রাজসুতা গোপনে কাননে নিত্য যান। বিদিত আছিল ইহা দ্বারী বিদ্যমান ।। কি জানি কি হয় তবু শঙ্কা তার মনে। সেই হেতু সংখ্যা করি ছাড়ে সর্ব্বজনে ।। যত জন বাহিরেতে করয় গমন। পুরী প্রবেশিতে পুনঃ দেয় তত জন ।। সংখ্যা দিয়া সঙ্গিনী সকলে অনন্তর। রাজবালা সহ যায় অন্দর ভিতর ।। তিনং মহল আছিল সুবিস্তার। উতরিল সবে যথা নৃপের সুতার ।। মন্দিরে উঠিয়া পরে যত সহচরী। যুবরাজে সারাণ্ডায় বসাইল ধরি ।। সিংহাসন আনি কেহ করিল প্রদান। উপবিষ্ট হৈল তাহে যুব রূপবান ।। মোহিনীর কারণে আনিল অন্যাসন। হাসি২ ধনী তাহে উপবিষ্ট হন ।। সখীগণে কহিল নাগর রসকূপ। সুন্দরী সাজিয়া হৈল সুন্দরীর রূপ ।। অদ্যাবধি ডাকিতে তোমারে গুণধাম। সকলে সুন্দরী তব রাখিলাম নাম ।। যুববর হেসে কহে শুন সহচরী। সুন্দ-

রীর কৃপায় হে হইনু সুন্দরী ॥ নৃপাঙ্গনা শুনিয়া হ-ইল হরষিত। সবার অন্তর হৈল প্রমোদে পুর্ণিত ॥ সুন্দরীকে লইয়া কৌতুক কৈল কত। কথায়২ ভানু মস্তকে আগত ॥ স্নান পূজা সুন্দরীকে করাইয়া তবে। পাচকা ব্রাহ্মণী ভক্ষ্য দ্রব্য আনে সবে ॥ অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে ভোজনান্তে শোয়াইল। অনন্তর স্নান পূজা মোহিনী করিল ॥ নবান্ন ব্যঞ্জন দিব্য করিয়া ভোজন। আনন্দে পর্য্যঙ্কে বালা করিল শয়ন ॥ সহচরী সকলে করিল স্নানাহার। বিশ্রামে কাটায় কাল যথা স্থান যার ॥ ক্রমে২ দিবা পরে হৈল অবসান। নিদ্রা তেজি সুন্দরী করিল গাত্রোত্থান ॥ মোহিনী সঙ্গিনী আদি মোহিনী সহিতে। অলস ছাড়িয়া উঠে পুলকিত চিতে ॥ কোন সখী আনিয়া সুনির্ম্মল ভুবন। করাইল সুন্দরীর মুখ প্রক্ষালন ॥ মোহিনীর সেইমত অন্য কেহ করে। জল জলপান দোঁহে আনি দিল পরে ॥ খাইল দোঁহায় তাহা আনন্দিত মনে। সখীগণে তাম্বুল যোগায় ততক্ষণে ॥ কোন সহচরী করে চামর ব্যজন। কেহ কহে পরিহাস সরস কথন ॥ দিবা অবসান দেখি যতেক সঙ্গিনী। সঙ্গে লয়ে সুন্দরী ও নৃপের নন্দিনী ॥ ফুলের কেয়ারি ছিল বারাণ্ডা

উপরে। ভ্রমণ করিতে চলে হরিষ অন্তরে ।। নানা বিধ ফুল টবে টবে শোভা পায় । সৌরভেতে বির-হির প্রাণ যায় যায় ।। মোহিনী তুলিয়া লৈল মল্লি-কার ঘ্রাণ। সেই ছলে পঞ্চবাণ প্রহারিল বাণ ।। অ-ন্তরেং আর বিলম্ব না সয় । মুখেতে বাধয় লাজ ফুটে নাহি কয় ।। বিশেষতঃ পরিবর্ত্ত হয় নাই মালা। ব্যভিচার ধর্ম্ম হবে মনে ভাবে বালা।। মদনেতে জর জর আঁখি ভাসে নীরে। সুন্দরীকে বারেং চেয়ে দেখে ফিরে।। অই মত সুন্দরী মো-হিনী পানে চায়। সখীগণে ভাবেতে বুঝিয়া হাসে তায় ।। চন্দ্রমালা নামে সখী চতুরার শেষ । মো-হিনীর নিকটে কহিছে সবিশেষ ।। আর কেন চিন্তানল আইল যামিনী। চলগো মিথুন করি গু মনোমোহিনি ।। চির বিরহেতে কাল করিলে যাপন। শুভ দিন হৈল হৈল মিলনে মিলন।। ভাব-না কি তার যার সুন্দরী সহায় । অতঃপর সুখে থাক মিলিয়া দোঁহায়।। মোরা সহচরী মাত্র দেখে সুখী হই। তুমি ত প্রবীণা বুঝে দেখ যত কই ।। এই রূপ কুমারীকে কহে সখী কত । দিবাকর অস্তে চলে শর্ব্বরী আগত ।। পুলকেতে পরিপূর্ণ মন সবাকার। ভাষায় রচিল গ্রন্থ শ্রীকালীকুমার ।।

অথ মনোমোহিনীর বাসর সজ্জা ॥

আদ্য যমক॥ পয়ার॥

প্রভাকর প্রভাকর অস্তে কৈল ভর। তৎপর২ সখী সাজাতে বাসর॥ চিত্রে চিত্রে বিচিত্রে খচিত কৈল গেহ। করে করে আয়োজন আনি দেয় কেহ॥ চন্দ্রা চন্দ্রাতপে দিব্য চন্দ্রিকা ছাঁদিল। চাঁদ চাঁদনীতে যেন নামিয়া বসিল॥ নানা রঙ্গে নানা রঙ্গে ঝাড় কেহ আনে। খাটালে খাটালে যথা মানায় যেখানে॥ ঝকঝক ঝক করি ঝালর ঝোলায়। দিবা করে দিবাকরে যেন বসি তায়॥ সরস সরস ভরে সাজাইল ঘড়ী। ঠুন২ ঠনাঠন বাজে ঘড়ী ঘড়ী॥ দেয়ালে দেয়ালে সাজ দেয়াল গিরিতে। আর আরশিতে শোভে তার ভিতে ভিতে॥ সুফুল্ল২ গুচ্ছ আনিয়া সাজায়। যায় যায় বিরহির প্রাণ ছেড়ে কায়॥ মধু মধুকল্লি ফুলে পূর্ষ্ঠিত দেখিয়া। মধুকরে মধু করে পান তাহে গিয়া॥ গুঞ্জে গুঞ্জে পুনর্ব্বার মকরন্দ আশে। কামিনী কামিনী ফুল সৌরভে বিনাশে॥ মালতী মালতী সখী তুলি গুচ্ছ করে। যুব যুবতীর তরে রাখে থরে থরে॥ খোদ খোদগারি করি আনি চন্দ্রমালা। পুর পুরন্দর কৈল সাজাইয়া মালা॥ মনোমোহিনীর মনো-

মোহিনীর তরে। সগন্ধ সগন্ধ পাত্র কেহ রাখে ঘরে।। কুম কুম কস্তুরী আতর কে রাখিল। বাস বাস পেয়ে যার আমোদ করিল।। মেজে মেজে মখমল করিল বিছাই। আল করে আল করে কেহ ঠাঁই ঠাঁই।। বলিহারি বলি হারি রবি তাহে যায়। কার কারখানা ভেবে ইন্দ্র মোহ পায়।। চন্দ্র সূর্য্য চন্দ্র সূর্য্য মণি রোসনাই। তাদি তাদী ভূত বর্ত্তমানে হেন নাই।। মেজে মেজেছে উত্তম বিছানার সাজে। যড়যন্ত্রে যড়যন্ত্রে যন্ত্রা স্থানে বাজে।। সপ্ত-স্বরা সপ্তস্বরালাপে বাদ্য করে। সুর সুর শুনি মুগ্ধ হয় স্বর্গোপরে।। বীণা বিনাইয়া গায় পঞ্চম রাগে। বীণা বিনা হেন সুর কোন যন্ত্রে লাগে।। তানপূরা তানপূরা সুমধুর রবে,। থাকে২ থাকে২ বাজে শুনে সবে।। সারঙ্গ সারঙ্গ সেই সঙ্গে দেয় সুর। তার তার ঝঙ্কারেতে স্তব্ধ সুরাসুর।। ঘন ঘন ঘন প্রায় বাজি-ছে মৃদঙ্গে। সেতারে সে তারে বাজে তার সঙ্গে সঙ্গে।। পর পরস্পর সখী অন্য সাজ করে। করে করে করে আয়োজন হর্ষ ভরে।। বিস্তৃত বিস্তৃত মধ্যে রাখে তাকিয়ায়। পাশে পাশে গোলাব চুয়া-র শোভে তায়।। গন্ধ গন্ধবহ সহ চৌদিকে ছুটিছে। কোন কোন বক্রা নাই ফোয়ারা উঠিছে।। টবে টবে

কুল্ল কুল্ল হয়ে দেয় ঘ্রাণ। যে নেহারে জেনে হারে কুল মান প্রাণ॥ সুরঙ্গে সুরঙ্গের পর্য্যঙ্কে শয্যা করে। কাম কামনায় যাহা নাপায় অন্তরে॥ কাল কাল বসন্ত তাহাতে চৈত্র মাস। নিশাকরে নিশা করে দিবার প্রকাশ॥ প্রমদা প্রমদাশয়ে সাজা- য়ে মন্দির। একে একে সকলেতে আইল বাহির॥ সুন্দরী সুন্দরী সেজে বসিয়া যেখানে। মোহিনী মোহিনী প্রায় চাহে তার পানে॥ আলি আলি হয়ে ক্রমে সেইখানে যায়। সহ সহচরী দোঁহে উঠি ল ত্বরায়॥ ভাব ভাবকেতে বুঝে হেরি ব্যগ্রতায়। কুমারে কুমার কহে ডেকেছে দোঁহায়॥

অথ মনোমোহিনীর বেশ বিন্যাস।

একাবলী ছন্দ॥ সহচরী পরে মোহিনী লয়ে। ভূষি- ত করিছে ভূষণ চয়ে॥ চাঁচর চিকুর আঁচড়ি নিল। ফণী জিনি বেণী বিনায়ে দিল॥ খোপা বান্ধি দিয়া সুরস কায়। মালতী মালায় ঘেরিল তায়॥ হেরে নাহি আঁখি ফিরিতে চায়। মদনের ফাঁদ পেতে- ছে তায়॥ মোচন করিল বদন চাঁদে। গগণ চাঁদ যা নিরখি কাঁদে॥ মাজনে মাজিল দশন পাঁতি। জিনিয়া বসিলা মুকুতা ভাতি॥ কাল রেখা তার মাঝেতে সাজে। ভ্রমর ভ্রমরী মরিছে লাজে॥

কলেবর মাজি গোলাপ জলে। বসন কষণ কটির গলে॥ হরির হরিল গরব যায়। যুবক হেরিলে জীবনে যায়॥ হিরণ্য জড়িত হীরার শিথী। ক্ষিতি ভুলে হেরি যাহার বীথী॥ ঝালরেতে আঁটি বান্ধিল তায়। তরাসে বিজলি চমকে কায়॥ কাণে কাণবালা বোঁদার শোভা। মুনি মন অবলোকনে লোভা॥ ঝমকে ঝুমকা তাহার কোলে। তড়িত জড়িত ঝালর ঝোলে॥ নাসায় নলক নথের ঘটা। বিবরিবে কেবা তাহার ছটা॥ ঝলকে২ দুলিছে ফল। প্রভাকর প্রভা করিছে তল॥ গলায় দোলায় হীরক হার। বলিহারি কিবা শোভা তাহার॥ চিক মিক তাহে জ্বলিছে চিক। যে না হেরে তার নয়নে ধিক॥ পান পয়োধরে কাঁচলি কষে। রসিক নিরখি অবশ রসে॥ স্তন অগ্রভাগে জ্বলিছে হীরে। হেরিলে নয়ন আর কি ফিরে॥ মদনের বুঝি সেই সে ধন। নহে কেন বাণ করে ক্ষেপণ॥ হাসি২ সখী ধরিয়া করে। পরাইল বাজু বাজুতে পরে॥ ঝোলাইল ঝাঁপা তাহার গায়। দলমল করি দুলিয়া যায়॥ হিরণ্য বাঁউড়ী পরায় তায়। হিরণ্যরেতার ভাতির প্রায়॥ কঙ্কণ শোভায় মাঝেতে তায়। ঝঙ্কারে ভ্রমর গুমর যায়॥ হীরকে খোদিত আঁটিল বালা।

সে রূপে কামের কামিনী কালা ॥ চন্দ্র হারে চন্দ্র হার শোভায়। নিতম্ব উপরে সখী পরায় ॥ চরণ কমলে নূপুর সাজে। ঝমর ঝমর ঝমকে বাজে ॥ নারী বেশে ছিল নাগর রায়। নিরখিয়া রূপ অবশ কায় ॥ শ্রীকালীকুমার হাসিয়া কয়। এরূপে স্ববশ কেহ না রয় ॥

অথ মোহিনীর সহিত মনোহরের মাল্য বদল।

পয়ার ॥ বিভূষিতা হয়ে পরে বসনে ভূষণে। পালঙ্কে বসিল আসি গজেন্দ্র গমনে ॥ সুন্দরীকে লয়ে পরে যত সহচরী। নারীবেশ ছাড়াইয়া যুব দিল করি ॥ অপরূপ হেন রূপ কত কব তার। হেরিয়া সখীর মনে আনন্দ অপার ॥ যুবরাজ করি সাজ পুলকে ভাসিয়া। মোহিনী নিকটে বৈসে হাসিয়া হাসিয়া ॥ অনন্তর সখী করে খাদ্য আয়োজন। নাগর নাগরী সুখে করিবে ভোজন ॥ খাজা গজা জিলাপি কচুরি আর পুরি। আনি রাখে সুবরণ থালা পূরি২ ॥ মতিয়া মোহনভোগ মণ্ডা মতিচূর। সৌরভে আমোদ কৈল একবারে পুর ॥ বরফি বাদাম তক্তি বঁদিয়া সুন্দর। রসায় রসনা ইচ্ছা করে পুরন্দর ॥ মুণ্ডী বিরখণ্ডী রসফুটি রসচুয়া। পানতোয়া ঘেওর নিখুতি আর পূয়া ॥ টাটবাপি

বালুসাই তুল্য দিতে নাই। ছেনাবড়া রসকরা রসের মিঠাই ॥ রাতাবি ক্ষীরের পেঁড়া পাত্রে পাত্রে ভরা। সাজাইয়া দিল সব ভাজা মনোহরা॥ আনিল নবাত ওলা মিছরি মাখন। জলপানি ক্ষীর চিনি রাখে কোন জন॥ দধি দুগ্ধ ছেনা সর কেহ যোগাইল। যাহার সৌরভ ভরে ভুবন ছাইল॥ হরীতকী আমলকী আদি নানা ফলে। সাজাইল মোরব্বায় সঙ্গিনী সকলে॥ আম জাম কাঁটাল শ্রীফল মনোহর। কিশমিশ পিচু সেউ মেওয়া বহুতর॥ বাদাম অঙ্গুর আদি দাড়িম্ব পেস্তায়। থালা ভরি কোন সখী আনিয়া যোগায়॥ নেয়া নারিকেলে চিনি মিশাইয়া দিল। সরবত নানা মত প্রস্তুত করিল॥ কনক গেলাস ভরা সুশীতল জল। হেরিলে মানস ভুলে অতি নিরমল॥ পরিপাটী সব দ্রব্য কৈল আয়োজন। অধিক কি কব আর মুগ্ধ হয় মন॥ বাটা ভরি খিলী করি তাম্বুল রাখিল। চৌঙ্গড়ি মতির চূণ তাহে মিশাইল॥ বাদাম খদির ফল নানা মশালায়। বাটিং ভরি কোন সঙ্গিনী যোগায়॥ সটকা পেঁচাউ কলে গোলাপ ভরিয়া। মুখনলে দোলে ফুল দিল সাজাইয়া॥ কলিকা অম্বুরী ভরা গুলের আগুন। টানিলে বুঝিবে

তায় কত আছে গুণ ॥ সাজায়ে সকল সখী যুব-রাজে কয়। আর কেন বিলম্ব করহ মহাশয় ॥ সু-খের সর্ব্বরী কেন বিফলে পোহায়। মিলন দেখিলে হয় পুলকিত কায় ॥ অনন্তর হাসিং সখী চন্দ্রমালা। যোগাইল দোঁহাকারে মল্লিকার মালা ॥ পরিয়া গলায় তার লইয়া আঘ্রাণ। আন চান করে তাহে উভয়ের প্রাণ ॥ কহিল রসিক রায় মোহিনীর প্রতি। প্রাণ দগ্ধ করে প্রাণপ্রিয়ে রতিপতি ॥ অই তব কণ্ঠোপরে হীরকের হার। কুচশম্ভু স্পর্শে যার বেড়েছে বাহার ॥ দেহ ধনি মোর গলে তুলি কৃপা করে। শিব ছোঁয়া হার হেরে কাম যাবে ডরে ॥ নতুবা হে রসবতি প্রাণ বুঝি যায়। বিহিত যা হয় এবে করহ ত্বরায় ॥ নিতান্ত যদ্যপি নাহি করহ স্বী-কার। পরিবর্ত্ত লহ নহে মম কণ্ঠহার ॥ এতবলি নিজমালা লয়ে যুবরায়। রাজবালা মোহিনীর ক-ণ্ঠেতে পরায় ॥ রমণী অমনি হার নাগরের গলে। হাসিয়াং তুলে দিল অতি কুতুহলে ॥ মনেং উভয়ের আ-নন্দ অপার। হেরে সুখী হৈল চিত্ত সঙ্গিনী সবার ॥ চিত্রলেখা নাগরে কহিছে ছলে তবে। সুন্দরি সুন্দ-রী পেয়ে ভুলিলে কি সবে ॥ চন্দ্রমালা সুলোচনা তাহে দিল সায়। কহং একি ভাব ওহে রস রায় ॥

নাগর আছিলে আগে মধ্যেতে নাগরী। পুনঃ যুবকের বেশ কে দিয়াছে করি ॥ মরি২ বেশ বেশ বড় ভাল বেশ। দরশন করে গেল নয়নের ক্লেশ ॥ সহচরী সহ বাক্য কহ কিম্বা নাই। সুখে থাক কোন রূপে এই মাত্র চাই ॥ রাজার নন্দিনী ছিল চির বিরহিণী। শুনিতে হইত সদা দুঃখের কাহিনী ॥ তোমা হেন পতি পেয়ে খেদ গেল দূরে। ভুবনের শোভা হৈল ভর্ত্তা আনি পুরে ॥ আমরা সঙ্গিনী গণে হেরে সুখী হই। যোগাইব প্রয়োজন দাসী বই নই ॥ বিবরিয়া বলি কিছু অন্তরের ভেদ। পূর্ব্ব পাসরিলে হয় মনে বড় খেদ ॥ দোঁহে দোঁহা হেরে যবে হারাইলে জ্ঞান। এই সখীগণে করে ছিল পরিত্রাণ ॥ এখন কথাটি মাত্র শুনিবার নাই। কালের স্বভাব ভেবে বলিহারি যাই ॥ হাসিল নাগর শুনি কথার কৌশল। প্রত্যুত্তর দিল তার করি নানা ছল ॥ বাক্যের মধ্যস্থ তার মোহিনীকে দিয়া। মনোহর কহে পুনঃ হাসিয়া হাসিয়া ॥ শুন ওহে রসবতি বলি বিবরণ। ইঙ্গিতে যতেক কৈল তব সখীগণ ॥ তুমি নারী আমি পতি বসি একাসনে। বাক্যালাপ কেহ নাহি করে কার সনে ॥ সহচরী দৃষ্টকরি দুঃখে ভাসে কায়। তুমি হে চতুরা বুঝ

বিচারিয়া তায়॥ সখীগণে সুখী কর তেজিয়া ল- জ্জায়। ছল করি সহচরী কহিছে তোমায়॥ বাক্য শুনি যুবতীর মন গেল টলে। তেজি লাজে যুবরা- জে সম্বোধিয়া বলে॥ কি কহিব প্রাণনাথ ভেবে হাসি পায়। যুব সহ বাক্যালাপে মন নাহি চায়॥ যেহেতু সে পুরুষের পাষাণ হৃদয়। অগ্রেতে আদ- র করি শেষে করে ক্ষয়॥ অবলা সরলা নারী ছল নাহি জানে। প্রাণ দিয়া পর করে ভেবে মরে প্রাণে॥ সেই হেতু কথা নাহি কহি রসময়। যে ভয় সর্ব্বদা করি পাছে তাই হয়॥ সঁপিয়া তোমার করে নিজ প্রাণ মন। তোমায় পাইব কিনা ভাবি অনু- ক্ষণ॥ করে ভাবা ভাল নহে করা ভাল ভেবে। অবিরত ভাবি কাল ভাবিতেছি এবে॥ শুনি বাক্য কহিছে যুবক রূপবান্। নারীর সমান নহে পুরুষ পাষাণ॥ কথায় সরলা অতি কার্য্যে তাহা নয়। এ- কের সঙ্গেতে থেকে আরে মন রয়॥ তার মত যথ- ন থাকয় যার পাশ। সে যাইলে অন্যে পুনঃ করে অভিলাষ॥ সাক্ষী তার দেখ প্রিয়ে কহি বিবরি- য়া। মন্দোদরী নামে ছিল দশানন প্রিয়া॥ ত্রিভু- বন কর তলে আছিল যাহার। সে মরিলে বিভী- ষণে কৈল অঙ্গীকার॥ অতএব চন্দ্রাননে নাহি কর

রোষ। বিচারিয়া দেখ দেখি কার হয় দোষ॥ শুনি বাক্য মোহিনী কহিছে পুনরায়। কহিলে যথার্থ বটে ওহে রসরায়॥ এক ভেজে আর জনে সঁপি বারে মন। যুবক যেমন তব নারী কি তেমন॥ এই-মত কত রাজনন্দিনী কহিল। যুবরাজ পুনঃ তার প্রত্যুত্তর দিল॥ উভয়ের বাক্য শুনি সখীগণে কয়। বুঝিতে নারিনু মোরা জয় পরাজয়॥ সুলোচনা কহে ভাল হইবে উদ্দেশ। প্রেমলতা আমাদের প্রেমিকের শেষ॥ জিজ্ঞাসিলে ইহার মীমাংসা ভাল হবে। তারে ডাক দোষ গুণ বিচারিয়া কবে॥ প্রভাতে কানন হৈতে পুরী প্রবেশিতে। প্রেমলতা সহচরী নাপায় আসিতে॥ যত সখী শঙ্কা করি বাহিরে রহিল। এত বলি সুলোচনা ডাকিতে চলিল॥ অট্টালিকা হৈতে নামি যাইয়া বাহিরে। প্রেমলতা সহ পুনঃ আসে ধীরে ধীরে॥ দ্বারে প্রবেশিতে দ্বারী নাহি ছাড়ে তায়। সুলোচনা বুঝাইল কপট ছলায়॥ সুন্দরী ইহার নাম শুন ওহে দ্বারি। সখী করিবেন এরে রাজার কুমারী॥ ধর্ম্মেতে নিপুণা অতি কর্ম্মে বিলক্ষণ। পঞ্চ সখী ছিনু মোরা হৈনু ছয় জন॥ এতেক শুনিয়া দ্বারী দ্বার ছেড়ে দিল। হরষিত মনে দোঁহে পুরে প্রবেশিল॥ মোহিনীর মন্দিরে হইল

উপনীত। হেরি অন্য সখী সবে হৈল পুলকিত॥ যুব যুবতীর কৌশলের বিবরণ। জ্ঞাত হৈল প্রেম লতা সখীর সদন॥ এক সহচরী বিদ্যমানে রক্ষা নাই। তাহাতে হইল পঞ্চ সখী এক ঠাই॥ যুবরাজে সম্বোধিয়া প্রেমলতা কয়। কি দোষ নারীকে দিলে কহ মহাশয়॥ মনোহর হাসি কহে শুন সহচরি। অধিকাংশে কামিনীর গুণ দৃষ্ট করি॥ হৃদয় কঠিন আর একে নহে স্থির। এই দুই দোষে নিন্দা করি রমণীর॥ শুনি যুবকের বাণী বলে প্রেমলতা। কোন নারী কহ দুই পুরুষেতে রতা॥ পরাধীনা সর্ব্ব কালে এক মাত্র গতি। পতির মরণ সহ মরয় যুবতী॥ অন্য জনে অভিলাষী কদাপি না হয়। যে হয় তাহারে লোকে বারাঙ্গনা কয়॥ কিন্তু দেখ পুরুষ করিলে শত নারী। কুযশ না হয় তাহে অনুরাগ ভারী॥ কাজেং বাড়ে তাহে উৎসাহ যুবার। এক ছেড়ে আরে লয় আর ছেড়ে আর॥ দৃষ্টান্ত তাহার এক দেখ মধুকরে। পদ্মিনী তেজিয়া গুঞ্জে মধু পান করে॥ তেজি গুঞ্জে গুঞ্জে পুনঃ মালতীর পাশে। আরবার আর ফুলে ধেয়ে ধেয়ে আসে॥ কিন্তু সেই কমলিনী আদি পুষ্প চয়। অলি তেজি কখন কি অন্যে রতা হয়॥ আর দেখ মধু বৃন্দাবনে

বংশীধারী। হরিলেন বৃকভানু রাজার কুমারী॥ রাধা২ ভিন্ন মুখে নাহি ছিল গান। অন্য নারী পেয়ে শেষে তারে নাহি চান॥ জীবন যৌবন যেই কৈল সমর্পণ। শ্যাম কলঙ্কিনী নাম রাখে সর্ব্বজন॥ হরি পরিহরিবারে তবু কি পারিল। শত বর্ষ বিচ্ছেদান্তে জীবনে মরিল॥ সেই হরি ষোল শত অষ্ট নারী পেয়ে। এমন রাধার প্রেমে না দেখিল চেয়ে॥ অতএব বিচারিয়া দেখ মহাশয়। যুবক যুবতী মধ্যে কেবা দোষী হয়॥ শুনিয়া সখীর বাক্য সুরসিক রায়। মনে২ প্রশংসা করিল বহু তায়॥ বাহিরেতে তদুত্তর দিল তার মত। বিস্তার করিয়া তাহা কেবা কবে কত॥ প্রেগলভা বাক্য শুনি আর সখী গণে। পুলকিত হয়ে কহে যুবার সদনে॥ নারী সহ বিচারেতে হারি হৈল তব। লাজে মরি সহচরী মোরা কত কব॥ রায় কহে কামিনীকে কে না মানে হারি। পদে২ আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা ত্রিপুরারি॥ শক্তি রূপা যুবতীর শক্তিতে কে পারে। শক্তি ছেড়ে শিব মত্ত বিদিত সংসারে॥ অবলা বলায় সিদ্ধে বলবতী নারী। তার কাছে হারি ভিন্ন কিবা সাধ্য পারি॥ সখী কহে হারি যদি করিলে স্বীকার। কহ কিবা আমাদের দিবে পুরস্কার॥ রায় কহে এদে-

শের রীতি মন্দ নয়। কথায় বাড়িল কথা কাজে টেকতে হয়॥ বিচারে জিনিল যেবা এড়াইল সেই। পুরস্কার দিবে বুঝি হারিয়াছে যেই॥ নৃপ নন্দিনীর কোটি রহিল বজায়। দিতে হবে ইথে পারিতোষিক তাঁহায়॥ সেই সঙ্গে আমিও কিঞ্চিত পেতে পারি। যে হেতু সে সখী কৈল রাজার কুমারী॥ অন্য২ সখীগণে যদি ইহা পায়। মোরে কি মনোমোহিনী ঠেলিবেন পায়॥ তোমরা প্রবীণা সখী পাইয়াছ কত। আমি হই নব সখী পাব ভাল মত॥ প্রেমলতা কহিল নাগর গুণমনি। এবে ত তোমার বেশ না হয় রমণী॥ সাজিয়াছ সুন্দর পুরুষ পূর্ব্বমত। তবে কেন সখী সখী কহ অবিরত॥ বিশেষ মোহিনী রত্ন লইয়াছ হরি। আর কিবা ধন চাহ ছিছি লাজে মরি॥ নাগর কহিল আর চাহি তাঁর মন। বাসনা পূরায়ে সুখে করিতে যাপন॥ এইরূপ মুখেতে কহিল বহুতর। অন্তরে সন্তুষ্ট হৈল সখীর উপর॥ প্রকাশি মনের ভেদ সখীগণে বলে। তুষ্ট হৈনু তোমাদের কথার কৌশলে॥ কহিতে অযোগ্য কথা কিন্তু আমি কই। সকলের গুণ জ্ঞানে পরিচিত নই॥ উপযুক্ত গুণ বুঝে দিব পুরস্কার। সেই হেতু পরিচয় চাহি সবাকার॥

সখী কহে জিজ্ঞাসিলে তবু সুখী হই। বিশেষিয়া শুন তবে বিবরণ কই॥ শ্রীকালী কুমার কহে যুব-রাজ ভাই। পরিচয় দিলে যেন আমি কিছু পাই॥

অথ সখীগণের মনোহরের নিকট পরিচয়॥

পয়ার॥ যুবরাজে সম্বোধিয়া সখীগণে কয়। পরিচয় জিজ্ঞাসিলে শুন মহাশয়॥ একে একে সকলে কহিব বিবরণ। যে যেমন জন বুঝ তুমি বি-চক্ষণ॥ এত বলি কহিতে লাগিল চন্দ্রমালা। আমি মনোমোহিনীর গেঁথে দিই মালা॥ সে মালা পরিলে গলে হারে চন্দ্রমালা। সেই হেতু নাম মোর হৈল চন্দ্রমালা॥ চিত্রলেখা কহে মোর নাম চিত্রলেখা। কথা মোর জগতেতে করি চিত্র লেখা॥ বিচিত্র সে চিত্র চিত্রকরে মানে হারি। চিত্তদুঃখ দূরে যায় যে চিত্র নেহারি॥ হাসিং প্রেমলতা কহে তার পর। প্রেমলতা নাম মোর প্রেমেতে তৎপর॥ যে জন সন্ন্যাসী হয়ে ছেড়েছে আবাস। যদি দিই প্রেমশিক্ষা করে রাখি দাস॥ মালতী কহিল নাম মালতী আমার। বিনাইতে পারি ভাল মালতীর হার॥ অপরূপ সে হারের শোভা যে নেহারে। কুল মান মন প্রাণ আদি জেনে

হারে।। শুনিয়া সবার বাক্য সুলোচনা কয়। সুলো- চনা নাম মোর শুন মহাশয়।। সুলোচনে এক বার চাহি যার পানে। প্রেমিক যদ্যপি হয় পড়ে সেই বাণে।। কটাক্ষ তাহার আখ্যা কটাক্ষে প্রলয়। ত্রিভুবন যাহার সন্ধানে মত্ত হয়।। অনন্তর সখীসবে কহে হাসি হাসি। এই পঞ্চজন রাজনন্দিনীর দাসী।। নিকেতন সবার এ নগর ভিতর। নানাবিধ কর্ম্মে- তে নিপুণ নিরন্তর।। ভিন্ন ভিন্ন জাতি মোরা হই পরস্পর। ক্রমেং কহি তাহা শুন যুববর।। এই চন্দ্র- মালা ইনি মালাকর বধূ। অল্পকালে হারাইল নিজ প্রাণবঁধু।। ভরা পূরা যৌবন কে করে মধু পান। মধুকর উড়ে গেল বুকে হেনে বাণ।। সর্ব্বদা অসুখে যায় তেঁই সে ইঁহার। নতুবা এহেন জন খুঁজে মেলা ভার।। না আসে এমন কর্ম্ম না হেরি নয়নে। বিশে- ষত যোগ্য কণ্ঠমালার গ্রন্থনে।। চিত্রলেখা সখী গন্ধবণিকের বালা। পতির বিষয়ে এঁর পূর্ব্বমত জ্বালা।। যুবতী জনম কালা একে পরাধীন। পরের বদন হেরি কাটে চিরদিন।। তবু থাকে মনঃ সুখে ভেবে পূর্ব্বাপর। কাঁপর হেরয় যেই বিহীন সে পর।। চিত্ত দুঃখে চিত্রলেখা পুড়ে মরে তাই। চতুরা ইঁহার সম ধরাতলে নাই।। প্রেমলতা সখী এঁর

চিররোগী পতি। প্রেম শিক্ষা করি আর দ্বিগুণ দুর্গতি॥ নাগুরীর নাগরী ইঁহারে লোকে কয়। থেকে পতি রাখিয়া সম্মুখে দুঃখে রয়॥ সর্ব্ব কর্ম্মে সুনিপুণা মুখে মিষ্ট ভাষ। প্রেম ছলে প্রেমিকে করিতে পারে দাস॥ গোয়ালিনী জাতি নাম যাহার মালতী। যৌবনের উদ্দেশেতে নিরুদ্দেশ পতি॥ রূপে গুণে নিরুপমা দেখ বিদ্যমান। থেকে নাথ অনাথিনী রহে ম্রিয়মাণ॥ আর এই সুলোচনা হয় যার নাম। বিনা দোষে বাম হইতে পতি কৈল বাম॥ হাব ভাব ছল বল নানাবিধ আসে। চন্দ্র ধরি আনে ফাঁদ পাতিয়া আকাশে॥ আঁখির পলকে মজে কামের কামিনী। তন্ত্র মন্ত্র জানে বহু জাতি নাপিতিনী॥ পরিচয় কহিলাম যেই রূপ যিনি। কিন্তু মোরা সকলেই চির বিরহিণী॥ সেই হেতু এক ঠাঁই সবে ছিনু দাসী। ভালবাসে রাজবালা মোরা ভালবাসি॥ বুঝি বা হে যুবরাজ তুমি এথা আসি। দূরে যায় আমাদের ভালবাসা বাসি॥ যেহেতু হে তুমি হৈলে ভালবাসা তাঁর। তিনি পুনঃ সেইরূপ নিকটে তোমার॥ আর কি মনোমোহিনী সুধাবে এসবে। নিজ ভালবাসা লয়ে গলাগলি হবে॥ আমরা তাহাতে কিছু নহি খেদান্বিত।

বরঞ্চ অন্তরে আর হব পুলকিত।। তবে কিনা পূর্ব্ব-কার ভাব যাবে দূরে। অই খেদে কভু কভু মরিব হে ঝুরে।। ঠাঙ্গর কন্যার ছিল আইবড় জ্বালা। তোমা হেন পতি পেয়ে সুখী হৈল বালা।। অগ্রে ধনী আপনি ছিলেন বিরহিণী। তেঁই বিরহিণী ভাল-বাসিতেন তিনি।। এবে সে বিরহ জ্বালা বিধি কৈল দূর। সুখে রবে ঠাঙ্গরাণী লইয়া ঠাঙ্গর।। সেই সঙ্গে আমরা নিরখি সুখী হই। বলিতে কহিলে তাই এত ভেঙ্গে কই।। যাহয় সে হবে পরে এখন সবার। দেহ দেখি যুবা কিবা দেহ পুরস্কার।। রায় বলে দেহ পুরস্কার দিলে পরে। তোমাদের উপকার কেবা শোধ করে।। যতনে মোহিনী রত্ন মিলালে আমায়। সে গুণে রহিনু ঋণী থাকিতে একায়।। মন বুঝাইতে তবু কিবা দিব আর। এত বলি নানা রত্ন কৈল পুরস্কার।। কালী কহে যুবরাজ চক্ষুলজ্জা নাই। আমি এত বকে মরি নহে এক পাই।।

অথ মনোমোহিনীর সহিত মনোহরের বিলাস সূচনা।

পয়ার।। সখী সবে আনন্দিত হয়ে অনন্তর। আপ-নং কার্য্যে হইল তৎপর।। ফুলের ব্যজন করে লয়ে কোন জন। যুব যুবতীর অঙ্গে করয় ব্যজন।। আ-

তর গোলাপ চুয়া সুগন্ধি চন্দন। দোঁহাকার কলেবরে করে সমর্পণ॥ প্রফুল্ল ফুলের গুচ্ছ কেহ বা আনিল। ভুলাতে যুবার মন যুবতীকে দিল॥ কোন সখী অম্বুরী ভরিয়া কলিকায়। পেঁচাও কলেতে দিয়া আনন্দে যোগায়॥ নব মল্লিকার মালা লয়ে চন্দ্রমালা। নাগরীর গলে দিল সুশোভিল ভালা॥ নাগর হেরিয়া তাহা বলে ভাল ভাল। চন্দ্রমালা চন্দ্রমুখ করে দিল আল॥ কিন্তু এক কথা মনে হইল উদয়। বলিতে উচিত নহে না বলিলে নয়॥ সাজাইলে আপনার ঠাকুর কন্যায়। আমি ইথে বঞ্চিত হইনু একি ন্যায়॥ হেসে চলে প্রেমলতা মালতীকে কয়। এ আর কেমন কথা হাসি উপজয়॥ যে রতনে সযতনে সাজাইনু করে। সে রতন সম্প্রদান কৈনু যুববরে॥ তথাপি তাহার বাক্য শুন আরবার। যার ধনে সাজাইব তার মন ভার॥ সুলোচনা কহে ভাল কৈলে সহচরি। পুরুষের হেন কথা ছিছি লাজে মরি॥ যার লাগি চুরি করি সে কহিবে চোর। কব কি সরম খেয়ে হাসি পায় মোর॥ লাজে মুখ জড় সড় হইল যুবার। হেন বাক্য উপযুক্ত না ছিল আমার॥ বিনোদিনী ইথে পাছে করে অভিমান। মনে২ এইরূপ করে অন-

মান।। ভাব বুঝে নৃপবালা তেয়াগিয়া লাজে। হেসেহ কহিতে লাগিল যুবরাজে।। একি শুনি প্রাণ নাথ অপরূপ বাণী। মোর কণ্ঠে মালা দেখে জ্বলে তব প্রাণী।।তবে ত তোমার সঙ্গে প্রেম করা নয়। কি জানি কি দোষে কোন দিনে কিবা হয়।। অবলা সরলা ভাল মন্দ নাহি জানি। কে বুঝিবে কোন কর্ম্মে হবে তব হানি।। পড়িব কি বিষম ফাঁপা রে অবশেষ। এই বেলা ভাবিয়া করিলে কর্ম্ম বেশ।। অপ্রতিভ হইয়া রসিক যুবরায়। দোষ ঢেকে সমা- দরে কহে নায়িকায়।। ক্ষমাকর প্রিয়ে যদি থাকে অপরাধ। তোমার সুসাজে মোর বাড়ে আর সাধ।। তবে যেবলেছি হেন শুন তার মর্ম্ম। বিচারি- য়া রোষ কর। উপযুক্ত কর্ম্ম।। মোর বাক্য শুনে তব হবে অভিমান। অই কণ্ঠমালা তাহে মোরে দিবে দান।। তব কণ্ঠমালা কণ্ঠে পরিব যতনে। তেঁই হেন কহিয়াছি খঞ্জননয়নে।। সকলে সন্তুষ্ট হৈল শুনি- য়া বচন। আনন্দে মগন যুব যুবতীর মন।। একে ত বসন্ত তাহে ফুলের আঘ্রাণ। চঞ্চল হইল তাহে উভয়ের প্রাণ।। সখীগণে নৃপবালা কহিল ইঙ্গি- তে। সবে মেলি গীতবাদ্য আরম্ভ করিতে।। আজ্ঞা পেয়ে হরিষে মগন সখীগণ। নানা যন্ত্র মিলাইয়া

বাজে ততক্ষণ।। তানপূরা বান্ধিল পঞ্চম সুর ভরে। যার সুর শুনে মুগ্ধ হয় সুর নরে।। সেতারে ঝঙ্কার দেয় কেহ সঙ্গে তার। বাহ্না সুরে বীণা যন্ত্র করেতে কাহার।। তাল মান মৃদঙ্গেতে রাখে বার বার। বসন্ত তাহাতে গায় বসন্ত বাহার।। আলাপ করিয়া আসে উপরের তান। যে তান শুনিলে নাহি রহে জ্ঞলমান।। যন্ত্রে২ তার সহ মিলিছে সুরবে। সে রব শুনিলে কর্ণে কেবা স্থির রবে।। বিয়োগির বিষম যন্ত্রণা বাড়ে তায়। ভুলায় মুনির মন অন্য কে কোথায়।। তাল মান রাগের সহিত শুনি গান। নাগর নাগরী দোঁহে করে আনচান।। যুবতীর করে ধরি যুবরাজ কয়। মদন বেদন ধনি প্রাণে নাহি সয়।। মোহিনী তাহাতে নাহি উত্তর করিল। সম্মতির লক্ষণাদি মৌনেতে বুঝিল।। সাধিবারে কাম যাগ ব্যস্ত যুবরায়। ভাব দেখে যন্ত্র রেখে সখীরা পলায়।। শ্রীকালীজয়ার কহে মনোহর ভাই। কিছু কালব্যাজ কর আমি ও পলাই।।

অথ মনোমোহিনীর সহিত মনোহরের সম্মেলন।। ভুজঙ্গ প্রয়াত।।

অনঙ্গে তরঙ্গে যুবা ভাসে রঙ্গে। সুখোন্মত্ত চিত্তে যুবতীর সঙ্গে।। বিবস্ত্র করে যত্নে পত্নীর অঙ্গে।

কর দ্বয় ধরে রমণী আতঙ্কে।। উলঙ্গে নবোঢ়া সর-মেতে ঘামে। থর থর্ থর থর্ কাঁপে অঙ্গ কামে।। মুখে বাক্য কৈতে বাধে লাজ ভারে। কত কৈল মানা আকারে প্রকারে।। নিতান্ত অবাধ্য দেখে স্বীয় নাথে। একান্তে সে কান্তে কহে ভক্তি সাথে।। হে বিজ্ঞ প্রেমজ্ঞ প্রিয় প্রাণ ভর্ত্তা। এ ভার্য্যের কার্য্যে তুমি নাথ কর্ত্তা।। অসহ্য অধৈর্য্য কেন হেন হৈলে। কি লভ্য অভব্য কাজে বল কৈলে।। হে কান্ত হে শান্ত কর মোরে রক্ষে। অযোগ্য করা জোর নারীর পক্ষে।। সে বাক্যে উপেক্ষা করে রম-ণীর। সুরঙ্গ প্রসঙ্গে কহিতেছে ধীর।। কি জন্য হে ধন্য ধরেশ কুমারি। ভয়ার্ত্ত ও চিত্ত হতেছে তো-মারি।। এ কর্ম্মের মর্ম্ম নবোঢ়া না জানে। ইথে জোর ভিন্ন সুখ নাহি মানে।। অনন্তে নিজাঙ্কে নিল মোহিনীরে। প্রমত্ত অবগাহনে প্রেমনীরে।। সুযোগ্য রসজ্ঞ নিজাস্যে সহাস্যে। চচুক্কত চুম্বে যুবতীর আস্যে।। কুচ শম্ভু শীর্ষে ধরে পদ্ম হস্তে। ধনী কম্পে অঙ্গে করে ধরে ত্রস্তে।। বিনয়ে স্বকান্তে কহিছে সুধীরে। নখাঘাতে বক্ষ জ্বলিছে রুধিরে।। করুণা করনা ধরনা হে জোরে। একার্য্যে কি কার্য্য কর রক্ষা মোরে।। নিতান্ত অশান্ত হয়ে থাক কান্ত।

প্রফুল্ল মুখপদ্মে কর চিত্ত শান্ত ॥ একেত অকৃষ্ণ রূপ
হীনা আমি। নহে বিন্দু মাত্র সুখ পাবে স্বামি ॥ হে
পূজ্য সধৈর্য্য এত হে কি জন্য। এ নারী তোমারি
বিনা নহে অন্য ॥ নহে অন্য রক্ত হবে আর কারে।
হে নাথ হে বন্ধো প্রণামি তোমারে ॥ শুনে বাক্য
ভার্য্যে কহে রায় রঙ্গে। নিদারুণ কেন লো অনঙ্গে এ
অঙ্গে ॥ জর জর্ কলেবর্ কেন দেখ রঙ্গ। ঝর ঝর্
বহে মাঝে অঙ্গ ॥ মধ্যে ও আস্য সুধা
দেহ মোরে। এ চিত্তচকোর বিনা যাহা ঝোরে ॥
প্রেমাঙ্কে রাখ লো যতনে। অমৃত ছাড়লো কুরঙ্গ-
নয়নে ॥ তদন্তে তরুণী হৃদয়ে করিল। প্রমত্ত মাত-
ঙ্গ নলিনী ধরিল ॥ রসজ্ঞ সরঙ্গে সাধে নিজ কাজে।
সবাঙ্গী কৃশাঙ্গী জড়সড় লাজে ॥ নিতম্বে নিতম্ব
বিনা অবলম্বে। অনঙ্গ প্রভাবে পড়ে অবিলম্বে ॥
আঘাতে অলঙ্কার ঝঙ্কার বাজে। রুণু ঝুন্ রুণু ঝুন্
রুণু ঝুন বাজে ॥ করে স্তন মর্দ্দন নিন্দি দাড়িম্বে।
ঘনে ঘন চুম্বন অধর বিম্বে ॥ ক্রমে সুখসিন্ধু সলিলে
থলায়। আলস্যে অবশ্য দোঁহাকার কায় ॥ স্বকা-
র্য্য শেষান্তে উঠে বৈসে রায়। বহে শ্বাস দীর্ঘ পরি-
শ্রম দায় ॥ সলজ্জিতা নাগরী নাগর হাসে। পরে

উঠিয়া ধনী পিন্ধন বাসে॥ কহে দ্বিজ কালী যুব যুবতীরে। বিলম্বে কি কার্য্য দোঁহে যাহ নীরে॥

অথ মনোহরের প্রতি মনোমোহিনীর মান॥

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী॥ রতিরঙ্গ সুখে হৈল সায়, উঠিয়া রসিকা রসরায়। বসিল পালঙ্কোপরে, জিনিরতি পঞ্চশরে, চন্দ্রা আসি চামর ঢুলায়॥ চিত্রলেখা যোগাইল জল, সুশীতল স্বরূপে কজ্জল। হাত মুখ প্রক্ষালন, কৈল তাহে দুই জন, অন্তরের নিবিল অনল॥ প্রেমলতা সহচরী তায়, খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায়। ক্ষীর চিনি নারিকেল, মিচ্ছরি মাথন বেল, আদিকরি দোঁহে সুখে খায়॥ কনক গেলাস ভরা জল, কর্পূর বাসিত সুবিমল। মালতী আনিয়া পরে, দিল দোঁহাকার করে, পান করে হয়ে কুতূহল॥ কর্পূর কাইফি আদি পানে, ছোট ছোট বিড়া বেঁধে আনে। সুলোচনা সহচরী, মৃদু২ হাস্য করি, রাখে উভয়ের বিদ্যমানে॥ হেরিয়া রসিক রায় তার, আপনি কিঞ্চিত খায় আর। যুবতীর বিম্বাধরে, স্বকরে যতনে ধরে, প্রেমে পূর্ণ হয়ে বার বার॥ কলিকা সুরঙ্গ করা করা, অম্বুরী আছিল ভরা ভরা। সটকা পেঁচাও কলে, দোলে ফুল মুখনলে, সখী আনি যোগাইল ত্বরা॥ চন্দন

গোলাব চুয়াতর, দিয়া দোঁহে করি দিল তর। যুব-রাজ সহ জায়া, পুলকে পূর্ণিত কায়া, হাস্য ভাষে কহে বহুতর ॥ ভাব হেরে সখীগণে কয়, ভাল হে নবীন রসময়। হৃদয়ে রমণী পেয়ে, দেখ বা না দেখ চেয়ে, দুটো কথা শিখাইতে হয় ॥ তরণী সমান হয় নারী, যুব তাহে যেমন কাণ্ডারী। সুবাতাসে দিবে পালি, বুঝিয়া ধরিবে হালি, সে তরি তরিবে ভবে বারি ॥ তোমাদের হেরি দোঁহাকারে, পড়িয়াছ যৌবন পাথারে। নবীন কাণ্ডারী তায়, ভমিছে রসিক রায়, দেখ এক নাহি কর আরে ॥ প্রেমপথে আবর্ত্ত অনেক, সাবধান খুব রেখ ঠেক। অনায়াসে যদি পার, পাড়ি জমাইতে পার, সুখরাজ্যে হবে অভিষেক ॥ বিস্তর তুফান পথে তায়, জোর বেগে সদা বহে বায়। যদি কর হেকাজোরী, ছিঁড়িবে প্রণয় ডোরী, শেষেতে করিবে হায় হায় ॥ শুনিয়া যুবক হেসে কয়, কহিলে যথার্থ সমুদয়। কাণ্ডারী নবীন হলে, তরী কি ডুবায় জলে, যদি ডুবে সকলেতে নয় ॥ শুন তবে বিশেষিয়া কই, আমি তাহে অনভিজ্ঞ নই। তরঙ্গে পড়িলে তরি, ঝিঁকে দিয়ে পার করি, না ডরি উজান বেগে বই ॥ নাগরের শুনিয়া কৌশল, নাগরী ভাবেতে ঢল ঢল। কান্ত

করি সখীগণে, কহে ধনী ততক্ষণে, কি কহিলে প্রাণের সম্বল॥ বিনা মূলে ও যুগল পায়, কিণিয়া রাখিলে প্রাণ কায়। আমি তব কেণা দাসী, এই ভালবাসা বাসি, চিরদিন রেখ রসরায়॥ তুমি হে প্রেমিক গুণবান্, দেখে দেহ তরী কৈনু দান। কথা- য় কহিলে যত, শেষ যেন থাকে তত, হত নাহি কর এত মান॥ রায় বলে কেন পুনর্ব্বার, বিপরীত ভাব ইথে আর। থাকিতে দেহে জীবন, অন্যমত কদাচন, নাহইবে কথার আমার॥ তুমি মাত্র মনে রেখ দাসে, অনুগত আছি তব পাশে। অবলার কত ভাব, না ভাবিও ভিন্নভাব, শেষে যেন শত্রু নাহি হাসে॥ এইরূপ কথায়২, রজনীর অর্দ্ধভাগ যায়। নিদ্রায় অবশ কায়া, কোলেতে লইয়া জায়া, যুবরাজ শেষার্দ্ধ পোহায়॥ নিশানাথ অস্তাচলে চলে, পিক গণে কুহু২ বলে। উঠিল নাগর রায়, নাগরী নুনিদ্রা যায়, হেরিয়া অনঙ্গে অঙ্গ টলে॥ আরম্ভিল পুনঃ কাম যাগ, বাড়িল সুখের অনুরাগ। পূর্ব্বমত প্রাণ পণে, চুম্বনাদি আলিঙ্গনে, সাঙ্গ কৈল রতি রঙ্গ রাগ॥ উঠিল রসিক চূড়ামণি, সলজ্জিতা রমণী অমনি। আসিয়া বাহিরে দ্বারে, গগণে দেখিবারে, উদয় হয়েছে দিনমণি॥ লাজ আর দ্বিগুণ

বাড়িল, আস্তে ব্যস্তে গৃহে প্রবেশিল। সম্মুখেতে যুবরায়, দরশন করি তায়, অভিমানে মান উপজিল॥ নিদ্রায় বিভোর ঘোরে পেয়ে, না দেখিল ধর্ম্ম পানে চেয়ে। প্রভাতে একর্ম্ম করা, ঘৃণায় পূরিল ধরা, কেমনে করিল লাজ খেয়ে॥ আলু থালু হেরি অবলায়, দয়া মায়া না হইল কায়। পুরুষ নির্লজ্জ বড়, অকর্ম্মে দ্বিগুন দড়, ভাবিতে হৃদয়ে হাসি পায়॥ এত বলি নীলাম্বর লয়ে, বদন ঢাকিল হেট হয়ে। চঞ্চল নাগর রায়, সাধিতে নিকটে যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন দিল কয়ে॥

অথ মনোমোহিনীর মান ভঞ্জন॥

পঞ্চদশাক্ষরিক পয়ার॥

মনোমোহিনীর মন মানে ভরে জাগিল। নাগর নিকটে আসি সাধিবারে লাগিল॥ বিনোদি বদন বিধু ঢাকাইয়া বসনা। বিচ্ছেদ বিষম বিষে প্রাণ প্রাণে পশনা॥ অপরাধ করে থাকি ক্ষমা কর ললনা। ছল ধরে ছেলে প্রায় কেন কর ছলনা॥ বিরস বদন তব দেখিতে না পারি লো। মনে হয় মনে মনে মরিতে লো॥ মান দণ্ডে দণ্ডিবারে সেজনা লো সেজনা। দোষী বলে নিজ দাসে তেজনা লো তেজনা॥ অনুগত জন থাকে অনুযোগ ভজে লো।

মন্দ হলে লোকে দুটা মন্দ কথা বলে লো ॥ মুখ তুলে মানিনি নস্তব। তাই বলরে। অবশ্য নিবিবে অগ্নি তপ্ত হলে জ্বলরে॥ আমা হৈতে প্রিয়ে যদি প্রিয় হয় মান লো। মোরে অপমান করে বাড়াও সে মান লো॥ আমাকে দণ্ডিতে যদি সঁপিয়াছ দেহ লো। কুচগিরি বুকে মোর চাপাইয়া দেহ লো॥ আঁটিয়া বন্ধন কর কর যুগ পাশেতে। টেনে এনে ফেলে রাখ আপনার পাশেতে॥ তাহাতে যদ্যপি প্রিয়ে নাহি যায় রাগ লো। দন্তে কেটে ওষ্ঠে মোর করে দেহ দাগ লো॥ ক্ষান্ত হও নহে ধনি কান্তে আর ছলনা। প্রণয় পতন পথে চলনারে চলনা॥ অম্বরে সম্বর কেন মুখচন্দ্র বলনা। কহ দুটা কথা শুনি সুধা মাথা কলনা॥ আশ্রিতে করিলে দোষ মহতে তা ধরে না। জাননা কি শশাঙ্ক কলঙ্ক ত্যাগ করে না॥ ভুজঙ্গে বেষ্টিত থাকে ধরাধর গণ লো। বিষে জর জর তনু যাহে অনুক্ষণ লো॥ কোন গিরি তাই বলে ফণী তেজিয়াছে লো। দাসের অনেক দোষ থাকে প্রভু কাছে লো॥ তেঁই বলি প্রাণাধিকে মোর দোষ ধরনা। বঁধুয়ারে এত মান করনারে করনা॥ দেখে তব রাগরঙ্গ পশু পক্ষি গণে লো। অই শুন মোর হয়ে পরমাদ গণে

লো॥ এক পাখী কেবল করিছে কলো কলো রে। ছলে তোঁহে কহে কথা ক লো ক লো ক লো রে॥ ভাব দেখে তোমার সকলে প্রাণে মল রে। দেশের কি হল বলে দেশের কি হল রে॥ না দেখিতে পারে পাখী বঁধু দূরে ফেল রে। চক্ গেল চক্ গেল বলে চক্ গেল রে॥ শুন২ শুক শারী করে কিলো২ রে। ছলেতে সুধায় তোঁহে বলে কি লো কি লো রে॥ বউকথা কও বলে বউ কথা কও রে। প্রেয়সি নিতান্ত তুমি অবোধ ত নওরে॥ মোর হয়ে পাখী হয়ে করে উপরোধ লো। তবু কি মনোমোহিনি রবে তব ক্রোধ লো॥ অই শুন শিখিগণে করে কেও২ রে। ছলে বলে পতি প্রতি মান করে কে ও রে॥ চাতক কহিছে অই জলদে২ রে। বঁধু পুড়ে মরে ছি ছি জল দে জল দে রে॥ অতএব মান রাখ আর মান রেখনা। অমৃত থাকিতে কাছে গরল রে দেখনা॥ সাধে২ সুখ সাধে বিষাদ পাড়িওনা। ছার বাক্যে ছল করে বঁধুকে ছাড়িওনা॥ আর তব অধোমুখ প্রাণে মোর সয়না। পতি প্রতি এত রোষ সতীর ত হয়না॥ এইমত নাগর করিল কত ছলনা। মনেং মনোমধ্যে গলে গেল ললনা॥ বাহিরে লজ্জায় বাধে ফুটে কথা কয়না। অন্তরেতে কিন্তু

আর কাল ব্যাজ সয়না ।। পুনরায় কহে রায় প্রাণ বুঝি যায় লো । প্রাণ প্রিয়ে প্রিয়জনে কর না ব-জ্জায় লো ।। অবশেষে ধরি পায় রহে রায় কাত-রে । নাগরী তেজিয়া মান ধরে কর স্বকরে ।। মনেং কহে ধনী কর ইহা কায় রে । এ ছার মানের লাগি বঁধু ধরে পায় রে ।। মরিং হরিং হায়৩রে । নাহি জানি নাথ কত গণিয়াছে দায় রে ।। পতি সম্বো-ধিয়া সতী এত মনে করিয়া । কহিছে বিনয় বাক্যে করে কর ধরিয়া ।। লাজে মরি প্রাণ নাথ দেখে হাসি পায় হে ।। কি দায়েতে ধরিয়াছ অবিনীর পায় হে ।। বিনা মূলে পদমূলে বিকায় যে কায় হে । তাহার উপরে এত একি শোভা পায় হে ।। এত বলি নাগরে লইল নিজ হৃদয়ে । পলায় বিচ্ছেদ তম সুখ শশী উদয়ে ।। শ্রীকালীকুমার কহে সবে ইহা জানে না । বিচ্ছেদ বিহীন প্রেমে সুখ মাত্র মানে না ।।

অথ শশিমুখীর বিরহ ।।

দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ ।। নিত্য২ নানারঙ্গে, যুবক মো-হিনী সঙ্গে, এই রূপে রহে নারী বেশে । এথা শুন সমাচার, গৌরীকান্ত তনয়ার, যে যন্ত্রণা হইয়াছে দেশে ।। যে দিবস যুবরায়, অরণ্য ভ্রমণে যায়,

কাঞ্চন নগর পরিহরি। অস্তে গেল দিনকর, নাগর না আসে ঘর, সবে রহে পথ দৃষ্টি করি ॥ শেষে গৌরীকান্ত রায়, না হেরিয়া যামাতায়, চিন্তায় ব্যাকুল হৈল কায়। আজ্ঞাদিল সেই ক্ষণে, যুবকের অন্বেষণে, অগণন লোক জন ধায় ॥ গ্রাম ঘর হাট বাট, নদ নদী বন ঘাট, না পায় সন্ধান কোনখানে। ফিরিয়া আসিয়া সবে, ভূপেরে জানায় তবে, শুনি রায় ভালে কর হানে ॥ খেদ করি নরপতি, কহিছে সবার প্রতি, একি জ্বালা হইল আমার। অতি সোহাগের নিধি, এক কন্যা দিল বিধি, তার ধনে বিঘ্ন পুনর্ব্বার ॥ তনয়া যেমন মম, যামাতা তাহার সম, মনোমত ঘটিল সকল। হয়ে ছিল বড় সুখ, প্রজাপতি পরাঙমুখ, অহঙ্কার গেল রসাতল ॥ নিতান্ত বালক তায়, মনোহর যুবরায়, যদ্যপি যাইয়া থাকে বনে। আছে বনচর গণ, নাহি জানি এত ক্ষণ, নিধন বা করিল জীবনে ॥ এইরূপ নানা মত, আক্ষেপ করিল কত, তাপিত হইয়া নিজান্তরে। লোকে করে কাণাকাণি, অন্তঃপুরে জানাজানি, হৈল বার্ত্তা সবার গোচরে ॥ ভেবে সবে শবাকার, রাণী করে হাহাকার, শুনি শশী পড়িল ধরায়। মনে পরমাদ গণে, ধরি তোলে সখীগণে,

কত মত বুঝাইয়া তায় ।। প্রবোধ না মানে মন, না শুনে কার বচন, হায়২ মুখে মাত্র রব। খেদে মুগ্ধ হয়ে রয়, রজনী প্রভাতা হয়, নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে লোক সব ।। প্রাতে গৌরীকান্ত রায়, সভায় আসি ত্বরায়, আজ্ঞা দিল ডাকি দূতগণে। অরুণপুরেতে গিয়া, মনোহরে অন্বেষিয়া, সুসম্বাদ আন শুভ-ক্ষণে ।। ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, দূতগণ চলে ধেয়ে, গুণধাম রাজ্যে প্রবেশিল। রাজার নিকটে গিয়া, সমাচার নিবেদিয়া, কর যোড়ে দূত দাঁড়াইল ।। যুবক নাহিক তথা, শুনিয়া দূতের কথা, হাহাকার করে মহীপাল। সন্ধানে করিতে পরে, আজ্ঞা দিল অনুচরে, শুনে চর ধায় ঠুকে তাল ।। না পেয়ে স-ন্ধান তত্র, কোথা গেল রাজ পুত্র, ভূপে দিল সমা-চার আসি। মনোহর নিরুদ্দেশ, দুঃখেতে পূরিল দেশ, ব্যাকুল হইল পুরবাসী ।। রাণী কাঁদে উভরায়, ধরণী লোটায় কায়, কোথা বাছা মনোহর বলে। এথা না পেয়ে সন্ধান, গৌরীকান্ত সন্নিধান, গিয়া দূত জানায় সকলে ।। যামাতার অন্বেষণ, না পাইল চরগণ, বহু খেদ কৈল নরপতি। কাঞ্চন নগর ময়, সকলে দুঃখিত রয়, অরুণপুরের সেই গতি ।। দিন কত গেলে পরে, সকলেই ধৈর্য্য ধরে, মাতা

আর পত্নী দুই বিনা। করিল বিস্তর খেদ, দিয়া নানা পরিচ্ছেদ, ভাবকে বুঝিবে সত্য কিনা॥ বিশেষ কহিব কত, বিলাপ করিল যত, গৌরীকান্ত নরপতি সুতা। সদা করে হাহুতাশ, ছাড়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস; অন্তরে হইয়া দুঃখযুতা॥ ক্রমে যত দিন যায়, ধনী করে হায় হায়, চক্ষে বারি বহে অনিবার। কোথা রৈলে প্রাণ নাথ, দাসীকে করহে সাথ, জীবন জুড়াই একবার॥ ভাবিয়া বিশীর্ণ হাল, এ দিগে বসন্ত কাল, আগত হইল কাল প্রায়। কুহু২ করে পিক, ধনী শূন্য হেরে দিক, শিহরিয়া উঠে প্রাণ কায়॥ অলি করে গুণ গুণ, শ্রবণে জ্বলে আগুন, অঙ্গ নাশে মলয় পবন। ক্ষণেক চেতন পায়, ক্ষণেং মোহ যায়, ক্ষণে স্থির ক্ষণেক ক্রন্দন॥ সখীগণে দৃষ্ট করি, কহে বালা মরি মরি, বন্ধুয়ার বিনা দরশনে। মুখে নাহি সরে বাক, অই শুন চক্র বাক, বজ্র সম ডাকিতেছে বনে॥ নৃত্য করে শিখি কুল, দেখে হয় প্রাণাকুল, কোথা নাথ গেলে এ সময়। না হেরে সে চন্দ্রমুখ, ঘুচিয়াছে সব সুখ, দুঃখ আমি দেখ রসময়॥ তব প্রিয়া হয়ে প্রাণ, বুঝি আজি যায় প্রাণ, বসন্তের উপদ্রবে মোর। শ্রীকালীজনার গায়, মদনের ধর পায়, নতুবা জীবন হবে ভোর॥

পয়ার পদান্ত যমক ছন্দ ।। সখী বলি ডাকি শশী বলে একি দায় গো। মন কেন গুমরিয়া উঠিছে সদায় গো।। বিরহ বিষম বিষে প্রাণ মম যায় গো। জাতি কুল দুরন্ত বসন্ত বা মজায় গো।। আগেং জানিতাম মিত্র ভাবে যায় গো। সে এখন শত্রু ভাবে না রাখে বজায় গো।। ফুক্ষরে কহিতে সখি না পারি লজ্জায় গো। শাল সম ধরে গুণ ধরিলে মজ্জায় গো।। বলিতে বেদনা যত না জনায় জায় গো। প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ বল যায় গো।। কলেবর সুশীতল জলে জ্বলে যায় গো। আঁখি জলে দুঃখতরু ক্রমশঃ গজায় গো।। বিপরীত ফলে তায় সৌরভে মজায় গো। আসে পাসে আশাপার্থী লোভে আসে যায় গো।। অলি আসি সেই সঙ্গে কুন্দল ভেজায় গো। গুণ২ করে বলে কি জায় বেজায় গো।। না পাইয়া ফল মন্দ মন্ত্রণা ভজায় গো। আশা ফল ভোগে নাই তবু খেতে যায় গো।। পিক তায় কুহু স্বরে আগুন লাগায় গো। স্নিগ্ধ হৈতে চন্দন লেপিলে জ্বলে গায় গো।। আমার দুঃখের কথা কব আর কায় গো। বসন ভূষণে করে দগ্ধ মোর কায় গো।। হিমকরে হিম করে মোরে একি দায় গো। আমারে সকলে কেন

পোড়ায় সদায় গো॥ এই সব অনঙ্গ মনানলে নি-
শায় গো। হুহু করে জ্বলে জ্বলে করিলেক সায়
গো॥ নিবাতে অনল প্রাণ অবিরত চায় গো।
সকলে বিপক্ষ মোর পক্ষে কেবা চায় গো॥ এক
শত্রু আরে আর ইঙ্গিতে নাচায় গো। তা নহিলে
নাথ কেন আমারে না চায় গো॥ পরবাস পর
বাসে ভাল লাগে তায় গো। হায় বিধি তারে নাহি
দিল মমতায় গো॥ একে পুড়ে মরি অই অগ্নির
জ্বালায় গো। পাবকে পবন মন্দ দ্বিগুণ জ্বালায়
গো॥ নয়নের জল নেচে দিয়ে দিয়ে তায় গো।
ভেবেছিনু নিবে যাবে সোঁতায় সোঁতায় গো॥
এই হেল শেষে জল সকলি শুকায় গো। বিন্দুমাত্র
নাহি আর জুড়াইতে কায় গো॥ পিপাসায় প্রাণ
যায় হয়ে নিরুপায় গো। যত শত্রু এই কালে
লাগে পায় পায় গো॥ নিবাইতে তৃষ্ণা প্রাণ চলে
যেতে চায় গো। সমন গমন হয়ে নাহি তায় চায়
গো॥ কাল প্রাপ্ত না হইলে কালে নাহি পায় গো।
ওগো সখি এ জ্বালার কি করি উপায় গো॥ মন
পুনঃ মাঝে মাঝে কুকর্ম্ম যজায় গো। প্রাণ গেলে
প্রাণ বাঁচে নৈলে প্রাণ যায় গো॥ অই শুন খগ
খগী ডাকে কিল কিল গো। কুহুঃ মুহু মুহুঃ করি-

ছে কোকিল গো ॥ শ্রবণে সংযোগি গণে হাসে খিল খিল গো। সহচরি মোর কেন অঙ্গে লাগে খিল গো ॥ কেও২ রবে পুনঃ ডাকিছে কে কায় গো। আমি জ্ঞান শূন্য ভাবি ডাকিছে কে কায় গো ॥ শারি২ শুক শারী সুখে রাগ গায় গো। আমার শ্রবণে যেন আগুন লাগায় গো ॥ কাণে হাত দিয়ে প্রাণ কিছু কাল জীল গো। পুনঃ কিল২ ডাকে পুনঃ উপজিল গো ॥ বুঝিতে না পারি কিছু বিধি কৈল নারী গো। এ যন্ত্রণা কিন্তু আর সহিবারে নারি গো ॥ বিচ্ছেদ বেদনা বল কত বিবরই গো। মনে২ মর- মেতে মরে মরে রই গো ॥ মড়ার উপরে খাঁড়া মারে পুনঃ মারে গো। একি জ্বালা প্রাণ সখি ঘটিল আমারে গো ॥ কালী কহে এ কেবল তোমার ভ নয় গো। ত্রিলোক তাপিত করে কৃষ্ণের তনয় গো ॥

অথ শশিমুখীর স্বামির অন্বেষণের পরামর্শ।

পয়ার ॥ এইরূপ শশিমুখী রহে যন্ত্রণায়। না আইল দেশে পুনঃ মনোহর রায় ॥ সখীগণে ধনীকে বুঝায় অবিরত। ক্ষান্ত হও কান্ত তব হইল আগত ॥ নাগরের আসার আশায় করে ভর। ক্রমে২ ছয় ঋতু হইল অন্তর ॥ আর কি প্রবোধ বাক্যে তৃপ্ত হয় মন। স্বামির সন্ধানে সতী সাজিল তখন ॥ যতেক

সঙ্গিনী গণে ডাকিয়া সুন্দরী। একে২ জিজ্ঞাসিল উপায় কি করি ॥ কোথা রৈল প্রাণপতি ভুলিয়া আমায়। বিরহে না রহে প্রাণ বুঝি যায় যায় ॥ পতি সে পুরুষ জাতি নিষ্ঠুরের শেষ। তার লাগি দুঃখভাগী অভাগীর ক্লেশ ॥ তাহার মনেতে আমি নহি এক বার। মোর মন কেন তারে চাহে অনি-বার ॥ মনে করি সখি তারে না করিব মনে। ভুলি-য়া ভুলিতে নাহি পারি প্রাণপণে ॥ কি হল আমা-রে সখি বল দেখি তোরা। সদা মনে পড়ে কেন সেই মনোচোরা ॥ মন যে হয়েছে মোর কি বুঝি-বে অন্যে। কিছুতে না মনোযোগ মনোহর জন্যে ॥ মন ভাঙ্গা জন প্রায় করে হই হই। হেন জন কই যে মনের কথা কই ॥ মনোহরি মনোহর রহে মনঃসুখে। মন্দিরে বসিয়া মন কাঁদে মোর দুঃখে ॥ এ দুর্গতি কে নাশিবে কোথা সেই জন। হাঁগো সখি পাব না কি বঁধু দরশন ॥ সখী বলে ধৈর্য্য ধর ওগো রাজবালা। তোমা হেন কত জন সহে কত জ্বালা ॥ নিতান্ত অবোধ নও শান্ত কর মন। কান্ত তব অবশ্য আসিবে নিকেতন ॥ পুরুষ ভ্রমর জাতি ফেরে ঠাঁই২। কোন নারী ধৈরজ না ধরে বল তাই ॥ এই রূপ সর্ব্বকাল সর্ব্ব দেশে আছে। জুড়ায় সকল

জ্বালা বন্ধু এলে কাছে॥ ছিছি ধনি প্রবীণা তো-
মারে মোরা কই। বুঝে দেখ দেখি নাথ কার
তোমা বই॥ তবে যদি বল কেন নাচাহে এ দিকে।
বিলম্ব হয়েছে কোন কর্ম্মের গতিকে॥ এইরূপ
সখীগণে বুঝাইল তায়। না শুনিয়া শশিমুখী
করে হায় হায়॥ অনন্তর কহে ধনী সবাকার
স্থানে। যাব আমি সঙ্গোপনে পতির সন্ধানে॥
যদ্যপি সুহৃদ্ মোর তোমা সবে হও। সকলে মে-
লিয়া মোর পরামর্শ লও॥ পুরুষের বেশ মোরে
সাজাইয়া দেহ। যাইব স্বচ্ছন্দে চলি না জানিবে
কেহ॥ যাবত্ না আসি আমি নিকেতনে ফিরে।
এ কথা প্রচার নাহি করিবে বাহিরে॥ পীড়া হই-
য়াছে মোর বলি রটাইবে। দেখিতে আইলে কেহ
দেখিতে না দিবে॥ যদি তাহে কোন জন জিজ্ঞা-
সে কারণ। কহিবে ধনীর ইথে আছয় বারণ॥
গেলে যোগ হৈলে পরে পীড়া বৃদ্ধি পায়। নির্জ্জ-
নে থাকেন ভাল নিরখি সদায়॥ এইরূপ বলে
কয়ে বুঝাবে সকলে। কাজে২ ভেবে চিন্তে সবে
যাবে চলে॥ আমি এথা পতি অন্বেষিয়া দেশ
দেশ। ফিরে আসি যাহয় করিব অবশেষ॥ শুনি
যুক্তি সখীগণে উঠিল শিহরি। একি কথা ছেলে

প্রায় ভেবে প্রাণে মরি ।। কিজানি একর্ম্ম যদি ছাপা নাহি রয় । একপাড় মোরা তবে হইব নিশ্চয় ।। দুরন্ত কৃতান্ত সম ধনি তব বাপ । কে দিবে পাবকে হাত কে ধরিবে সাপ ।। শশী কহে কেন হেন করিছ সং-শয় । যে যুক্তি করিনু তাহে নাহি কোন ভয় ।। শুনি সখীগণে মনে ভাবে পুনরায় । কেহ ভাল কেহ মন্দ কেহ দিল সায় ।। অবশেষে একরায় হইল সবার । সাজাতে পুরুষ বেশ ছাড়ি নায়িকার ।। রতি মতি নামে দুই পুরাতন দাসী । হেনকালে পরামর্শ শুনি-লেক আসি ।। হেরিয়া সকলে দোঁহে জড় সড় হয় । রতি মতি কহে ইথে কেন কর ভয় ।। সত্য যদি যান ধনী পতির উদ্দেশে । মোরা দুই দাসী সঙ্গে যাব দেশে২ ।। ক্ষতি কি ইহাতে দেখা পাইলে যুবার । দেশ যুড়ে নাম যশ হইবে প্রচার ।। একাকিনী কা-মিনীর যাওয়া যুক্তি নয় । সেই হেতু সঙ্গে মোরা যা-ইব উভয় ।। শুনিয়া সঙ্গিনীগণে সবে দিল সায় । রাজ নন্দিনীর হৈল পুলকিত কায় ।। তার পরে বে-শ ভূষা আনিয়া ত্বরায় । যুবতিকে যুবক সাজাতে কাছে যায় ।। কাঞ্চন কলশা সাটী ছাড়াইয়া নিল । সাদা ধুতি কোঁচাইয়া পরাইয়া দিল ।। নারীর ভূষণ অঙ্গে আছিল যতেক । খুলিয়া লইল সব করি একে২ ।।

সবে মাত্র কাঁচলি রহিল পয়োধরে। সে এক নূতন শোভা সবে দৃষ্টি করে॥ তদুপরি জামা যোড়া দিল তার পর। চাপকাণে উচ্চ নীচু ঢাকিল সুন্দর॥ হইল পুরুষ দিব্য নব্য দেখিবারে। না দিলে হৃদয়ে হাত কে চিনিতে পারে॥ আনিয়া উষ্ণিক বাঙ্কা মাথায় পরায়। আচ্ছা সঁচ্চা জরির বিনামা দিল পায়॥ হীরার অঙ্গুরী দিল করাঙ্গুলী মূলে। হেরিলে রমণী জল ছাই দেয় কুলে॥ অপরূপ সাজাইল অঙ্গ সমুদয়। পুরুষ নহে এ বলি সংশয় না হয়॥ রতি মতি দুই দাসী সাজে সেই মত। সজ্জা হেরে যায় হেরে রূপবর কত॥ অতঃপর শশিমুখী কহিল সবাকে। বলিয়াছি যত কথা মনে যেন থাকে॥ সখী কহে অন্যমত তার নাহি হবে। কালিকায় প্রণমিয়া যাত্রা কর তবে॥ শুনিয়া সুন্দরী কালীস্তব আরম্ভিল। ভাল বসে শ্রীকালীঙ্গমার সায় দিল॥

অথ শশিমুখীর কালীস্তব॥

তোটক ছন্দ॥ কোথা গো কালিকে জলজাঙ্গুলিনি। কাল রূপিণি গো কাল সংহারিণি॥ এ দাসী হে কাশীপতিপত্নি শিবে। নিজ কান্তের অন্বেষণে ভাসিবে॥ সুকটাক্ষ কর করুণা নয়নে। যেন বাঞ্ছা পূরে বড় বাঞ্ছা মনে॥ তব আজ্ঞা নিতে মোরে

কৈল সবে। বরদে বরদে করি যাত্রা তবে ।। তুমি ঈশ্বরী ইচ্ছারূপা ঈশানী। ভব দুঃখ হরা ভবের ভবানী।। তব শক্তি শক্তি গতি মুক্তি দানে। আগমে নিগমে মহিমা না জানে ।। ওগো সর্বদা সর্ব্ব ভূতে বাসিনি। বিপদে রেখ মা বিপদ নাশিনি ।। তোমাকে কালিকে বালিকে কি কবে। বরদে২ করি যাত্রা তবে ।। তুমি সৃজন পালন সংহারিণী। ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিতাপ তারিণী ।। তুমি গঙ্গ গয়া অভয়া অসিহস্তে। নাশিলে অসুরে স্বকরে অসিতে ।। পরমেশ্বরি শঙ্করি শম্ভুজায়া। রাখিলে অখিলে দিয়ে মুগ্ধ মায়া ।। সে মায়া পাশে বন্ধন কৈলে যবে। বরদে২ করি যাত্রা তবে।। তুমি দুর্গে সুদুর্গমে নিস্তারিণী। অশিব নাশিনী শিব সঞ্চারিণী ।। জগত কারিণী জগত হারিণী। গণেশ জননী গিরীশ গৃহিণী ।। তুমি তত্ত্বময়ী কেবা তত্ত্বজানে। চাহ গো অভয়া তনয়ার পানে ।। হইলে শুভ দৃষ্টি না দুঃখ রবে। বরদে২ করি যাত্রা তবে।। তুমি অন্নদা অষ্টভুজা দ্বিভুজা। অপরাজিতা আত্মারূপা অনুজা।। মহাবিদ্যা সুবিদ্যা বিধায়িনী মা। হে ভীমা মহিমা গো তব অসীমা ।। তুমি মুক্তকেশী দেহ মুক্তি দীনে। কি জানে তব ভক্তি এ ভক্তি হীনে ।। ওগো ভদ্রকালি

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ ।।

অবলা প্রবলা নামক গ্রন্থঃ ।।

অথ গণেশ বন্দনা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ।।

নমো নমঃ বিঘ্নহর, তুমি সর্ব্ব বিঘ্নহর, স্মরহর দেবের তনয় । মূষিক বাহনে গতি, অগতি জনের গতি, গণপতি অতি দয়াময় ।। কিবা রূপ মনোহর, ত্রিভুবন মনোহর, আমি তার কি দিব প্রমাণ । পদ-তল প্রভাকর, বিনিন্দিত প্রভাকর, নখে নিশাকর খান খান ।। তাহে কত শোভা পায়, রতন নূপুর পায়, বাজে সুমধুর রুণু ঝুনু । যেন বসি শতদলে, ঝাঁকে২ ভৃঙ্গ দলে, পিয়ে মধু করে গুণ২ ।। উরু নিরুপম বর, নাভি সুধা সরোবর, রোমাবলী কিবা শোভাকর । লম্বোদর খর্ব্ব কায়, হেন আর আছে কায়, আজানু লম্বিত চতুষ্কর ।। তাহে দিয়া স্বর্ণবালা, সাজাইল গিরিবালা, সেরূপ কি বর্ণিবারে পারি । স্বরূপ কি দিব তার, স্বরূপ না দেখি আর, শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ-

ধারী ॥ মণিময় কণ্ঠহার, বিবরিব কি তাহার, এক-দন্ত কুঞ্জর বদন। অপরূপ ভূষিতায়, শিরোপরে শোভে তায়, বিমোহিত জগজ্জন মন ॥ সে রূপের সবিশেষ, নাকহিতে পারে শেষ, নির্ব্বিশেষ তুমি গজানন। অনির্ব্বাচ্য গুণ পুনঃ, ব্যাখ্যানিতে পুনঃ২, নিরস্ত যাহাতে বেদগণ ॥ গুণাকর বিনিগুণ, সেগুণ কি এ নিগুণ, কহিবারে পারে কদাচন। তুমি অন্ত মধ্য আদি, সত্ত্ব রজ তম আদি, ত্রিগুণ তোমাতে নিরূপণ ॥ তব লীলা সুধাময়, প্রকাশিত জগন্ময়, সর্ব্বরূপ গুণময় হও। সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, তুমি পঞ্চময় ভূত, পুনঃ পঞ্চভূতময় নও ॥ অনাদি অনন্ত ভব, অসম্ভব সুসম্ভব, তোমাতে সম্ভব সব হয়। ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর, ব্রহ্মা বিষ্ণু কি শঙ্কর, সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পূজয় ॥ তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয়, যে তব স্মরণ লয়, কৃতান্ত নিতান্ত তার দাস। স্থাবর জঙ্গমচয়, কহে তব পরিচয়, লীলাছলে হইয়া প্রকাশ ॥ নিরাকার নির্ব্বিকার, বর্ণিতে শকতি কার, সাকার সম্ভব পুন-রায়। নিত্যরূপ নিরঞ্জন, কে জানিবে ও ভাজন, আমি অতি অভাজন তায় ॥ প্রকৃতি পুরুষ সার, অবিরত ত্রিসংসার, ইচ্ছাবশে ভ্রমিতেছে যার। কি করিব সম্বোধন, জীবের জীবন ধন, ভবপারে

তব কর্ণধার ॥ উক্তি যুক্তি পূর্ব্বাপর, তুমি ব্রহ্ম পরা-ৎপর, সিদ্ধিদাতা হয় তব নাম। নাহি জানি শিবা-শিব, ভাষা গ্রন্থ প্রকাশিব, সিদ্ধি যেন হয় মন-স্কাম ॥ শুন ওহে কৃপাকর, তুমি যারে কৃপা কর, মোক্ষপদ লভ্য হয় তার। পাপাঙ্গের প্রণিপাত, কৃপানেত্র কর পাত, কহে দ্বিজ শ্রীকালীকুমার ॥

অথ সর্ব্বদেব বন্দনা।

পয়ার পদান্ত যমক ছন্দ।

অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত চরাচর। যার বলে ছলে খেলে ভূচর খেচর॥ অব্যয় নির্ম্মল এক রূপেতে বি-হরে। জ্ঞানালোকে অজ্ঞান তিমিরে যেই হরে॥ হেন গুরুপদে নতি করি বার২। আগুসার হৈনু সর্ব্বদেবে বন্দিবার ॥ প্রথমতঃ প্রণতি মহেশ মহা-কালে। যাঁহার করুণা হৈলে নাপরশে কালে॥ তমোগুণে ত্রিভুবন করয় সংহার। সুরধুনী যার শিরে মালতীর হার॥ আমি অতি পামর পাপে-তে পূর্ণ দেহ। সদাশিবে মাগি বর সদা শিব দেহ॥ গোবিন্দ পদারবিন্দ বন্দিব তদন্তে। বেদ নাহি জানে যার গুণের তদন্তে॥ কি আর বলিব তার যার পদবলে। প্রাপ্ত হয় লোকে যাকে ব্রহ্মপদ বলে॥ কেজানে হরির লীলা হরিলীলা ময়। জগ-

তে জাগ্রত যে নরহরি লীলাময় ॥ তার পরে প্রভা-
করে করি যোড় করে। মুক্তি আশে বন্দনাবিরত
দাসে করে ॥ দিননাথ দয়াকর দীন হীন জনে।
নাহি জানি ভক্তি যুক্তি ভজন পূজনে ॥ নিবেদন
চরণ প্রান্তরে তমোহর। হৃদয়ে উদয় হয়ে মনস্ত-
মোহর ॥ বন্দি পরে শক্তিরূপা মুক্তি দাত্রী দুর্গে।
হেলায় যে নামে লোক উদ্ধারয় দুর্গে ॥ যে পদ স-
ম্পদ ভাবে ভাবে সুরবর্গে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
লভে চতুর্ব্বর্গে ॥ ত্রিতাপ হারিণী তারা নাম মহা-
মায়া। ত্রিলোক ভুলিল হেরি যার মহামায়া ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ জমার জমার। রতি সহ বন্দি-
লাম রতি পতি মার ॥ পদ্মযোনি পাদ পদ্মে নতি
তারপর। যেই করে সৃষ্টি করে সৃষ্টির উপর ॥ ক্রমেং
রুদ্রি আদি দেব শশধরে। যার শক্তি বর্ষিবারে
কেবা শক্তি ধরে ॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র পদে পরিহা-
র। পাপাঙ্গের পাপ তাপ করহ সংহার ॥ সাধ্য
সিদ্ধ শনৈশ্চর আদি নবগ্রহে। প্রণাম করিনু যত
ব্যাপক বিগ্রহে ॥ অরুণ বরুণ দশ দিক্‌পাল গণে।
বন্দিলাম বিরাজিত অষ্টবসুগণে ॥ জবের প্রভৃ-
তি যক্ষ রক্ষ দল বলে। স্তুতি নতি একান্ত কৃতান্ত
মহাবলে ॥ বিদ্যাধর অপ্সর কিন্নর জনেং। পর-

গাম পদেং পদের ভাজনে॥ গুহ্যক গন্ধর্ব্ব দেব য-
তেক প্রকার। পিশাচাদি সবার চরণে নমস্কার॥
ধরার উপরে পরে যত দেবচয়। বন্দনার ছলেতে
কহিব পরিচয়॥ বিষ্ণুর অনন্ত লীলা কিবা কব
তার। মীন কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ অবতার॥ আবি-
র্ভূত হয়ে মর্ত্তে হরিল ভূভার। বিবরিতে যে
গুণে পুরাণে গণে ভার। বামন প্রভৃতি অপরূপ অ-
বতারি। সবপদে প্রণতি চাহিয়া পদতরি॥ বন্দিনু
পরশুরাম শ্রীরাম সীতায়। অংশরূপ লক্ষ্মণ ভরত
আদি তায়॥ কেকয়ী কৌশল্যা বন্দ দশরথ রাজে।
আরং ত্রেতাযুগে যে যথা বিরাজে॥ বুদ্ধ আর
বিষ্ণু অবতার সে দ্বাপরে। যে যশঃ কীর্ত্তনে মত্ত
ত্রিভুবনোপরে॥ রাধা সহ কৃষ্ণ রূপে লীলা ব্রজ-
পুরে। যে নাম শ্রবণে লোকে মনোবাঞ্ছা পূরে॥
করিলাম প্রণতি মিনতি যত দেবে। পরিহার অ-
সংখ্য দেবকী বসুদেবে॥ গোপ গোপী গণে বন্দ
নন্দ যশোমতী। সকলে করহ কৃপা আমি মূঢ়মতি॥
কল্কি রূপ কলির প্রকাশ্য অবতার। বন্দিয়া যুগল
পদে প্রণতি বিস্তার॥ তদন্তে বন্দিনু দশ মহা-
বিদ্যা রূপে। করাল বদনা কালী অপরূপা রূপে॥
ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিনয়নী তাপে তারা। ছিন্নমস্তা

ষোড়শী বগলা আর তারা ॥ ভবের ভাবিনী ভুব-
নেশ্বরী ভৈরবী । পদতলে বিনিন্দিত প্রভাতের
রবি ॥ কালরূপা ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা । যে পদ
ভাবিলে যায় অন্তরের মলা । শ্রুতি স্মৃতি নাহি
জানে গুণাদি যাহার । সকলের চরণে আমার
পরিহার ॥ পাতালে বাসুকি আদি নতি নাগানন্তে ।
সতীর একান্ন পীঠে বন্দি তদনন্তে ॥ ক্ষীরগ্রাম যুগা-
দ্যায় ভৈরব সহিত । কোটি২ পরণাম চাহিয়া স্ব-
হিত ॥ কালীঘাটে নকুলেশ দেবী তাহে কালী ।
যেনাম জপিলে যায় অন্তরের কালী ॥ সম্বর্ত্ত বি-
মলা দেবী বন্দ গুরুক্ষেত্রে । সবে হও উদয় হৃদয়
রূপ ক্ষেত্রে । ভীম রূপা সতী শিব কপালী বিভা-
সে । শক্তি অনুসারে দাসে সকলে সম্ভাষে ॥ অম-
রী অমর পদ বন্দি তিরতায় । শ্রীপর্ব্বতে সুন্দরী
সুন্দরানন্দ তায় ॥ গণ্ডকীতে গণ্ডকী ভৈরব চক্র-
পাণি । পদপ্রান্তে প্রণতি করিয়া যোড় পাণি ॥
মহারুদ্র বারাহী বাগেশ অন্নপূর্ণা । পঞ্চসিন্ধু কর-
তোয়া যাহে পরিপূর্ণা ॥ নারায়ণী সংক্রূর ভৈরব
গুণধাম । নমস্কার চরণে অনলে যার ধাম ॥ ভুব-
নেশী সিদ্ধ শিব কিরীটকোণায় । বর্ণিতে নাপারি
যার গুণের কণায় ॥ কেশজালে ভূতেশ চণ্ডিকা

উমা তায়। গোদাবরী তীরে বন্দ বিশ্বের মাতায়॥ জলস্থানে ভ্রমরী ভৈরব সহকার। ক্রমে২ সকলে করিনু নমস্কার॥ রামানন্দ ভৈরব কামাখ্যা কামরূপে। দেবী যথা বিরাজিতা মোক্ষ কামরূপে॥ নেপালে কলাপী ভব দেবী মহামায়া। কি আর কহিব ত্রিভুবন যার মায়া॥ জয়ন্তী ক্রমাদীশ্বর আদি জয়ন্তায়। ত্রিপুরায় ত্রিপুরা ত্রিপুর নল তায়॥ শ্রীহট্টের মহালক্ষ্মী আর সর্ব্বানন্দে। মিথিলার মহাদেবী বন্দি সর্ব্বানন্দে॥ হুমার শিবানী রত্নাবলি যার বাস। মহামায়া কাশ্মীরে ত্রিসন্ধ্য কীর্ত্তিবাস॥ চাটিগাঁয় চন্দ্রচূড় ভবানী ভবানী। যে ভাব ভাবিলে ভয়ে নাহি সরে বাণী॥ ভদ্রসেন শোনাক্ষী চণ্ডিকা নর্ম্মদায়। যে তন্ত্র কহিতে তন্ত্র গণে গণে দায়॥ অম্বিকা উন্মত্ত দেবী দেব জ্বালামুখে। বর্ণিতে যাহার গুণ নারি একমুখে॥ সুগন্ধার সুনন্দা ত্র্যম্বক রূপ ভবে। বন্দিনু চরণ তরি তরি যেন ভবে॥ হিঙ্গুলার কোটবী ভীমেরে পরণাম। সর্করায় মহিষ মর্দ্দিনী যার নাম॥ প্রভাসের চন্দ্র ভাগা বক্রতুণ্ড শিব। বন্দিনু যাহাতে মম অন্তে হবে শিব॥ মান সরোবরে দেবী দাক্ষায়নী হরে। করিনতি অশেষ সঙ্কট যাহে হরে॥ উজ্জানির মঙ্গল চণ্ডী কপিলাম্বর।

মনস্কাম সিদ্ধি হয় দেহ এইবর ॥ প্রণাম সাবিত্রী স্থানুজ্জ্বলা মণি দেবী। প্রয়াগের ভব দশমহাবিদ্যা দেবী ॥ ত্রিপুর মালিনী জালন্ধরার ভূষণ। মণি-বন্দে সর্ব্বানন্দ গায়ত্রী ভূষণ ॥ ভীরুক ভৈরব আর চণ্ডিকা বাহুলা। পরিহার মোর যাহে বিখ্যাত বা-হুলা ॥ বন্দি রামগিরির শিবানী চণ্ড পায়। যে পায় যোগীন্দ্র গণে ধ্যানে নাহি পায় ॥ দুর্গে জয়-দাত্রী জয়দুর্গা বৈদ্যনাথে। বন্দিলাম বামদেব রূপ বৈদ্যনথে ॥ উৎকলের বিজয়া কপিনী আর জয়। জ্ঞানাক্ষে বিরক্ষে বন্দে দেহ ভবে জয় ॥ কা-শ্মার কালিকা বেদগর্ভা রুরু ভব। দীন হীন গতি স্থানে সুপ্রসন্ন ভব ॥ ভৈরব পর্ব্বত নিবাসিনী অম্বি-কার। শিব সহ যুগল চরণে নমস্কার ॥ মাধবের অসিতাঙ্গ কালিকা অসিতা। আর যত পীঠস্থান নহে প্রকাশিতা ॥ সবার চরণে মোর প্রণামাবি-রত। ভব পারাবারে পারে হবেনা বিরত। তৎ-পরে বন্দিব গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণু পদে। পিণ্ডদানে পা-তকী সম্প্রাপ্ত বিষ্ণু পদে ॥ বন্দি অন্নপূর্ণা কাশীপ-তি কীর্ত্তিবাস। ভুবন ভরিয়া যার গুণকীর্ত্তি বাস ॥ প্রণাম পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম। জগন্নাথ জয় দেহ দূর কর ভ্রম ॥ সেতুবন্ধ রামেশ্বর শ্রীরামের

কৃত। সহ শিবে সব শিবে হৈনু নমস্কৃত ॥ উগ্রচণ্ডা চরণে প্রণতি লঙ্কাপুরে। তনয়ের মনোবাঞ্ছা পূরাও ত্রিপুরে ॥ সাগর সঙ্গম আদি তীর্থ মহাধন। যথা শক্তি যুক্তি নতি কৈনু সম্বোধন ॥ বন্দিনু মনসা ষষ্ঠী মাকাল শীতলা। যাহার শীতলে হয় পৃথিবী শীতলা ॥ স্বর্গে মন্দাকিনী মর্ত্যে বন্দ ভাগীরথী। পরিণামে গঙ্গা নামে পুণ্যরথে রথী ॥ নামের মহিমা কিবা কব অধিকার। কাল হৈলে কালের না থাকে অধিকার ॥ পাতালেতে ভোগবতী পাতাল জলধারী। বন্দ পাদ দ্বন্দ্ব নাম পঙ্কজ জলধারী ॥ বায়ু বহ্নি অবনি আকাশ আর পয়। বন্দিলাম বক্রী যেবা রহে কতিপয় ॥ মহামুনি বাল্মীকে প্রণতি ত্রেতা যুগে। পরিহার মোর ব্যাসাদির পদযুগে ॥ সনক প্রভৃতি ঋষি বর্গ যেবা রয়। সবার চরণ দাস বন্দনা করয় ॥ গোরার অনন্ত লীলা ধরার উপরে। সে যুগল পাদে নতি করিলাম পরে ॥ নদীয়ায় অবতরি নাম সে চৈতন্য। মুক্ত হৈল যাহে জীব পেয়ে সুচৈতন্য ॥ দেব দেবী ডাকিনী যোগিনী ভূত যথা। সকলে প্রণতি মোর বল বুদ্ধি যথা ॥ বন্দনায় সম্বোধিতে ভুলিয়াছি যায়। প্রণাম করিনু সেই দোষ যেন যায় ॥ করি নতি জনক জননী পদ সারে। যা-

হার কৃপায় আসা হইল সংসারে ॥ একেং বন্দিলাম চরণ সবার। কৃপানেত্রে সবে এবে হের একবার ॥ নাহি জ্ঞান মান ধন কিছুই সম্বল। ভাষায় রচিতে গ্রন্থ করিয়াছি বল ॥ সানুকূল হয়ে দেহ মোর প্রতিকূল। দেখ যেন কেহ না হইবে প্রতিকূল ॥ স্বপদ বিতর সবে হেরিয়া আকুল। শ্রীকালীকুমার ভবে তবে পায় কূল ॥

অথ আত্ম পরিচয় ॥ চৌপদী ছন্দ ॥

হুগলি জেলায় ধাম, বলাগড়ি নামে গ্রাম, ভাগীরথী অবিশ্রাম, পূর্ব্ব ভাগে বয়। সভ্য ভব্য ভদ্র গণ, নিবসতি অগণন, নানা জাতি লোক জন, স্থানেং রয় ॥ তথায় আছিল বাস, কীর্ত্তিগুণে কীর্ত্তিবাস, অঙ্গে বঙ্গে সুপ্রকাশ, দ্বিজ বলরাম। সর্ব্বগুণে গুণমণি, কুলীনের শিরোমণি, মুখটী ঠাকুর ধ্বনি, হয় যার নাম ॥ তাঁর পুত্র চারিজন, মহামান্য মহাজন, অগ্রজ রঘুনন্দন, তুল্য কেবা তার। তদনুজ ভৃগুরাম, সাক্ষাত যেমন রাম, যশঃভরে অবিরাম, ধরা গণে তায় ॥ পরে রাম নারায়ণ, তুলনায় নারায়ণ, কনিষ্ঠ সুবিচক্ষণ, আখ্যা রামজয়। কিবা আর কবতার, যেন চারি অবতার, সর্ব্বজন সদা যার, গান করে জয় ॥ তার মধ্যে ভৃগুরাম, পুত্র

পাঞ্চ গুণধাম, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম, সর্ব্ব গুণাকর। তনয় তাঁহার নয়, গুণ জ্ঞানে মহাশয়, প্রকাশিত পৃথ্বী ময়, রূপে রূপবর ॥ দ্বিতীয় সুত তাঁহার, সদ্গুণের পারাবার, রামকান্ত নাম যার, পুত্র চতুষ্টয়। যোগ্য বিজ্ঞ বিলক্ষণ, শান্ত সর্ব্ব সুলক্ষণ, তৃতীয় চণ্ডীচরণ, সদা সদালয় ॥ মহী পূর্ণ মহিমায়, জল ভঙ্গ সিমলায়, সমতুল কে তুলায়, অপ্রমাণ মান। সুরূপে স্বরূপ চন্দ্র, যশোরাশি পূর্ণচন্দ্র, তনয় ঈশানচন্দ্র, ঈশান সমান ॥ তদঙ্গজ আমি দীন, জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যাহীন, সহজেতে অপ্রবীণ, ব্যাকরণ বাম। অনভিজ্ঞ শাস্ত্র সার, নাহি প্রসঙ্গ পসার, দ্বিজ শ্রীকালীকুমার, হয় মম নাম ॥ বাল্যাবধি বারমাস, মাতুল নিবাসে বাস, ছিল দয়া সুপ্রকাশ, মাতুলের তায়। শিক্ষা পড়া বুদ্ধি বল, যতকিছু সেই বল, খেয়ে যার অন্নজল, বিকায় একায় ॥ কিবা কব সবিশেষ, বয়ো প্রাপ্তে অবশেষ, কত বেশে কত দেশ, ভ্রমি অনিবার। ভাষা গীত বিরচিতে, এবে চাহে সদাচিতে, পারিবে কি কদাচিতে, শ্রীকালীকুমার ॥

অথ গ্রন্থের সূচনা ॥ পয়ার ছন্দ ॥

একদিন গ্রন্থ কর্ত্তা আপন আলয়ে। নানা কথা

কহে নিজ বন্ধু বর্গ লয়ে ॥ বান্ধবের মধ্যে কেহ হই-য়া উল্লাস। ইতিহ শুনিতে ইচ্ছা কৈল তাঁর পাশ ॥ আর২ সকলে তাহাতে দিল সায়। শুন বলি গ্রন্থ-কর্ত্তা বিবরিয়া যায় ॥ আছিল বিক্রমাদিত্য নামে নরপতি। প্রতাপে রাবণ তুল্য জ্ঞানে বৃহস্পতি ॥ নবরত্নে শোভে সভা আদি কালিদাস। বিবরিয়া কত তার করিব প্রকাশ ॥ এক দিন কথায় কথায় নৃপ রায়। প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিল বসিয়া সভায় ॥ কহ দেখি সভ্যগণ ইহার সন্ধান। যুবক যুবতী মধ্যে কেবা বলবান ॥ কাহার নিকটে কেবা মানে পরা-জয়। বিশেষিয়া বিবরণ বল সমুদয় ॥ শুনিয়া স-ভায় সবে করিল উত্তর। অবলা প্রবলা রূপী সবার উপর ॥ পুরুষ যদ্যপি হয় মহা বল ধারী। পরাস্ত করিতে পারে ক্ষীনাঙ্গিনী নারী ॥ রাজা কহে একে-মন করিলে বিচার। উভয়তঃ সৃষ্ট বস্তু এক বিধাতা-র ॥ তাহে তার তম্য বলে কি প্রকারে বলি। ইহা-তে আমার যুক্তি দোঁহে সম বলী ॥ বিলক্ষণ বিবে-চনা কর যদি সবে। বরঞ্চ পুরুষে তবে বলবান কবে ॥ পরাধীনা হয়ে রামা রহে চিরদিন। সরিবার শক্তি হীন জালে বদ্ধ মীন ॥ এই ত নারীর ভেদ সহজে অবলা। জেনে শুনে ডাকে লোকে বলিয়া

অবলা॥ আর দেখ ক্ষীণ বিনা রক্ষক কে চায়। বাল্যেতে পিতায় রাখে যৌবনে ভর্ত্তায়॥ বৃদ্ধকালে আপনার তনয় রাখাল। অতএব বলবতী নারী কোন্ কাল॥ এক কিম্বা অন্য জনে নাদিলে আশ্রয়। কোন মতে নিস্তার নাহিক যার হয়॥ তাহাকে প্রবলা বলা যুক্তি সিদ্ধ নয়। কহ শুনি কি উত্তর দিবে সভ্য চয়॥ নৃপমুখে পূর্ব্বাপর করিয়া শ্রবণ। স্তব্ধ হয়ে রহিলেক সভাসদ গণ॥ রাজ ভয়ে হটাত কহিতে কিছু নারে। পাছে অমূলক বলি রুষ্ট হন তারে॥ অবশেষ কালিদাস পরিহরি ভয়। সম্বোধন করিয়া ভূপতি প্রতি কয়॥ কহিলেন সমস্ত প্রামাণ্য বটে রায়। পরাধীনা হয়ে নারী চিরকাল যায়॥ সত্য বটে সহজে অবলা লোকে কয়। তথাপি পুরুষ তার তুল্য কভু নয়॥ পাতিয়া চাতুরী পাশ যুবকের পাশ। বদ্ধ করি অনায়াসে পূর্ণ করে আশ॥ ছলে আজ্ঞাবহ করে শুন মহারাজ। বুদ্ধিতে সকল হয় বলে কিবা কাজ॥ হাব ভাব রঙ্গ ভঙ্গে করি নানা কল। সবল জনেরে করে ক্ষণেকে দুর্ব্বল॥ আস্বাদিয়া নারীরস শরীর অবশ। কাজেং সকলেই কামিনীর বশ॥ ইহার বৃত্তান্ত এক করিব বর্ণন। কৃপা করে অবধান করহ রাজন॥ কাঞ্চন

নগরে এক ছিল নরপতি। শশী নামে তনয়া পরমা রূপবতী ॥ এক রাজ পুত্র সহ বিভা দিল তার। আনন্দেতে পরিপূর্ণ মন দোঁহাকার ॥ ইতোমধ্যে নৃপসুত ভ্রমণের ছলে। দেশত্যাগ করিয়া গোপনে বনে চলে ॥ অন্য কোন রাজ্যে এক রাজকন্যা সহ। সখী রূপে মিলিয়া রহিল অহরহ ॥ এখানেতে শশিমুখী স্বামী অন্বেষণে। পুরুষের সাজ করি ভ্রমে সঙ্গোপনে ॥ বহু ক্লেশে পরিশেষে সন্ধান পাইল। কামিনীর বেশ ধরি পতি যথা ছিল ॥ সে দেশের রাজা সহ মিলিয়া যুবতী। বিবাহ করিল সেই নারী রূপা পতি ॥ বুদ্ধি বলে উলটিয়া পতি হৈল নারী। নারীর কাহিনী ভূপ কহিবারে নারি ॥ কহিল বিক্রমাদিত্য শুন কালিদাস। বিস্তারিয়া কহ দেখি এই ইতিহাস ॥ এমন আশ্চর্য্য কথা শুনি নাহি আর। তুষ্ট করি পূর্ণ কর পাবে পুরস্কার ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া কবি করিল প্রচার। সভাসুদ্ধ সকলে হইল চমৎকার ॥ এই গল্প উপরোক্ত বন্ধুগণ যত। গ্রন্থকার মুখে শুনি বাখানিল কত ॥ রচিতে পুস্তকে ইহা সবাকার মন। বিশেষিয়া কালিদাস কহিল যেমন ॥ বন্ধু মনোরঞ্জনার্থে বন্ধুরানুজ্ঞায়। গ্রন্থকার শ্রীকালীকুমারে গ্রন্থ গায় ॥

অথ গুণিগণের প্রতি নিবেদন ॥ পয়ার ছন্দ ॥

সবিনয়ে নিবেদন সুধী সন্নিধান। কৃপা করি কর্ণ্ণ যুগে কর স্থান দান ॥ বর্ত্তমানে বঙ্গ ভূমে বহু বিজ্ঞগণে। প্রকাশিল নানা গ্রন্থ নানা বিবরণে ॥ গদ্য পাদ্য ছন্দে বন্দে কবিগণ যত। সুবিস্তার করিলেন পরাক্রম কত ॥ আমি অতি হীনবুদ্ধি নাহি শাস্ত্র জ্ঞান। কি রূপে রচয় গ্রন্থ নাজানি সন্ধান ॥ বলের অতীত হৈল আশা বলবান। শম্বুকে শঙ্খের যথা করে অভিমান ॥ বামন যেমন পূর্ণ্ণ চন্দ্র আশে ধায়। সেই রূপ অসম্ভব ঘটিল আমায় ॥ কি করিব যথা শক্তি করিনু বর্ণ্ণন। ইহাতে অবজ্ঞা না করিবে কোন জন ॥ রচনাতে থাকে দোষ করিবে মার্জ্জন। সবে কহে ভ্রম মতি হয় মুনিগণ ॥ আমি তাহে স্থলে ভুল ভুল পদে পদে। রহিয়াছি ডুবিয়া অজ্ঞান রূপ হ্রদে ॥ কিন্তু এক নিবেদন শুনহ সকলে। সাধুর চরিত্র যেবা আছে ধরাতলে ॥ গুণ লয়ে অনুক্ষণ দেয় আলিঙ্গন। জলার যেমন গুণ সাধুর তেমন ॥ পয়ো মধ্যে পয়সা করিলে সমর্পণ। তেজি নীর ক্ষীর পান করে হংসগণ ॥ গুণির স্বভাব সেইরূপ অবিকল। পরিহরি দোষ ভাগ করে নিরমল ॥ অসাধু হইলে হয় চালনীর প্রায়। গুণ

গণে ত্যাজ্য করে দোষ গ্রাহ্য পায় ॥ অতএব সরলতা করি বিতরণ। তেজি দোষ সন্তোষ করিবে বুধগণ ॥ পদ্য ছন্দে রীতি ক্রমে করিনু রচনা। দোষগুণ বিজ্ঞের নিকটে বিবেচনা ॥ সার কথা উল্লেখিত হৈনু বার২। আশা পূর্ণ কর কহে শ্রীকালীকুমার ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ ॥ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ।

কাঞ্চন নগর পতি, গৌরীকান্ত নরপতি, শান্ত মতি অতি ভাগ্যধর। ধনে কুবেরে কে মানে, দুর্য্যোধন সম মানে, অগ্রগণ্য ধন্য নৃপবর ॥ উদ্ভব কায়স্থ কুলে, তুল্য নাই শীলে কুলে, প্রভাকর প্রভায় হারিল। বিক্রমে বিক্রমাদিত্য, যাগ যজ্ঞ যশে নিত্য, ক্ষিতি তলে সুবিখ্যাত ছিল ॥ দেব দ্বিজ অনুগত, সজ্জন সন্নিধি নত, অভিমত অভিন্ন উত্তম। জীব সম বুদ্ধিমান, দান কর্ম্মের সমান, অবিরত ধর্ম্ম করম ॥ নগর রক্ষার জন্য, সেনাপতি সেনাগণ্য, নিযুক্ত থানায় যার২। উষ্ট্র খর হয় হাতী, কতশত নানা জাতি, পদ গণ্ড বদ্ধ দ্বার২ ॥ যুদ্ধে সুশিক্ষিত রাণ, পরাজয় মানি যায়, নৃপ সনে নৃপতি সকল। পূর্ণ অর্দ্ধ বয়ঃক্রম, কি কব ভূপের ক্রম, অতিক্রম পৃথিবী মণ্ডল ॥ দুই পুত্র

ভূপতির, সুন্দর সু গুণধীর, এক কন্যা রূপে সৌদামিনী। রাম সম রাজ্য করে, প্রজা তুষ্ট করে২, সুখে যায় দিবস যামিনী ।। জ্যেষ্ঠসুত পূর্ণ্চন্দ্র, ধরাতলে পূর্ণ্চন্দ্র, কনিষ্ঠ মোহন নাম ধরে । হেরি সে মোহন রূপ, মোহিত সর্ব্বদা ভূপ, অপরূপ পুলকের ভরে ।। তনয়ার নাম শশী, নখর প্রখর শশী, দিবা নিশি সঙ্গেতে বিরাজে । দিয়া চম্পকের দল, রচিত অঙ্গ কোমল, অভরণ মণি ময় সাজে ।। লয়ে পুত্র কন্যা ভূপ, কিছু কাল এই রূপ, রাজ্যকরে গৌরীকান্ত রায়। কর্ম্ম যোগে এক দিন, অন্তঃপুরে দৈবাধীন, দেখিলেন আপন সুতায় ।। বসিয়া সঙ্গিনী সঙ্গে, বাক্যালাপ নানা রঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে বহুবিধ করে। মুখে মৃদু২ হাস, ছলে চপলা প্রকাশ, হেরি রায় চমকে অন্তরে।। থরহরি কলেবর, চিন্তাযুক্ত নৃপবর, আইবড় যোড়শী তনয়া। আসি বাহির দেওয়ানে, ডাকি মিত্রাদি দেওয়ানে, ভাটে আন কহে অনুতয়া ।। বুঝিয়া রায়ের রায়, ডাকিয়া দূতে ত্বরায়, মন্ত্রী বলে ডাক শীঘ্র ভাটে । যেই মাত্র আজ্ঞা পায়, কত শত দূত ধায়, মল্ল গণ ধায় মালসাটে ।। লম্ফে কম্পবান ধরা, সবে কহে কাহে ধরা, আশে আসে রাজ দূত গণে। ভয়ে বহু প্রজাঙ্গন,

পলাইল অল অল, নাজানিয়া মূলাঙ্গল গণে ॥ যমদূত সম দূত, রজপুত মজবুত, ভাটে ধরে পরে ভূত প্রায়। ভাট কহে একেমন, সুচিন্তিত মনেমন, বিনা দোষে ঘটিল কি দায় ॥ কেবা শুনে তার বাক, করি সবে ডাক হাঁক, তীর সম ভূপতির ঠাঁই। ভাটকে হাজির করে, দাণ্ডাইল যুক্ত করে, ভাট কহে রাজার দোহাই ॥ হেরি তায় দণ্ডধর, কহে মোর বাক্যধর, নাহি ভয় শুন সবিশেষ। তনয়া হইল কাল, বিবাহের যোগ্যকাল, পাত্র দেখ অন্বেষিয়া দেশ ॥ এত যদি নৃপবর, কহিলেক রূপবর, আনিতে কন্যার যোগ্য বর। বিদায় হইয়া ভাট, হইতে রাজার পাট, চলিযায় ছাড়িয়া সহর ॥ হেরিয়া সুপাত্র পাত্র, সন্ধান করিয়া মাত্র, নানাস্থান করয় ভ্রমণ। রাজ কুমারীর রূপ, যেমন তদনুরূপ, নাহি পায় রাজার নন্দন ॥ ফিরিয়া২ দেশ, লোক মুখে অবশেষ, শুনিল অরুণ পুর নাম। বিখ্যাত নগর অতি, প্রতাপান্বিত ভূপতি, গুণধাম আখ্যা গুণ ধাম ॥ তার পুত্র মনোহর, রূপ গুণ মনোহর, পরম পণ্ডিত নববয়। কে হয় সরস তায়, সরস সর্ব্বদা কায়, রসিকের চূড়া রসময় ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ, মদহীন সুপ্রমদ, সর্ব্বজন সহিত সদ্ভাব। স্বভাবে

সুভাব ভরে, ভাবকের চিত্ত হরে, সে ভাব কহিতে বর্ত্তাভাব ॥ শ্রবণে শ্রবণ করি, ভাট বলে হরি২, হেন জন হেরি কোন কালে। ত্বরা যাব সে নগর, নাহি জানি সে নাগর, ছিল রাজ দুহিতার ভালে॥ পরে আসি বহু দূর, শুনিল অরুণ পুর, আগত হইল দেখা যায়। পুলকে পূরিল কায়, সহর নিকটে ধায়, প্রথমতঃ পড়িল থানায় ॥ কালান্ত কালের প্রায়, পাহারায় পাহারায়, ফিরে যত প্রহরী সকল। নয়নে রুধির কণা, ভানু সম বিবেচনা, হেরি তাহে হয় অবিকল ॥ লাঠী সোঁটা তরবাল, বাম করে ধরা ঢাল, বন্দুকরা চমকে হুঙ্কারে। করেতে লইয়া দণ্ডে, দণ্ডনায় গণে দণ্ডে, দণ্ডে২ ঝাঁকারে হাঁকারে॥ ফিরে যত গুলেন্দাজ, চরণে বাজায়ে ঝাঁজ, রণ সাজ সম সাজ করি। কাবেলী বাঙ্গালী গ্রীক, ফরাস ফিরিঙ্গী শীক, চৌকি দেয় স্বস্ব বেশ ধরি ॥ হেরিলে বিদেশী জন, আগে করে জিজ্ঞাসন, চোর সাধু বুঝে অনুমানে। যদি নষ্ট লোক পায়, মারি গুঁড়া করে তায়, বান্ধি পরে কারাগারে আনে॥ কারার রক্ষক যত, কারার আছয় তত, তারার উপমা কিবা দিব। তারার সমান তারা, বেড়াইছে দিয়ে পারা, মুখেরব মারিব ধরিব ॥

জমাদার যেন যম, কাহারে বলিব কম, কোতয়াল সেইরূপ তার। কোড়া হাতে খাড়া রয়, কত শয় কত সয়, ভয়ে কত করে হাহাকার ॥ কেহ বলে প্রাণ যায়, যত দিন প্রাণ কায়, রবে নাহি হইবে এমন। লাথী কীল দুপ দাপ, খেয়ে কেহ বাপ২, করি বলে এআর কেমন॥ কান্দে কেহ পেয়ে তাপ, কোটালিয়া চুপ চাপ, বলে পুনঃ ঘুরায়ে নয়ন। নাহি যদি শুনে তায়, সোঁটায় লোটায় পায়, গোটায় নাছাড়ে কদাচন॥ হেরি ভাট ভাবে মনে, যাই না জানি কেমনে, ঘটয় বা বিপদ বিষম। বিদেশী দেখিয়া মোরে, পাছে কেহ ধরে জোরে, এযে সব সমনের সম ॥ এইরূপ ভাবি পরে, বাক্কিয়া সাহসান্তরে, উত্তরিল নিকটে থানার। পরদেশী জানি তায়, জিজ্ঞাসয় পাহারায়, কোন্ হায় বলি বার বার ॥ ভাট বলে মোর ঘর, হয় কাঞ্চন নগর, এথা কিছু আছে প্রয়োজন। যাইব ভূপের পাশ, প্রকাশিব অভিলাষ, এই আশ বুঝহ বচন ॥ শুনিয়া প্রহরী ধরি, আনি দিল ত্বরা করি, জমাদার কাছে ততক্ষণ। সে পুনঃ সুধায়ে তায়, ছাড়ি দিল যাইবায়, বুঝিয়া বিশেষ বিবরণ ॥ এড়াইয়া হাত তার, তথা হৈতে আগুসার, হয়ে

এক গড়ের নিকট। আছে সপ্ত দ্বার যার, শীঘ্র তরে সাধ্য কার, চোর সাধু সবার সঙ্কট ॥ প্রথম দুয়ারে যত, তীরেন্দাজ শত২, গোলেন্দাজান্দাজ নাহি হয় । করিয়া সকলে লক্ষ্য, তীর গুলি লক্ষ লক্ষ, শোষে শব্দে সবে লাগে ভয় ॥ সেপাই সার্জ্জন গণ, ফিরিতেছে অনুক্ষণ, নানাস্থানী কিবা কব তার। রুষিয়া রুষিয়া জাতি, করে কোথা হাতা হাতী, হেরি জ্ঞান হয় চমৎকার ॥ কোথায় রুমান সবে, উথলিয়া মহোৎসবে, ঘুষা ঘুষি খেলে অবিরত। তুরক তুরঙ্গোপরে, কোন ঠাঁই ক্রীড়া করে, আরাবী সরাব পিয়ে কত ॥ দিনামার ইলামার, করে কোথা মার মার, সে সবার বিকট আকার । ভাট বলে বড় দায়, যদি বা ছাড়ি থানায়, আইলাম একি পুনর্ব্বার ॥ চিন্তিয়া অনেক পরে, দুয়ারে প্রবেশ করে, গত মাত্র ধরিল সেপাই। কহে কাঁহা তেরা ঘর, ত্রাসে কাঁপে থর থর, মুখে কহে ছাড় মুঝে ভাই ॥ শুনিয়া তাহার ভাষে, জানিয়া সব আভাসে, ভীত দেখি কহে মত্ ডর্ । যাওগে কিসিকে পাশ্, বিচ্মে সহর খাস্, হায়্ কোয়ি ভাই বেরাদর্ ॥ ভাট বলে নেহি হায়্, লেকেন্ যাউঙ্গা সায়্, ভাই মহারাজকে হজুর্ । মোকান্

পূরব্ দেশ্, কহা তো তুহাঁর্ পেশ্, যানে দেহ বহুত্ জরুর্ ॥ সাধু জ্ঞানে পরে তায়, ছাড়ি দিল পাহারায়, হৃষ্টমনে হৈতে আগুসার । ভাট বলে রক্ষা পাই, হেন কভু হেরি নাই, পড়ে আসি দ্বিতীয় দুয়ার ॥ দেখে তায় পুনরায়, কালান্ত কালের প্রায়, ফেরে বহু প্রহরীয়া গণ । হান হান করে মুখে, তরবাল ধরে রুখে, হেরি দেহে না রহে জীবন ॥ পথিক গাঁওরী ঠিক, সুরঙ্গী হুরঙ্গী শীক, যম সম খেলে লম্ফ দিয়া । উড়াপাকে ধায় ঢালী, কেহ নাচে দিয়া তালী, প্রমত্ত মাদক দ্রব্য পিয়া ॥ কেহ দিয়া গোঁপে পাক, ফিরিতেছে পাকে পাক, ঝাঁকে হাঁকে নাহি থাকে প্রাণ । গোলেনার সন্২, কর্ণে বাজে ঝন্২, লম্ফে দম্ভে কম্পে স্থানে স্থান ॥ মারে ঘোঁটা ধরি ঢাল, তালে তালে ঠুকে তাল, সামাল সামাল কেহ কয় । ডলে গুলি দিয়া মাটী, কেহ বা খেলায় লাটী, আকার হেরিলে লাগে ভয় ॥ কেহ মারে মালসাট, মুখে করে কাট কাট, বিকট মুরতি সবাকার । ধর ধর মার মার, শব্দ করে অনিবার, কে করে শ্রবণ বাক্য কার ॥ হাঁকে হাঁকে মারে হাঁক, কেহ কোথা করে জাঁক, কেহ কারে শঙ্কা নাহি করে । কেহ বা ধরিয়া কায়,

আছাড়ে পাছাড়ে কায়, রুষি তায় কেহ আসি ধরে॥ হেরি ভাট ভাবে তায়, এ আর বিষম দায়, হায় হায় বুঝি প্রাণ যায়। ছাড়িয়াছি এক দ্বার, পাড়িনু দ্বিতীয় বার, সমন ভবনে পুনরায়॥ হেন কালে হেরি তায়, ধরে আসি পাহারায়, পূর্ব্বমত লৈল পরিচয়। ছাড়ি দিল হাসি২, তৃতীয় দুয়ারে আসি, ভাট পরে উপনীত হয়॥ দেখে তার কোন দিক, ফাকরি কাঁউরি রীক, স্বায় স্বায় বোলে করে রব। চরণে বান্ধিয়া ঝাঁজ, বিকট২ সাজ, করি রাজ দ্বার রাখে সব॥ কিরীচ জঠার জাল, কর-তলে করবাল, কাতারে কাতার থাড়ারয়। রায় বাঁশে রায় বাঁশ, লোকে হেরি লাগে ত্রাস, থট্ মট্ করি নিরথয়॥ পলাশী পাঠান গণ, খেলিতেছে অগণন, মল্লগণ মাতিয়া মাদকে। ফেরে দিয়া পাক সাট, কেহ কারে মারে সাট, ছুটে প্রাণ শব্দ ঠক্‌ঠকে॥ কেহ খায় লাথী কীল, কেহ হাসে খিল খিল, কেহ কোথা করে নানা জুম। কোথায় কাহার করে, কোন জন বদ্ধকরে, কথায় কথায় করি ধুম॥ কেহ করে হুম্ হাম্, কলেবরে বহে ঘাম, ঘোরে আঁখি যেন প্রভাকর। সবে হয়ে থাক থাক, সবে কহে থাক থাক, ডাক হাঁক বাক ভয়-

ঙ্কর ॥ করে টাঙ্গী ছড় বাঁক, ফিরিতেছে যেন চাক, ধুম ধামে কাঁপে বসুমতী। পোশাক হেরিলে কার, জ্ঞান হয় চমৎকার, আকার হেরিলে যায় গতি ॥ এই রূপ হেরি ভাট, সভয়ে দেহ আকাট, ভাবে মনে কি জানি কি হয়। যদি কেহ করি জোর, ধরে করে কর মোর, তথনি জানাব পরিচয় ॥ ইত-স্তত করে মনে, তীর সম আগমনে, ধরি দ্বারী জিজ্ঞাসা করিয়া। ছাড়িদিল সে দুয়ার, ভাট বলে বার বার, এবার আইনু উতরিয়া ॥ চতুর্থ দুয়ারে পরে, ত্বরায় প্রবেশ করে, দ্বারি গণে হেরে পদ-স্থির। কাছে আসি দেখে তায়, কোন ঠাঁই কেহ ধায়, নয়নেতে বহিছে রুধির ॥ নিরখিল কোন-খানে, পরিপূর্ণ বন্দুয়ানে, দাপে বীর সেপাহির পারা। কার সাধ্য কেবা সরে, ধমকে জীয়ন্তে মরে, যমকে চমকে বুঝি তারা ॥ কিবা কত কব তার, সবে যেন অবতার, প্রকাণ্ড শরীর কেহ ধরে। ছোটে তীর তারা সম, উপমায় নিরূপম, হেন বল রাখে কলেবরে ॥ কোথায় করিয়া থানা, কোন জন দেয় হানা, নাহি মানা মানে কার বোলে। বন্দুকের দুম দামে, প্রহরীর থুম থামে, বাক্য নাহি শুনা যায় গোলে ॥ আতঙ্কে পরাণ কাঁপে,

কেহ কারে ধরি চাপে, কেহ চাপে ধরি শোষে তীর। কেহ করে হায়২, মল্লগণে ঠায়২, কোন দিকে ঝোঁকে কোন বীর ।। ভয়ঙ্কর কলেবর, চরণাঘাতে বিবর, ধরায় ধরায় কত স্থানে। হেরি ভাট বলে বাপ, ধন্য২ বীর দাপ, প্রভাপে তরাস মনে মানে ।। প্রবেশিতে দ্বারে পরে, কৃতান্তের সম ধরে, কাঁহা যাও বলি দ্বারী তায়। ভাট ভাবে কব কায়, পুনর্ব্বার একি দায়, কিরূপে ছাড়াই এ বেটায় ।। ভয়ে কোন মতে শেষ, বুঝাইল সবিশেষ, সকাতরে সবিনয়ে ভাট। সাধু জানি করি হাঁপ, কহে যাও চুপ চাপ, অবিলম্বে ছাড়িয়া কপাট ।। বিষম পঞ্চম দ্বার, ভাট হৈল আগুসার, কেবা তার কবে বিবরণ। মোগল মাগান কণ, ফিরিতেছে অগণন, পিরুইয়া পারসীয়া গণ ।। থমকে ঝমকে সাজ, শিরেতে আড়ুয়া তাজ, ভীষণ বল্লম ধরে করে। হুহুঙ্কারে উড়ে প্রাণ, করে করে খরশাণ, হাতিয়ার ধার শোভাকরে ।। কেবা কারে যায় রুখে, নিজ রব করি মুখে, অন্য মুখে নাহি সরে বাক। চীৎকার ঘের ঘার, কলরব অনিবার, সরিবার নাহি স্থান ফাক্ ।। কে কাহারে ধরি টানে, ছুড়িয়া ফেলে বিমানে, ভূমে পড়ে করে মহানাদ। পরদেশী লোক যত, বল বুদ্ধি সব

হত, মনে মনে গণয় প্রমাদ ।। ঠুকে তাল যেন কাল, কোন ঠাঁই ধায় মাল, ইট পাট পদ ঘায় গুঁড়া । কেহ করে গণ্ড গোল, কেবা শুনে কার বোল, কেহ কান্দে খেয়ে লাথী হুড়া ।। কেহবা বুঝায় তায়, কেহ রাগি তারে ধায়, দুপ দাপ করে মারা মারি । ভয়ানক ধরি বেশ, কে কাহারে মারে ঠেশ, কেহ কর কেহ কেশ ধারী ।। কোন জন খেয়ে মারি, নয়নে বহিছে বারি, পলায়ন করে কোন ঠাঁই । ভাট বলে এই বার, কিরূপে হইব পার, আর বার ঘটিল বালাই ।। ধরিয়া সাহস কায়, যাইতে দুয়ারী তায়, জিজ্ঞাসা করিল কোন হায় । জানিয়া বৃত্তান্ত তার, ছাড়িল আপন দ্বার, ভাট বলে বাঁচিলাম হায় ।। প্রবেশিয়া ষষ্ঠ দ্বারে, নিরখিল পুনর্ব্বারে, ছেয়াদ মল্লিক আদি গণ । ঘাটি ঘাটি রক্ষা করে, সোঁটা লাঠী করে করে, নিজ নিজ স্থানে নিয়োজন ।। পালি পলশীয়া জাতি, ফুলায়ে বুকের ছাতি, ফেরে করে ধরে অস্ত্র শাণ । সুইজ সাস্কব যত, চারি ভিতে অবিরত, সবে করে শুলুক সন্ধান ।। পাইলে ছিঁচাল চোর, অমনি করয় শোর, বজোরে বিকট করে নাদ । নষ্টে গণে কষ্ট তায়, সাধুর সঙ্কট যায়, ভয়ে প্রাণ হয় অবসাদ ।। ফাঁসিয়া ফেরেব যারা,

জীয়ন্তে মুমূর্ষু তারা, মুহুর্ত্তেকে করে গেরেপ্তার। দন্তে দন্ত কড় মড়, মারে পৃষ্টে মুষ্টি ছড়, শঙ্কায় সকলে নবাকার ॥ কোপে দাপে কাঁপে কায়, পিপাসায় প্রাণ যায়, নাহি পায় কিঞ্চিত সলিল। তাহে যদি কথা কয়, নির্দ্দয় প্রহরী তায়, রাগে আগে ভাগে মারে কীল ॥ শুনি ক্রন্দনের রবে, কেটা বা নীরবে রবে, সবে কবে আহা মরি মরি। ওরে রে রক্ষক গণ আমারে কর বন্ধন, ধূর্ত্ত জনে তুর্ষ্ট পরিহরি ॥ হেরি ভাট কম্পে থরে, যাইতে না পদ সরে, মনে করে তরিব কি রূপে। কি জানি দুয়ারি বরে, চোর বলি পাছে ধরে, যদ্যপি গমন করি চুপে ॥ অতএব কার্য্য নাই, প্রকাশিয়া চলি যাই, তাহে না ধরিবে কোন জন। এত ভাবি দ্বারিচয়ে, কয়ে নিজ পরিচয়ে, তথা হৈতে করিল গমন ॥ পড়িল সপ্তম দ্বার, হেরে হয় চমৎকার, মজপুত রজপুত দল। সবে থাকে থাকে থাকে, ফেরে ফেরে ফেরে পাকে, ডাকে জাঁকে করে হুল স্থুল ॥ কোন মাল মারে তাল, শব্দে কর্ণে লাগে তাল, ডরে তাল হয় কত জন। ধরি অস্ত্র যেন কাল, দাণ্ডাইয়া দ্বার পাল, কত শত কে করে গণন ॥ পাহারায় যেতে, বিরাজে বিবিধ জেতে, কেবা যেতে পারে

তাহে ছলি। পরসীয়া শেখ পাক, ভাগল ওয়ালী কাক, মোগল অধিক মহাবলী ॥ খাঙ্গন বরশা করে, টাঙ্গনাদি অশ্বোপরে, ফিরি ঘুরি করয় ভ্রমণ। দাপটে কপাট গণ, কিসাধ্য করে গমন, থরং করে প্রাণ মন ॥ দেখি ভাট বলে হায়, ধন্য দ্বারী পাহারায়, মাছি বুঝি এড়াইতে নারে। নিরখে নিকটে তায়, ফটকে আটকে কায়, ভেল ভেল চাহে আর মারে ॥ বাজে দায় জুয়া জার, পরিপূর্ণ কারাগার, হাহাকার শব্দে উড়ে প্রাণ। মরি মরি যাই যাই, নিনাদ শুনিতে পাই, কেহ কহে কিসে পাব ত্রাণ ॥ এইরূপ হেরি পরে, ভয়ে ভাট নাহি সরে, মনে ভাবে কি করি তরিব। এবার হইলে পার, এনগরে পুনর্ব্বার, না আসিব যত কাল জীব ॥ ভরসা বান্ধিয়া পর, পূর্ব্বমত সুগোচর, দ্বারি গণে করি সমাচার। চলে অতি বেগভরে, নগরে প্রবেশ করে, এড়াইয়া সপ্তম দুয়ার ॥ নিকটে কেল্লার ছল, সৈন্যদল কোলাহল, টল টল করয় সহর। হাট বাট পরিসর, অট্টালিকা আলোকর, হাজার বাজার শোভাকর ॥ তস্য পরে রাজবাটী, শোভে অতি পরিপাটী, দরশনে নয়ন যুড়ায়। বালাখানা সুশোভিতে, নহবত নৃত্য গীতে, পরি পূর্ণা পুরী

সুপ্রভায় ॥ দ্বিজ গণ অবিরত, বেদধ্বনি করে কত, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে অনিবার। শুবণে প্রফুল্লকায়, কিবা সাধ্য বর্ণ্ডিবায়, বাখানিল ভাট বার২ ॥ সম্মুখেতে রাজ দ্বার, হেরি হয় চমৎকার, আনন্দে হইল আগুসার। যম সম জমাদার, দ্বারি গণ রাখে দ্বার, ভণে দ্বিজ শ্রী কালীকুমার ॥

অথ ভাটের অরুণ পুর প্রবেশ
ও রাজার সহিত কথা॥

পয়ার ॥ হেরি রাজ নিকেতন পুলকিত কায়। সাক্ষাত করিতে রাজে দ্রুত ভাট যায় ॥ কালান্ত কালের প্রায় দ্বারে জমাদার। উত্তরিয়া নিকটে জানায় সমাচার ॥ সুখকর সম্বাদ শুনিয়া দ্বারপাল। ছাড়ি দিল দ্বারে যেতে যথা মহীপাল ॥ নৃপের নিকটে পরে করিতে গমন। সভার শোভন হেরি পুলকিত মন ॥ পাত্র মিত্র দেওয়ান মনসী কারজন। দপ্তরির মোহরির কাগজে নিপুণ ॥ পুরোহিত দ্বিজ বৈসে পণ্ডিতাদি কত। কথক পাঠক কবিরাজ শত শত ॥ ভাঁউয়ে ভর্ত্তক ভাক্ত ভাঁড় ভট্ট গণ। ভূপতির যশোগুণ গানেতে মগন ॥ ফুকারে নকিব খাড়া আসা সোঁটা দার। টানা পাখা টানে২ টানে অনিবার ॥ প্াহারায় চুপ চাপ দাপ করে

সুখে। দরবার হেরি ভাট হরষিত সুখে ॥ ভূপের সম্মুখে পরে করি যোড় হাত। প্রণম্য সভাস্থ গণে করে প্রণিপাত ॥ দাণ্ডাইয়া দণ্ডধরে সব সমাচার। বিভার সম্বন্ধ বার্ত্তা করিল প্রচার ॥ সমারের বিবাহের সম্বাদ শুনিয়া। জিজ্ঞাসিল মহীপাল ভাটেরে ডাকিয়া ॥ কাহার তনয়া কন্যা কোথায় বসতি। কিবা রূপ গুণ যুক্ত হয় নরপতি ॥ কন্যার বয়স কত সুন্দরী কেমন। বিশেষিয়া কহ শুনি বিশেষ কথন ॥ কেমন ভূপের সল শীল সুশীলতা। আছয় কেমন শক্তি কিরূপ যোগ্যতা ॥ ভাট কহে নরকান্ত করহ শ্রবণ। জ্ঞাত আছি ভূপতির সব বিবরণ ॥ মহীপতি মহীপতি কাঞ্চন নগরে। সলীন কায়স্থ গৌরাকান্ত নাম ধরে ॥ রূপ গুণ যুক্ত দুই পুত্র সুলক্ষণ। জ্যেষ্ঠ পূর্ণ্চন্দ্র আর কনিষ্ঠ মোহন ॥ পরমা সুন্দরী এক তনয়া তাহার। নাম শশী হায়ে শশী বদনে যাহার ॥ চাঁচর চিকুর ওষ্ঠ বিম্ব সমতায়। হারিল কামের কান্তা রূপের তুলায় ॥ নীল পদ্ম নিরূপম সহ তার অক্ষি। নাসায় নাসয় তুল দিতে সারী পক্ষি ॥ কুচ স্বর্ণগিরি নাভি কাম সরোবর। মৃণাল জিনিয়া হস্ত পদ করি কর ॥ নির্গুণ তাহার গুণ কহিবারে নারি। নানা

শাস্ত্র সুগোচর চমৎকার নারী ॥ বয়স ষোড়শ বর্ষ সর্ব্ব মনোরমা। বর্ষিতে বর্ষেতে বর্ষ না দেখি উপমা॥ ভূপতির প্রতাপে রাবণ সম নয়। পুত্র সম পালে প্রজা সবে সুখে রয় ॥ নরপতি বয়াধিকা দেখিয়া সুতায়। চিন্তিত হইয়া মোরে পাঠান এথায়॥ বিবাহ যদ্যপি হয় শুন নরপতি। মনোমত কন্যা পাবে সর্ব্ব গুণবতী॥ শুনিনু লোকের মুখে তোমার তনয়। মনোহর নাম রূপ মনোহর হয়॥ হেরিতে সে মনোহরে হয়ে পুলকিত। হজুরে হাজির আসি হইনু ত্বরিত॥ দেখিব কেমন পাত্র সুপাত্র কেমন। কিবা রূপ কিবা গুণ কেমন গঠন॥ শ্রবণে হইল ভূপ হরষিত মন। অঙ্গুলি হেলায়ে রায় দেখায় নন্দন॥ বসিয়া আছিল নব যুবক সভায়। মণি নাহি শোভে অঙ্গে অঙ্গের শোভায়। গোঁফের দিয়াছে রেখা নবীন২। বদন নিরখি চন্দ্র হইল মলিন॥ মনোহরে হেরি হয়ে ভাট নিজ জ্ঞান। মরি২ বলি কত করিছে বাখান ॥ কিবা অপরূপ রূপ না হেরি এমন। রূপ সয়ে নারী মন সফরী যেমন॥ যার প্রতি করে লক্ষ্য এই গুণমণি। জীবনে সংশয় বুঝি হয় সে রমণী॥ এই পাত্র যোগ্য তার তনয়া যেমন। জানাইতে গৌরীকান্তে ভাট কৈল মন ॥ সম্বোধন

করিয়া অরুণাধিপে কয় । কি আজ্ঞা করহ শীঘ্র যাব মহাশয় ॥ ঘটন হইবে কি না কহ নরপতি । শুভ কর্ম্ম পূর্ণ করা ভাল শীঘ্র গতি ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি করিয়া বিচার । উচিত বিবাহ দেয়া যুক্তি কৈল সার ॥ সভা সুদ্ধ আর সবাকার লয়ে রায় । পুত্র বিভা দিব ভাটে কহিলেন রায় ॥ অনুমতি পেয়ে ভাট হইল বিদায় । দরবার ছাড়ি আসি পড়িল থানায় ॥ পূর্ব্বমত এড়াইয়া যায় সবস্থান । সম্বাদ কহিতে গৌরীকান্ত বিদ্যমান ॥ যাইতে২ কত করিছে মনন । পাইনু সুন্দর ভাল রাজার নন্দন ॥ শুনিলে পাত্রের তত্ত্ব কাঞ্চনাধিপতি । নাহি জানি দিবে মোরে কত রত্ন মতি ॥ তনয়া যেমন হৈল তনয় তদ্রূপ । সন্তোষে সন্তোষ যুক্ত করিবেন ভূপ ॥ এইরূপ ভাবিয়া আনন্দে চলি যায় । উপনীত হৈল পরে রাজার সভায় ॥ সভাসদ সহ আছে গৌরীকান্ত রায় । নিকটে যাইয়া ভাট সম্বাদ জানায় । কন্যার সম্বন্ধ করি আইনু রাজন । শ্রবণ করহ সবানন্দ বিবরণ ॥ জানিতে বিশেষ বার্ত্তা ভূপতি চঞ্চল । ভাটে ডাকি জিজ্ঞাসিল সমাচার বল ॥ কোথায় পাইলে পাত্র তনয় কাহার । কোন দেশে বাস করে কিবা নাম তার ॥

রাজার তনয় কি না চাহি শুনিবার। কিরূপ সে দেশে বল আচার বিচার॥ কিবা রূপবর বর বিদ্বান কেমন। ভাট কহে মহাশয় করি নিবেদন॥ অরুণ নামেতে পুর রাজা গুণধাম। প্রতাপে রাবণ সম সর্ব্ব গুণধাম॥ মনোহর তার পুত্র সুন্দর সুঠাম। রূপের কি কব কথা গুরু মানে কাম॥ বয়স নবীন অতি ললিত গঠন। হেরিলে নারীর মন হয় উচ্চাটন॥ গুণবান সর্ব্ব শাস্ত্রে সুমধুর হাস। অধিক কি কব সুধাময় যার ভাষ॥ ভূপের নিকটে সবে সব সমাচার। বিবাহ নির্ব্বাহ হেতু করিনু প্রচার॥ শ্রবণে বিচার করি নৃপ দিল সায়। আনন্দে মগন হৈল সভ্যেরা সভায়॥ শুনিয়া আমার মুখে তব নাম ধাম। হইল ব্যাকুল চিত্ত পাত্র গুণধাম॥ বিবাহ যদ্যপি দেহ শুন মহীপাল। সুখে রবে নন্দিনী তোমার চিরকাল॥ এতেক শুনিয়া গৌরীকান্ত আহ্লাদিত। হইল কন্যার বিভা জানিল নিশ্চিত॥ তথাপি সম্পন্ন বিনা অন্তরে অস্থির। ব্রাহ্মণে কহিল দিন করিবারে স্থির॥ জ্যোতির্ব্বেত্তা গণক পণ্ডিত যত ছিল। সবে মিলে দিন স্থৈর্য্য করিয়া কহিল॥ বিবাহের সম্বাদ শুনিয়া পুরবাসী। দিবস যামিনী

রহে মহানন্দে ভাসি ।। বিবরণ লিখি এক পত্রে নরপতি । পাঠাইল গুণধাম রাজার সংহতি ।। হস্তে লয়ে পত্র দূত হরিষ অন্তরে। অরুণপুরেতে আসি প্রবেশিল পরে ।। পত্র দিল আনি ভূপতির বিদ্যমান। পাঠ করি পুলক অতুল পরিমাণ।। প্রত্যুত্তর লিখি দূতে করিয়া অর্পণ । সচেষ্টিত বিভার করিতে আয়োজন।। অন্য চিন্তা শশী অস্ত ত্বরিত হইল। আনন্দ আদিত্য হৃদি গগণে উঠিল ।। ধুমধাম দামামার শব্দ কোলাহল । প্রস্তুত হইল দ্রব্য আজ্ঞায় সকল ।। এথানে পত্রিকা লয়ে কাঞ্চন নগরে। পঁহুছিল দূত গিয়া প্রহর অন্তরে ।। পত্র দিয়া ভূপেরে কহিল সমাচার। শুনিয়া সকল বার্ত্তা আনন্দ অপার ।। নানা শব্দে নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। নগর নাগরী গণে দেখিতে পাইল ।। চারিদিগে ছুটিছে কামান দুড়২ । নহবত ঢেমসা বাজিছে গুড়২ ।। জগঝম্পে দম্ফে ঢোল ঢাকে রাখে তাল। নিরখিতে সাজে বৃদ্ধ বনিতা আবাল ।। উচ্চ করি তুরী ভেরী বাজে অনিবার । ঠনাঠন বাজে ঘড়ী দুয়ার দুয়ার।। গীত বাদ্য পুলকে পূরিল সর্ব্ব ঠাঁই। পুরীর হেরিলে শোভা হরয় বালাই।। পাহারা বসিল সব থানায় থানায়। দুষ্টজনে দৃষ্টে বান্ধে

মোড়ায়২ ।। ধূম ধাম সেপাই করিছে দ্বার দ্বার। কৃতান্ত ডরায় হেন বৈসে জমাদার ।। ডাকাত্ চোরেতে পূর্ব্ব ছিল কারাগার। হাতে কড়ি পায় বেড়ী করে হাহাকার ।। রাজাজ্ঞায় বন্ধন ঘুচায় সবাকার। তরাসে নিকটে আসে ভরসা কাহার ।। নিশান উড়িছে হয় কর্ম্মী সুসজ্জিত। ডঙ্কায় মারিছে ডঙ্কা বেড়ে চারি ভিত ।। দ্বারে রম্ভা তরু পূর্ণ কুম্ভ আম্রসার। বিবিধ সুদৃশ্য ছবি দৃশ্য চমৎকার ।। স্থানেং চাকর নৌকর সব খাড়া। গালিচা দুলিচা ভাল মজলিসে পাড়া ।। দেয়ালে দেয়ালগিরি বিস্তর প্রকার। কড়িতে কাঁচের ঝাড় তড়িত আকার ।। থামে২ রাখে পাখী শ্যামা শুক শারী। সভায় শোভায় বান্ধা হুকা সারি২।। পেঁচাউ সটকা মুখনলে নব শাখা। মোরছাল চামর আড়ানি কত পাখা ।। আয়োজন হৈল সব দেখিতে সুন্দর। সভায় বসিল আসি কত গুণধর ।। কালয়াত্ কাওয়াল খেয়ালী টপ্পা বাজ। ভাঁড় ভাট ভেড়ুয়া বেড়ায় করি সাজ ।। বাই খেমটা ওয়ালী ফিরিছে ঠাঁই২। হরিষে সবার আর পরিসীমা নাই ।। সর্ব্ব ঠাঁই সর্ব্ব বস্তু করি নিয়োজন। সুতায় হরিদ্রা দিতে কহিল রাজন ।। আজ্ঞা মাত্রে সকলে হইল ত্বরাবান্।

করিবারে শুভ কর্ম্ম সুখে সমাধান ॥ পুরবাসী সবে মনে আনন্দে পূরিল। শ্রীকালীকুমার গ্রন্থ ভাষায় রচিল॥

অথ রাজ কন্যার গাত্রে হরিদ্রা॥

পয়ার॥ হরিদ্রা মাখাতে আজ্ঞা দিল নরপতি। রাজ সুতা কাছে ধায় যতেক যুবতী॥ চলিতে ভাবের ভরে ডগ মগ মন। এসং শশিমুখী করে সম্বোধন॥ সবে আসি হাসিং সম্ভাষিছে তায়। করে মঙ্গলাচরণ হরষিত কায়॥ শুভ সমাচার শুনি পুরনারীগণ। পুত্র কন্যা কক্ষে করি যায় জনে জন॥ নানা স্থানে নানা দ্রব্য আছে নিয়োজন। সারিং নারী সবে করে নিরীক্ষণ॥ কোনঠাই দধি দুগ্ধ ছেনা। ভারং সন্দেশ মিঠাই মিষ্ট অন্ন সুবিস্তার॥ আম্র জাম কাঁটাল জাম্বীর আদি ফল। থরেং থরেং করিছে উজ্জ্বল॥ করেং কিংকরে করয় আয়োজন। যেথানে যেমন বস্তু হয় প্রয়োজন॥ হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে রামাগণে। পূরিল রাজার পুরী আনন্দ ভাজনে॥ বিচিত্র বিচিত্র সাটী পরি সখী সবে। লইয়া হরিদ্রা তৈল ধীরে যায় তবে॥ মল্লিকা কুসুম তৈল গন্ধে প্রমোদয়। বাটি ভরি চঞ্চল গমনে উতরয়॥ অগোর চন্দন আদি কাঞ্চনের থালে। হরিদ্রা

সহিত মিলে শোভিতেছে ভালে ।। সুগন্ধি পুষ্পের মালা গাঁথা কার করে । বসন্ত লইয়া সঙ্গে দাড়াইল থরে ।। নারী মধ্যে ছিল এক পাড়া কুন্দলিয়া। হেরিয়া কহিছে এক রামাকে ডাকিয়া ।। সরম ভরম গেল সরমের কথা । আইং আয়োজন হেরে পাই ব্যথা ।। এই সব দ্রব্য কি রাজার যোগ্য তায়। মরিলো ঘৃণার কথা কহিব কাহায় ।। এক কন্যা ভূপতির আছিল সংসারে । কি সামগ্রী কৈল তার বিভা অনুসারে ।। ছিছি মেনে কভু নাহি দেখেছি এমন । ষষ্ঠী পূজা আট কৌড়ি যোগ্য আয়োজন ।। সোহাগের ধন রাজ নন্দিনীর বিয়া। কৃপণতা দেখে যায় বিদরিয়া হিয়া ।। এই কি ভূপের মত প্রস্তুত সকল । শুনিলে নগরে লোকে কি বলিবে বল ।। আমরা যে আসিয়াছি দরশন তরে। হেন জন নাহিক যে আবাহন করে ।। এমত নহে যে আসিয়াছি ইচ্ছামতে । আমন্ত্রণ রাখিবারে আইনু বিব্রতে ।। এইরূপ কথা কত কহে রাগ ভরে । নষ্টের স্বভাব শিরে সদা বাস করে ।। কিন্তু তাহে সলজ্জিতা হয়ে রাজ রাণী । সান্ত্বনা করিল তাহে বলি মিষ্ট বাণী ।। নানা কার্য্যে সদা হয় আবৃত থাকিতে । সমাদর সেই হেতু নারিনু করিতে ।।

তাহাতে দুঃখিতা না হইবা কোন জন। ক্ষমা কর অদ্য মম এই নিবেদন॥ আপনার ঘর বাটী আসিয়াছ সবে। বেজার হইলে শুনি লোকে কিবা কবে॥ এই মত নানাবিধ মিষ্ট আলাপনে। স্তুতি নতি করি তৃপ্ত করে জনে জনে॥ কাঙ্গাল্ ভিখারী এথা বিভার সম্বাদে। ঊর্দ্ধ করে নৃত্য করে পূরিয়া আহ্লাদে॥ রাঘব ব্রাহ্মণ কত চলে অনিবার। ধন লোভে ধায় দুঃখী রাজ দরবার॥ দেখি সবাকারে শীঘ্র আপনি অমনি। খুলি দিতে ভাণ্ডার কহিল নৃপমণি॥ নানা মণি রত্ন ধেনু বস্ত্র অভরণ। অবিরত শত২ করে বিতরণ॥ জয়২ শব্দ করি করে আশীর্ব্বাদ। চলি যায় সবে লয়ে করিয়া আহ্লাদ॥ এথানে তরণী গণে কৌল রীতি মতে। হরিদ্রা মাথায় শশী অঙ্গ রূপাগতে॥ সে অঙ্গে কি শোভে ছার হলুদী মিছার। তাপে স্বর্ণ পোড়ে হারি করিয়া স্বীকার॥ রূপের তুলায় রতি হইবে কিংকরী। চঞ্চলা চঞ্চলা হৈল গুমরি গুমরি॥ হেন দেহ সাজাইতে কিবা শোভা পায়। কাঞ্চনে মাখালে কাঁচ কি ফল তাহায়॥ কেহ পরিহাস করি কহে আহা-মরি। শশির বিবাহ হবে ওগো সহচরি। মঙ্গলাচরণে সখী আছে নিয়োজন। চল চল ভুমে শশী

করি দরশন ॥ কাছে আসি হাসি২ রাজনন্দি-
নীর। পাতিল বাক্যের জাল হেলায়ে শরীর ॥
কহে শুন কিবা সুখ ঠাঙ্গর কন্যার। যৌবনে মিলি-
ল পতি আনন্দ অপার ॥ প্রজাপতি এত দিনে বুঝি
সানুকূল। ছুটিল সৌরভ ভাল ফুটিল সুফুল ॥ মধু-
লোভে মধুলোভা ভ্রমিবে তাহায়। বিধির নির্ব্বন্ধ
বিনা কেবা সুখ পায় ॥ কেহ বলে এত দিনে পুরিল
বাসনা। নির্ব্বাণ করিল ধনী কামাগ্নি যাতনা ॥ আহা
রাজবালা রূপে যেমন রমণী। পাইয়াছে নিজপতি
অতি গুণ মণি ॥ পতি বিনা যত দুঃখ সহিয়া আ-
ছিল। বিবাহের ফুল ফুটে সকল ঘুচিল ॥ এর বাড়া
শ্লাঘ্য আমাদের কিবা আছে। সুখের সর্ব্বরী বুঝি
পোহাইল কাছে ॥ মনের বেদন বেনে বিচ্ছেদ হই-
ল। কালেতে ঠাঙ্গর ঝার ঠাঙ্গর মিলিল ॥ পূর্ব্বাপর
আছে এই শাস্ত্রের লিখন। দুঃখ বিনা সুখ কভু না
হয় ঘটন ॥ মদন জ্বালায় ধনী ছিলা জ্বালাতন।
তাহার সে শরে বল কি করে এখন ॥ সে সব আগু-
ণ এবে হইল বিগুণ। সুখের সঞ্চারে সব প্রকাশয়
গুণ ॥ রঙ্গে ভঙ্গে রস রঙ্গ করি কত কয়। লজ্জায়
কমল মুখী অধোমুখী হয় ॥ শশির নিকটে আসি
কেহ হাসি কয়। আইবড় ভাত খাবে অদ্য সমা-

নয় ॥ মরি মরি যে যাতনা আছিলা সহিয়া। পতি লয়ে যুবতি শীতল কর হিয়া ॥ প্রেমাম্বুজ প্রস্ফুটিতা হইল হৃদয়। মনোমত হৈল আর ম-অথে কি ভয় ॥ হর কাল চির কাল সুখে সহ পতি। চাহিবানা এর পর আমরা প্রতি ॥ নাগরে মিলি-য়া সুখ সাগরে ভাসিবে। আর কি সুমিষ্ট ভাষে এ সবে ভাষিবে ॥ শুনিয়া ধনীর বাণী কহে রাজ-বালা। কেন গো দ্বিগুণ আর জ্বালাইছ জ্বালা ॥ যুবতী পাইলে পতি কথা কি না কয়। বাক্য যন্ত্র কেন তবে বদনেতে রয় ॥ আর দেখ তাই যদি হই-ত প্রমাণ। কে কাহারে কহে তবে কথার সোপা-ন ॥ তুমি কি আমার সহ করিতে আলাপ। অকা-লেতে কেন ধনি দেখিছ প্রলাপ ॥ চিত্রে সখী কহে চিত্ত প্রফুল্ল হইল। যেমন কহিল ভাল উত্তর পাই-ল ॥ কিন্তু ধনী নিজগুণে চতুরা যেমন। চতুর নাগর আসি মিলিল তেমন ॥ বিধাতা নিষ্ঠুর নহে জানাগেল ঠিক। রসিকায় দিল ভেট রতন রসিক ॥ যত সাধ ছিল পূর্ণ কৈল মহীপাল। নাগর পাইল ভাল ধনীর কপাল ॥ এইরূপ কৌতুকাদি করিয়া সকলে। মাখাইতে হলুদী শশির কাছে চলে ॥ যত সখী মাজি দিল সকোমল দেহ। লইয়া ফুলেল

বেশ অঙ্গে দেয় কেহ।। এয়োগণে হুলুং করে সুং গান। শীতল নির্মল জলে করাইল স্নান।। মুছিয়া অঙ্গের বারি করিয়া যতন। অগৌর চন্দন তাহে করিল লেপন।। যাহার সুগন্ধ বহে গন্ধবহ সহ। ভ্রমর ভ্রময় পাশে করিয়া কলহ।। করাইল দিব্য নব বস্ত্র পরিধান। সেরূপ হেরিলে যায় যুবকের প্রাণ।। মণি ময় ভূষণে ভূষিত কৈল কায়। দরশন কৈলে কাম নাহি জাগে কায়।। বসিল আসিয়া ধনী রত্ন সিংহাসনে। হরিদ্রা মাখিল শেষে সব নারীগণে।। স্নান করি যত নারী শশী সহ করে। আইবড় ভাত খাওয়াইল ঘরেং।। শঙ্খ নাদ বাদ্য ভাণ্ড হইতে লাগিল। পুলকে পূরিয়া গ্রন্থ অমার রচিল।।

অথ রাজপুত্রের গায় হরিদ্রা।।

পয়ার। এথায় অরুণপুরে গুণধাম রায়। শুভ কর্ম্ম হেতু হৈল হরষিত কায়।। সর্ব্ব ঠাঁই করিলেন সর্ব্ব আয়োজন। যাচক ভিক্ষুকে দিল নানাবিধ ধন।। কারাগারে বন্দুয়ানে করিল মোচন। বাজিল দামামা সুখে ভাসে লোক জন।। আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল পুর নারী। মঙ্গল বিধান করে সবে সারিং।। আজ্ঞা দিল হরিদ্রা মাখাতে মহীপাল। আসে দাস দাসী ভরি কণকের থাল।। জাতী যুথী প্রভৃতি ফুলের

সহকার। সুগন্ধি চন্দন চুয়া শোভে করে কার ॥ বঙ্গল বান্ধুলি ফুলমালা কেহ লয়। নৃপনন্দনের কাছে উপনিত হয়॥ স্ত্রীআচার পূর্ব্বাপর আছয় বিভায়। সেই হেতু নারী গণে হরিদ্রা মাখায় ॥ দাস গণে প্রস্থান করিল অন্য কাজে। কুমারে ঘেরিল বামা অপরূপ সাজে॥ হুলুধ্বনি যত ধনী করে অনিবার। পূরিল শঙ্খের নাদে ভবন রাজার ॥ কেহ আসি হাসি২ নৃপতি কুমারে। কপালে হলুদী দিয়া চাহে আঁখি ঠারে॥ কেহবা মর্দ্দয় তৈল আনিয়া সুগন্ধ। পরিহাস করে কেহ যেরূপ সম্বন্ধ॥ কেহ বলে শুন ওহে ভূপতি কুমার। যেমন কপাল তব হেন আর কার॥ পরম্পরায় শুনিলাম গৌরীকান্ত সুতা। রূপে মহীমান্যা নাকি সর্ব্ব গুণ যুতা॥ তাহাতে নবীনা পুনঃ তুমিও নবীন। হইল ঘটন ভাল শুভ হৈল দিন॥ কামিনী লইয়া দিবা যামিনী যাইবে। ডাকিলে তখন আর কথা না কহিবে॥ একেত আমরা অতি কুরূপা কুভাব। মজিয়া থাকিবে পেয়ে নবীনার ভাব॥ সুভাবে সে ভাবে সদা মিলিবে স্বভাব। দিন২ বাড়িবেক সুখের প্রভাব॥ পুলকে পূরিবে ছয় ঋতু অনুরাগে। রাগিণী ছত্রিশ ছয় রাগের সোহাগে॥ ঘুচিল দুরন্ত জ্বলা অদেহের শর। বাক্‌চক্র

চক্রবাক্ কোকিলের স্বর ।। ভ্রমর ঝঙ্কার এবে কর্ণে লাগে শূল। সেই সব কালক্রমে হবে অনুকূল ।। এখন নাসহে মন্দ২ সমীরণ। তখন হইবে ইহা সুখের কারণ।। এবে কলেবর দহে লাগিলে চন্দন। শীতল করিবে দেহ সে পুনঃ তখন ।। অমিলন যন্ত্রণা হইল স্থানান্তর। হৃদয়ে উদয় হবে প্রেম দিবাকর ।। যুবতী লইয়া যাবে হর্ষে চিরকাল। ভাল২ রসরাজ ভাল তব ভাল ।। একে তব নব বয়ঃ মিলিবে নবীনা। সন্তোষ হইবে কিসে উপযুক্ত বিনা ।। প্রবীনা কামিনী মোরা সে সব যোনিতে। কাজে২ না চাহিবে আমা সবা ভিতে ।। আছিল পুরাণ বাগী আর রূপবতী। সে পুনঃ হাসিয়া কহে যুবরাজ প্রতি ।। নাতি২ বলিয়া করিল সম্ভাষণ। রূপযুত নৃপ সুত করেন শ্রবণ ।। কহে ভাল একি২ ভূপতি নন্দন। বিবাহের ফুল ফুটে ফিরেছে গঠন ।। একি যেন চিনা ভার সে ভাব কোথায়। আগে ভাগে এভাব স্বভাব নাহি পায় ।। কামিনী ভামিনী পাবে বলে কি এমন। ছি ছি নির্লজ্জ বড় পুরুষের মন ।। নাহইতে সুমিলন এত ভাল নয়। বিবাহ কোথায় আর কার কি না হয় ।। অভিমান অহঙ্কার শোভা পায় তার। যুবতী যৌতুক যুগ্ন করে করে যার ।। আর এক রসবতী কহে

যুবরায়। পাইলে উত্তম কাল কালের প্রভায় ॥ রমণী মিলিল নাকি রমণীর মণী। অন্য নারী মনে নাহি হবে গুণমণি ॥ নব রস আস্বাদনে মত্ত হবে মন। পুরাতন প্রেমে আর কিবা প্রয়োজন ॥ একে তুমি তৃষিত চাতক সমতায়। জীবন পাইবা পেয়ে জীবন যোযায় ॥ হরিবে হরিষে কাল পূরিবে বাসনা। সাক্ষাত পাবনা মোরা করি উপাসনা ॥ নবোঢ়া নায়িকা হবে প্রৌঢা মোরা সব। আঁখির পলক মিলা হবে অসম্ভব ॥ এই মত করে ছল কথায় কথায়। হাসিয়া যুবতী গণে কহে যুবরায় ॥ কেন২ ধনি সবে কহ হেন বাণী। অসম্ভব সম্ভব নাহয় কভু জানি ॥ বিবাহ হইলে পরে কথা কি না কয়। উপহাস যোগ্য বাক্য কে করে প্রত্যয় ॥ নবীনা কামিনী যদি কোনজন পায়। অন্য নারী প্রতি সে কি ফিরিয়া না চায় ॥ একি বিপরীত কথা কহ অনুক্ষণ। কেনাহি রজত চাহে পাইলে কাঞ্চন ॥ নারীর সমান নহে পুরুষ পাষাণ। এক জনে ছাড়ি অন্য জনে দেয় প্রাণ ॥ প্রথম পিরীতি যবে করে সীমন্তিনী। কথায় কথার মূলে প্রাণ লয় কিণি ॥ কিছু দিন তার সহ প্রেম আলাপনে। বিরক্ত হইয়া পুনঃ ভজে অন্য জনে ॥ না করে বাসনা

তার কভু আরবার। ধেনু যথা নব তৃণ চাহে অনি-
বার॥ দেখ কত সুকঠিন রমণীর প্রাণ। দিয়া নিয়া
প্রাণ মন অন্যে করে দান॥ যখন যাহার কাছে সে-
ই মত তার। ধন্য২ নারী জালে ঘেরিল সংসার॥
যুবক হইল তাহে শফরীর প্রায়। লোভে পাপ
পাপে মৃত্যু নাহি জানে তায়॥ কেলিছলে যৌবন
জলেতে সদা ভ্রমে। একে বারে জালে বদ্ধ হয়
ক্রমে২॥ তখন চৈতন্য পেয়ে করে হায়২। বুদ্ধি
ফেরে চোর যবে পলাইয়া যায়॥ কামিনী কুহক
তন্ত্র কে বুঝিতে পারে। ত্রিভুবন পরাজয় মানিয়া-
ছে যারে॥ কেবলে সরলা নারী গরলের শেষ। প্র-
ণয় ভুজঙ্গ দিয়া নাশে অবশেষ॥ অবলা২ বলে
জানায় অবলা। নারী হৈলে বলহীন কারে বলি ব-
লা॥ বুকের উপরে করে ভূধর ধারণ। কটাক্ষেতে
জগতের হরে লয় মন॥ হেন বলবতী যেই কিরূপে
দুর্ব্বল। সবল জনের বল নাশে প্রতি পল॥ আপনা-
র গুণের বৃতান্ত নাহি জানি। কেন অনুচিত ধনি বল
নানা বাণী॥ আর দেখ কামিনীর প্রেমের স্বভাবে।
পর রতা হয়ে নিজ পতিকে নাভাবে॥ জল মান
বিসর্জ্জন অনায়াসে করে। নাচাহে পতির প্রতি সর-
মের তরে॥ একে ছাড়ি আরে আশা করে যত না-

রী। পুরুষ জাতিতে মোরা ইহা কভু নারি।। যদ্যপি বিধির বিধি ঘটয় এমন। পূর্ব্বভাব উদ্দীপনে তবু জ্বলে মন।। একবার যার করে সঁপিয়াছি প্রাণ। জীবন থাকিতে নহে অন্য ব্যবধান।। নূতন পাইলে ভুলে পুরাতন রস। যুবক হইয়া তাহা না করে পরশ।। দৈবের ঘটন পুনঃ তাই যদি হয়। প্রবীণার সুরস প্রবীন কে ভুলয়।। অতএব শুন ধনি নবীনায় মিলে। তোমাসবে না চাহিব কেমনে কহিলে।। ধনী কি কখন নাহি চাহে অন্য ধন। একে উপার্জ্জন করি আরে বিড়ম্বন।। তোমাসবাকার গুণে বদ্ধ চিরকাল। থাকিতে বকেয়া কর কেবা লয় হাল।। গ্রহণ করিব আগে তোমাদের কর। তবে ত লইব সেই কর পাতি কর।। এতেক শুনিয়া যত নারী গণে কয়। ভাল২ রসরাজ কৈলে সমুদয়।। বলিলে বলিতে হয় থাকিতে নাপারি। নাগর কঠিন যত তেমন কি নারী।। যুবতী জনম মিছে পরের অধীনা। নহে সুখী পরে তায় সুখ দিলে বিনা।। পরদুঃখে দুঃখী সদা পর লাগি মরে। স্ত্রী লোক করিল বিধি যাতনার তরে।। গত তেজ্যে আগতকে অনুগত করে। যুবকে যেমন নারী কিবা শক্তি ধরে।। পুরুষ ভ্রমর সম প্রস্ফুটিত ফুলে। মধু পান করে তাহে পুনঃ

যায় ভুলে ॥ নাচায় তাহার পানে পেয়ে নব রস। সরলা যুবতী তনু সম্প্রীতির বশ ॥ দেখ দেখি নাগর কি মনে করে তায়। তেঁই বলি মনে নাহি রবে যুবরায় ॥ নূতন২ ভাবে তুমি হবে ভাবী। পশ্চাত্ না চিণ পাছে তাই সদা ভাবি ॥ এই মত কত শত কহে কত জন। আনন্দেতে সবাকার পরিপূর্ণ মন ॥ পরে যত নারী গণে হরিদ্রা মাখায়। শীতল সলিলে স্নান করাইল তায় ॥ মার্জ্জন করিয়া দিল সুকোমল কায়। সুগন্ধ২ চুয়া মাখায় তাহায় ॥ পরিল নবীন নব বসন সুন্দর। সাজিল সুন্দরে কিবা দেখিতে সুন্দর ॥ এয়ো গণে তৈল কুঁড়া লয়ে জনে২। প্রস্থান করিল সবে নিজ নিকেতনে ॥ বাজিল বাজনা নানা শব্দ জয় জয়। রাজসুত মনে২ পুলকিত হয় ॥ নৃত্য করে পুরজন ঊর্দ্ধ করি হাত। শুভক্ষণে দিল ভূপ আইবড় ভাত ॥ রীতি মত ধার্য্য কার্য্য কৈল সমাধান। গগনে উঠিল শশী দিবা অবসান ॥ গীত বাদ্য পুলকেতে যামিনী পোহায়। শ্রীকালীকুমার গ্রন্থ রচিল ভাষায় ॥

অথ রাজ পুত্রের কাঞ্চন নগরাগমন ॥

পয়ার ॥ পর দিন শুভ লগ্ন পূর্ব্বে নরপতি। সুসজ্জ হইল যাত্রা হেতু শীঘ্রগতি ॥ ধুম ধাম কোলাহলে

পূরিল নগর। তনয়ের বিভা দিতে চলে নৃপবর॥ জয় জয় শব্দে সুখে ভাসে পুরবাসী। তুরী ভেরী সানায়ী বাজিল কত বাঁশী॥ বাদ্যকরে বাদ্যকরে লয়ে ঢাক ঢোল। একে বারে সহরে হইল মহা গোল॥ তুরঙ্গ মাতঙ্গ রঙ্গে সহিস মাহুত। সাজাইয়া আনে কত অযুত অযুত॥ উষ্ট্র খর খচ্চরে ডগরা ডঙ্কা বাজে। খামাদি পতাকা তার মাঝে মাঝে সাজে॥ অপরূপ সাজ করি সাজিলেন রায়। মোহনীয়া পোশাক হেরিলে মোহ যায়॥ মনোহর সাজাইল মনোহর বেশ। হীরা মতি জহরাত অভরণ বেশ॥ কিবা শোভা দিল কণ্ঠে মুক্তার হার। যেন কোটী নিশাপতি সমান বাহার॥ ধুক ধুকি মাঝে তার জ্বলে ধকং। শিরেতে আড়ুয়া তাজ করে চক মক॥ হীরক অঙ্গুরী করে দীপক সমান। শ্রুতি যুগে বীরবৌলি হেরে হরে জ্ঞান॥ পরিল উত্তম বস্ত্র উত্তম পোশাক। কাঞ্চন কলগা বুটি রহে থাক থাক॥ জড়াও জরির জুতা চরণে পরিল। বাজী আরোহিয়া করে চাবুক লইল॥ সজ্জা দেখে লজ্জা যুক্ত হয় রতি পতি। যাত্রা করে পুত্র বিভা দিতে নরপতি॥ করি পৃষ্ঠে উপবিষ্ট বরযাত্রি গণ। তুরক সোয়ার সঙ্গে চলে অগণন॥ আপনি উঠিল এক

অশ্বে নৃপমণি। সুরব গৌরব লোকে করে জয়ধ্বনি।। সিদ্ধিদাতা গণদেবে সকলে প্রণামে। শব শিবা পূর্ণ্ণ কুম্ভ হেরিলেন বামে।। রঙ্গে ভঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চলে বহু চর। বাই খেমটা নাচে তক্তারামার উপর।। বনাতি কানাত্ সংখ্যাতীত সঙ্গে চলে। আসা সোঁটাদার ধায় নিজ দলবলে।। চামর আড়ানি ছাতা মতির ঝালরে। চলি যায় জ্বলে তায় ঝিকি মিকি করে।। বাজার উর দ সঙ্ দ্রব্য ভার ভার। সেপাই লস্কর কত হাজার২।। পুলক পঙ্কজ সর্ব্ব হৃদয়ে উদয়। উত্তমাশা ভাস্কর ফুটায় সমুদয়।। নানা দেশ এড়াইয়া যায় নৃপবর। উপনীত হৈল পরে কাঞ্চন নগর।। সহরের শোভা দেখে সুখী হয় মন। বাখানয় পুনঃ২ যত লোক জন।। পুত্র সহ চলে ভূপ হেরি বহুতর। এখানে বৃত্তান্ত বলি শুন তার পর।। সুতায় হরিদ্রা দিয়া গৌরীকান্ত রায়। আনন্দে মগন হয়ে যামিনী পোহায়।। পরদিন সুপ্রভাতে উঠি দুর্গা বলি। প্রস্তুত করিল দ্রব্য আজ্ঞায় সকলি।। স্থানে২ করে বাদ্য বাদ্যকর সবে। আয়োজন প্রয়োজন যেমন সম্ভবে।। বেশ ভূষা অন্তঃপুরে করায় কন্যায়। হেনরূপ ত্রিভুবনে বুঝি নাহি আর।। চাঁচর

চিকুর বান্ধে বেণী বিনাইয়া। কাল ফণী অভিমানী লুকায় হেরিয়া॥ পরিল জড়িত শিঁথী তড়িত সমান। আঁটিল ঝুমকা ঢেঁড়ী যুড়ি দুই কাণ॥ কর্ণফুল বালা বৌলি মিশিল তাহায়। সেরূপ হেরিলে যুব জীবন হারায়॥ কাটিল সুন্দর টিপ ভালে শোভে ভালে। মাজিল গোলাবে অঙ্গ সহ যুগ্ম গালে॥ নাসায় নলক নথে করিল উজ্জ্বল। নয়ন ভরিয়া দিল সোরমা কজ্জ্বল॥ হরিণীর হরে দর্প হেরিয়া যাহায়। কটাক্ষে কটাক্ষ শরে মুনি মোহ যায়॥ অধর তাম্বুল দাগে করে টুক২। চিবুক নীচায় থেকে দেখিছে কৌতুক॥ কণ্ঠেদিল কণ্ঠমালা নীল মণি হার। চপলা২ হয় বাহারে যাহার॥ সুবরণ বাজু আনি বাজুতে বান্ধিল। থাকে২ তাহে পুনঃ ঝাম্পা ঝোলাইল॥ সহজে মৃণাল জিনি সুললিত কর। ভূষণে ভূষিত হৈল আর শোভাকর॥ আঁটি দিল সহচরী কঙ্কন তাহায়। ঝঙ্কারে ঝাঁকিয়া উঠে অলিদল যায়॥ মধ্যে পরাইল স্বর্ণ বালা মনোহর। আর২ অলঙ্কার হেরিতে সুন্দর॥ হীরার অঙ্গুরী পরে করাঙ্গুলী মূলে। হেরি নখে নিশাকর রহিয়াছে ভুলে॥ পয়োধরে কাঁচলি কসিল অপরূপ। রতিপতি ছাড়ে রতি হেরিলে সে রূপ॥ স্তন অগ্রে জ্বলে

হীরা চিক মিক করে। নিরখিতে প্রাণ যায় অদে-
হের শরে॥ ত্রিপেঁচ করিয়া কটী ঘেরিল বসনে।
চন্দ্রহার দিল পরে নিতম্ব ভবনে॥ পরিল চরণ
পদ্মে সুন্দর নূপুর। রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজে সুম
ধুর॥ নিরুপম বেশ করি বৈসে বিনোদিনী। চারি-
দিগে ঘেরি তায় বসিল সঙ্গিনী॥ এথায় মহীপ
করে অন্য আয়োজন। পূর্ব্বমত কৈল সভা হেরে
হরে মন॥ উড়িল পতাকা জয় যুড়িল সহর। করি-
ল সুন্দর সব হরিল অন্তর॥ বাজিল আনন্দ বাজনা
রাজার আজ্ঞায়। সাজিল বিস্তর লোক নিরখিতে
তায়॥ ছুটিল প্রহরী নিজ২ পাহারায়। যুটিল
দ্বিগুণ সহ গুণধাম রায়॥ কহিল আসিয়া দূত
গৌরী নৃপবরে। আইল কন্যার বর সহর ভিত-
রে॥ ধাইল অনেক জন হেরিবারে বর। পাইল সু-
পরিচয় হেরে মনোহর॥ অগ্র বাড়াইতে পাত্রে
পাত্র মিত্র গণে। প্রেরণ করিল ভূপ আনন্দিত
মনে॥ অনুমতি পেয়ে সবে উপনীত হয়। বরে
হেরে নয়নে না পলক পড়য়॥ যুবক যুবতী আদি
নিবাসী নগর। বাল বৃদ্ধ সবে চলে দেখিবারে
বর॥ মনোহরে হেরিয়া কহিছে যত নারী। মরি২
এরূপে মদন মানে হারি॥ কেহ বলে দেখ২ ওগো

গঙ্গাজল। কিবা কণ্ঠমূলে হার করে জ্বল২ ॥ কি সুন্দর কলেবর মরি হায় হায়। বিধি বুঝি গড়িয়াছে নির্জ্জনে ইহায়॥ যেমন যুবতী হৈল সেই মত পতি। হেন আর নামিলে ভুমিলে বসুমতী॥ কিবা মুখ কিবা বুক কিবা নাশা কাণ। কিবা নয়নের টাঠ কেড়ে লয় প্রাণ॥ কেহ বলে ওগো দিদি ভ্রমে নিশাকর। ও বদন সদনেতে প্রকাশিছে কর॥ ভ্রুভঙ্গে ভ্রুভঙ্গি হেরি হরিল চেতন। কিসে বাঁচে সে যে সদা করে দরশন॥ কিবা সুকোমল দেহ এ বুঝি অদেহ। পুনঃ বলে অদেহের নাহি আছে দেহ॥ ভস্ম হয়ে আরবার ধরিল কি কায়। কিবা অপরূপ রূপ হায় হায় হায়॥ কোথায় বঙ্গল ফুল হের দেখ আসি। মনোহর মুখে পুনঃ মনোহর হাসি॥ ইচ্ছা হয় দাসী হয়ে বিকাই উহায়। ঘরে গিয়া পোড়া চক্ষে দেখিব কাহায়॥ ভাতারের দশা সেই সতিনী বাঘিনী। ননদী সাপিনী কাল শাশুড়ী রাগিণী॥ কথায়২ সদা বরিষয় বাণ। পতির দুর্গতি হেরে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ মনের বাসনা করি জীবণে প্রবেশ। আর মেনে নাহি সহে কুবাক্যের ক্লেশ॥ একে ত দ্বিগুণ জ্বলি মদনের শরে। পুনঃ২ মন্দ ভাবে তাহে ঘরে পরে॥ তেজিব সে জল নহে ভজিব

উহারে। দয়া করে যদি বিধি মিলায় আমারে ॥ কেহ কহে সত্য বটে কহিলে লো ধনি। ঘরে কিসে যাব হেরে অই গুণমণি ॥ ভাবিলে স্বামির ভাব চক্ষে বহে জল। বাঞ্ছা করি তেজি প্রাণ ভখিয়া গরল ॥ নতুবা হিয়ার মাঝে রাখি ও নাগরে। গুরু-জন গঞ্জনা হেলায় হেলা করে ॥ যদি ও যুবক রায় হয় চাঁপা ফুল। যতনে খোঁপার মধ্যে পরি বেন্ধে চুল ॥ হলুদি হইয়ে মেখে রাখি কলেবরে। লজ্জা ভয় কুল মান বিসর্জ্জন করে ॥ কোন রামা কহে কণ্ঠহারেতে মিশাই। যদি ওই রূপবর যুবরে পাই ॥ এইমত কত শত কহে কত নারী। অনিমি-খে দাণ্ডাইয়া হেরে সারি২ ॥ সুরঙ্গ তুরঙ্গোপরে চলে যুবরায়। লোক জন অগণন আগে পাছে ধায় ॥ সঙ্গে গুণধাম নৃপ জনক যাহার। কি আর কহিব শোভা বিবরিয়া তার ॥ গৌরীকান্ত নৃপ-তির পাত্র মিত্র তবে। সম্মুখেতে দরশন দিল আসি সবে ॥ প্রণমিয়া মহীপালে আগে২ যায়। কাঞ্চন নগরবাসী হরষিত কায় ॥ ক্রমে২ রাজবাটী কাছে উতরয়। হেরিল অপূর্ব্ব পুরী অট্টালিকা ময় ॥ নানামত সুশোভন শোভে নানা সাজে। বালাখানা উপরেতে নহবত বাজে ॥ দ্বারে২ দ্বারপাল কাতারে

কাতার। খাড়া রহে করে২ ঢাল তরবাল॥ উপনীত হৈল গুণধাম নৃপরায়। ছাড়ি দিল দ্বারে যেতে যত পাহারায়॥ প্রবেশিল বরযাত্রী সহ মনোহর। অশ্ব হৈতে ভূমিতলে নামে যুববর॥ আপনি উঠিয়া গৌরীকান্ত নরপতি। সমাদরে সকলে বসায় শীঘ্রগতি॥ আপনি বসিল পরে লয়ে মিত্র পাত্র। নিকটেতে গুণধাম মনোহর পাত্র॥ অন্তঃপুরে নারীগণে করে হুলুধ্বনি। দেখিতে সুন্দর বর ধাইল রমণী॥ গবাক্ষের দ্বারে গিয়া করে নিরীক্ষণ। চাহি অপরূপ রূপ হারায় চেতন॥ কিবা শোভা সভার হইল বাখানয়। যুবরাজ যেন শশী তারা মাঝে রয়॥ চামর ব্যজন করে চাকর নৌকরে। শিরোতাজে ঝালর খেলিছে থরে২॥ সুরঞ্জন বর সর্ব্ব মনোনুরঞ্জন। আঁখির পালক তেজে হেরে রামাগণ॥ নরে দরশিয়া কেহ কহে রঙ্গ করি। আহা মরি রূপের বালাই লয়ে মরি॥ নবীন বয়স অতি সুন্দর গঠন। চাহিলে বারেক নাহি ফিরয় নয়ন॥ কিবা মনোহর বেশ মন্ত্র জিনি মতি। মনোমত শশিমুখী পাইয়াছে পতি॥ হেরিয়া বরের ভাব বিভাব সকলে। পরস্পর কত নারী কত মত বলে॥ পাত্রে পেয়ে গৌরীকান্ত হরষিত মন। দুইভূপে কৈল

নানা কথোপকথন ॥ বেহায়ী২ বলি উক্তায় সম্ভাষে। শ্রীকালীকুমার গ্রন্থ সুভাষায় ভাষে ॥

অথ স্ত্রীআচার ও পতি নিন্দ ॥

পয়ার ॥ শুভক্ষণে শুভলগ্ন হৈল উপস্থিত। কন্যা দান করিতে নৃপতি আনন্দিত ॥ বাদ্যভাণ্ড কলরবে পূরিল ভবন। উঠিলেন মন্ত্রাদিয়া সবায় রাজন ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণে দিল অনুমতি। পাত্র লয়ে প্রবেশিল পূরে নরপতি ॥ বরণ করিল আসি নারীগণে বর। বসিলেন পূর্ব অভিমুখে মনোহর ॥ নিকটে পশ্চিম আস্যে গৌরাকান্ত রায়। বলিহারি শোভন সুন্দর হেরিবায় ॥ মনোহর নববস্ত্র পরাইল বরে। সুবেরে কত নারী মনে২ বরে ॥ হুলু হুলু শব্দ মুখে করে শঙ্খ নাদ। অন্তরেতে সবাকার পুরিল আহ্লাদ ॥ কন্যা আনিবারে ভূপ দিল অনুমতি। সখী আদি চলে ধেয়ে অনেক যুবতী ॥ বসিয়াছে যেখানে সুধাংশুমুখী শশী। উপনীত হৈল তথা যতেক রূপসী ॥ নানা মতে নানা জনে করে সম্বোধন। কেহ বলে এস ধনি করিগে মিলন ॥ আর কেন অকারণে কর কাল ক্ষয়। আইল যুবক হৈল বিধাতা সদয় ॥ ঘুচিল দুরন্ত পঞ্চবাণের হুতাশ। এতদিনে প্রজাপতি পূরাইল আশ ॥ কেহ কহে ঠাকুর কন্যা

গো চল চল । এল তব প্রাণপতি প্রাণের সম্বল ।। অধোমুখী শশিমুখী শুনি লাজে হয় । সহচরী তুলে ধরি উঠ২ কয় ।। রাজার সম্মুখে আনে আনন্দ দোলায় । আগে পাছে নারী গণ কাছে কাছে ধায় ।। বসাইল মনোহর বরের বামেতে । নিরখিলে মন আর নাহি চাহে যেতে ।। অপরূপ হৈল শোভা পরম সুন্দর । রতি যেন বামে করি বৈসে পঞ্চশর ।। হৃষ্ট হৈল নরপতি করি দরশন । রামাগণে করে নানা মঙ্গলাচরণ ।। আনন্দে মগনা হয়ে পরে যত নারী । স্ত্রীআচার করিবারে চলে সারি সারি ।। হুলু২ করে মুখে সুখে ভাসে মন । আনিল নিছুনি ডালা করিতে বরণ ।। দাড়াইল যুববর কিবা রূপবর । বামে শশী যেন শশী ধরার উপর ।। নিরখিয়া মনোহরে কহে কোন রামা । হের ও রূপের প্রভা পোড়াইছে আমা ।। ইচ্ছা হয় কুল মান যাই পরিহরি । পুষ্প মালা করি বরে গলদেশে পরি ।। কিবা আস্য সুদৃশ্য সুদৃশ্য ভুরু তায় । হেরিলে মদন ধনু ফেলিয়া পলায় ।। কিবা কর শোভাকর হেন পদ কার । প্রাণ যায় পোড়া মুখ ভাবিয়া ভাতার ।। হেরিয়া ইহারে হৈল ঘরে যাওয়া ভার । ভাসায় তরুণ তনু বিরহ পাঁতার ।। মনের বাসনা

মনে বরি নব বরে। জর২ কৈল দেহ অদেহের শরে ॥ কেহ বলে ওগো সখি যদি ওরে পাই। ভিখারী হ-ইয়া লয়ে সঙ্গে চলে যাই ॥ হইলে অসুখ তৈল মেখে রাখি অঙ্গে। নতুবা দাসীত্ব লয়ে নিত্য থাকি সঙ্গে ॥ কহে আর অন্যনারী বাঞ্ছন অন্তরে। পাই-লে উহারে যাই দেশ দেশান্তরে ॥ কই পতি বির-হিনী নিত্য আঁখি ঝোরে। কজ্জল করিয়া পরি আই মন চোরে ॥ কামানলে তনু জ্বলে সদা হুহু করে। অন্তরণে নিশাইয়া রাখি হৃদে করে ॥ চাঁচর চিকুর কিবা অঙ্গের সুঠাম। অভিমানে হুঙ্কারে ভস্ম হৈল কাম ॥ মুখচন্দ্র হেরি চন্দ্র অধোমুখ হয়। তাই বুঝি দিন২ ভেবে পায় ক্ষয় ॥ লোক নিন্দা গুরু ভয় ছাড়িয়া তিলেকে। বিধি মিলাইলে ভজি চিরদিন একে ॥ কোন রামা কহে বিধি কেমন পা-ষাণ। এ নব রতনে মোরে না করিল দান ॥ পুন্য-বতী শশী ধন্য ধরার ভিতরে। পাইল ও মনোহরে যে এমন হরে ॥ করিবে ও মুখচন্দ্রে সুখে চুম্ব দান। আলিঙ্গন উপার্জ্জন সুখের সোপান ॥ একবার তা-বিয়া বাঞ্ছিত হই মনে। সহচরী হয়ে থাকি শশির সদনে ॥ হেরিব সুবর্ণ বর্ণ সেবিব চরণ। করিব ও

কোমলাঙ্গে চামর ব্যজন।। তরিব তথাপি হৈতে মদন বেদন। স্মরিব ও গুণ সুখে রহিব তখন।। আর বার ভাবি বিধি নাদিল উহারে। জীবনে জীবন ঢালি তাহে যদি মারে।। নাহয় যদ্যপি মম দেহের পতন। চিরদিন জ্বলিব কি করি দরশন।। তেঁই বলি ওগো সখি এই মম স্থির। তেজিব পাপিষ্ঠ দেহ প্রবেশিয়া নীর।। কহে এক গুণধামা নিরুপমা রূপে। পাইলে এ মনোহরে থাকি চুপেং।। স্বদুপরে সিংহাসন সযতনে পাতি। রাজা করি ধরি নব যৌবনের ছাতি।। রাখি নিত্য মুখেং বুকেং তুকে। হইবে প্রাণেতে সহ্য যা কহিবে লোকে।। নিন্দা করি পরে সবে নিজং পতি। দুঃখে ভাসি কোন রামা ভাবে কার প্রতি।। কিকব পতির কথা স্বরূপ স্ববেশ। রতি হেতু এক রতি নাহয় আবেশ।। প্রবেশ করিয়া ঘরে দেখিলে সে বেশ। আবেশ ঘুচিয়া নিরাবেশ পরিশেষ।। অগদ পানের ভাবে যদি ইচ্ছা হয়। গার গন্ধে ছাড়ে ভূত কাছে কেবা রয়।। ভাবের পিপাসা যায় হেরিলে সেভাব। না সরে বদনে বাক্য এহেন প্রভাব।। আর রামা বলে সই ভাল তোর ভাল। আমারে মিলিল পতি বিষম জঞ্জাল।। বিদ্যা ব্যবসায়ী করে বিদ্যা আলোচনা।

শ বিদ্য বিষয়ে সে অগাধ বিদ্যাপনা ॥ পাঁজী পুথী খুলি দিবা নিশি করে পাঠ। কে করে এ পুথী পাঠ না জানে সে পাঠ ॥ দিন২ শুভকাল যায় রসাতল। সাধের যৌবন মোর হইল বিফল ॥ আহা মরি কেন বিধি কৈল বিড়ম্বন। জানিয়া নাহৈল হেন রস আস্বাদন ॥ কি করিব কুলমান নাপারি তেজিতে। বিপরীত লজ্জা আসি থাকে বিপরীতে ॥ নতুবা এতেক দিনে দিয়া জলাঞ্জলি। ছাড়ি কুলশীল ভয় যাইতাম চলি ॥ উত্তম দেখিয়া জন লইয়া গোপনে। করিতাম কালক্ষেপ রস আলাপনে ॥ আর এক জনবর্তী নবীনা যুবতী। কান্দিয়া দুঃখের কথা কহে তার প্রতি ॥ অভাগির ভাগ্যেতে পাইনু বৃদ্ধ পতি। শক্তি বিনা নাহি ইচ্ছা করিবারে রতি ॥ দিবা নিশি শয্যোপরে করিয়া শয়ন। জীর্ণ দেহ লোল মাংস নাহিরে দশন ॥ নাহয় বাসনা কভু করিতে রমণ। তাহে কি সন্তোষ হয় রমণীর মন ॥ তবে যদি চেষ্টা করি করি আয়োজন। সে বলে বিপদ একি হইল ঘটন ॥ তুলিতে না পারে কটি কোটি২ বারে। আঘাতে মূর্চ্ছিত দায় বাঁচাইতে তারে ॥ আহি২ করে বলে কোথা ওরে প্রাণ। বিপদ সাগরে রক্ষা কর মোর প্রাণ ॥ দেখ একে

মদনে বিদীর্ণ দেহ যার। করে শরে২ তাহে বিপদ আবার॥ আর এক কামিনী লোচন ভরা জল। কহিছে তাহাকে হয়ে ভাবেতে বিকল॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠ পতি মম আর সব ভাল। করিতে এ কর্ম্ম তার ব্যাধি সে বিশাল॥ নখাঘাত চুম্বনে যতেক হয় তাই। আলিঙ্গন বিসর্জ্জন সে দফায় ছাই॥ এজ্বালা অন্তর করে বাসনা অন্তরে। বিড়ম্বনা বিধাতার তাহে কিবা করে॥ দরিদ্রের অভিলাষ যেরূপ হইয়া। সফল না হয় পুনঃ যায় মিলাইয়া॥ সেইরূপ মনঃখেদ রহে মনে২। দাহন শরীর করে মলয় পবনে॥ বুকে২ কভু চুকে না হয় মিলন। কিকহিব কার কাছে মনের বেদন॥ বিপরীত হয় আর বিপরীত কালে। ধরিলে আঁটিয়া বলে ধরিয়াছে কালে॥ বুকে খিল লেগে পড়ে হয়ে জ্ঞান হীন। এই রূপ জ্বালাতন করে দিন২॥ লোকের দেখিয়া আর দ্বিগুণ জ্বালায়। বিবর্ত্ত হইল বর্ত্ত তাহার জ্বালায়॥ আর রামা বলে সে ত মাথার ঠাকুর। মোর দুঃখ শুনে তব দুঃখ যাবে দূর॥ ভাগ্য গুণে মোর ভাগ্যে মিলিল বধির। কহিলে সরল বাক্য হয়ে থাকে স্থির॥ আভাস বুঝিতে নারে চাহে মোর পানে। কটু বুঝি কহি তারে মনে হেন মানে॥ কি করিব

রসিকতা হেরে তার মুখ। বেদনায় বুক ফাটে দূরে যায় সুখ।। কত করি মিষ্টালাপ না শুনিতে পায়। ঢালিলে ভস্মেতে ঘৃত কিবা ফল তায়।। যেমন লোচনহীনে অর্পণে দর্পণ। নাজানে তাহার গুণ বলে সে কেমন।। তাদৃশ হইল মম প্রেমবাক্যামৃত। ভেবে২ চিরদিন আছি প্রায় মৃত।। একবার ভাবি আর নারহিব ঘরে।। বাহির হইব জল রাখি কিবা করে।। রাখিয়া একূল গেল একূল ওকূল। বিরহ পাঁতারে সখি নাহি দেখি কূল।। অকূল হেরিয়া কূলে দিতে চাই ছাই। প্রতিকূল প্রতিবাসী এআর বালাই।। আকুল পরাণ এই সকল কারণে। কুলকুণ্ডলিনী কূল দিবে কতক্ষণে।। মুকুল ফুটিয়া এবে যৌবনের যায়। কবে অনুকূল বিধি হবে হায়২।। আর রামা বলে নিন্দা কেন কর তারে। আসলে বঞ্চিত তবু নারে করিবারে।। বলিব কি বার মাস জ্বলি যে জ্বালায়। ধ্বজভঙ্গ পতি পোড়া মুখে হাসি পায়।। দেখিতে সুন্দর কিন্তু চন্দ্র মুখ প্রায়। রূপের তুলনা পাওয়া যায় কি না যায়।। সুধা সম হাস্য আস্য বাক্য শুনিবারে। এরোগ কি সুধু সেই রসামনে সারে।। দিবস যামিনী বাণ হানিতেছে মার। কি করিব ইহাতে ক্ষমতা নাহি তার।। দগ্ধ হৈল

কলেবর তাহার অনলে। রতি রঙ্গ আলিঙ্গনে সারে ছলে বলে॥ কুহরে কোকিল সদা শ্রবণ কুহরে। মন্দ২ সমীরণ বহে ঘরে২॥ উড়ু২ করে মন গুণ২ রবে। কার সাধ্য সেইরবে ঘরে তিষ্ঠি রবে॥ থাকিতে চন্দন চুয়া পরশিতে নারি। পাছে দহে কলেবর সেই ভয় ভারি॥ রতি আশা করি চাহি পূরাইতে আশা। আশা দিয়া চলে যায় আর নহে আসা॥ সে আসার আশা করে থাকি আশা করে। নিরাশা করে সে আশা বাসা ভেঙ্গে পরে॥ ভুমগুলে আসা মাত্র আশা মাত্র সার। পতি হৈলে রতি হীন বিকং তার॥ অপর শুনহ বিদ্যা আর জিজ্ঞাসিলে। বলে হবে কালি রতি পুনঃ তা না মিলে॥ একগুণ মাত্র কিন্তু দেখেছি তাহার। উপপতি কৃত গর্ব্ব সে বলে আমার॥ সতী জ্ঞান লোকে ইথে করয় আমারে। সে যে বলে গর্ব্ব তার দোষ ঢাকিবারে॥ যাহউক হবে মরিয়াছি সেই গুণে। পরপ্রেমে মজি তা ত লোকে নাহি শুনে॥ আর রামা বলে সে ত মন্দ কভু নয়। শুনিলে আমার দুঃখ ঘুচিবে সংশয়॥ অভাগির পতি অন্ধ কৈতে ফাটে প্রাণ। দেখিতে নাপায় কিছু রৈলে বিদ্যমান॥ হলুদী কাঞ্চন জিনি তনু মনোহর। ভুধর

ধরিল ধরা হেন পয়োধর ॥ কি কব রূপের কথা শশী হারে মুখে। সে যে নাহি দেখে ইহা মরি সেই দুঃখে ॥ হাব ভাব কটাক্ষ কি হবে তার কাছে। নিশি সম সব হেন আঁখি মুদি আছে ॥ অঙ্গ ভঙ্গ বৃথা শুন রতি সবিশেষ। করিতে চুম্বনাধর চুম্বে অন্য দেশ ॥ ক্ষেপণ সাকরি তার লক্ষ্যে আপনার। অপর শরীরে মারে একি চমৎকার ॥ দ্বিগুণ আগুন জ্বলে এই সব গুণে। বিগুণ বিধাতা ঝাঁপ দিব কি আগুনে ॥ গুঞ্জরিছে অলিকুল গুণ২ করি। কত গুণ ধরে গুণধরে আহামরি ॥ কামশরে পুষ্প গন্ধে হুহু করে প্রাণ। কবে তার হাত হৈতে পাব পরিত্রাণ ॥ ভাসি দুঃখ নীরে কহে আর রসবতী। না কহিও কুবচন ভুলে তার প্রতি ॥ যে করে কাটাই কাল কালামুখ সনে। কলেবর কৃশ কৈল কাম শরাসনে ॥ কুবুদ্ধি সে দূত কর্ম্ম করয় কোথায়। উত্তর না কল্লে কভু কামের কথায় ॥ করিতে পরের কর্ম্ম কোমল সন্তোষ। ধিক বিধি মোরে তব কেন এত রোষ ॥ করি যদি উপপতি আনিয়া গোপনে। পুড়ে মরি ননদীর বাক্য হুতাশনে ॥ উগারে গরল রাশি শাশুড়ী আবার। কে পারে সহিতে এত সাধ্য আছে কার ॥ আমি যেই তেঁই তবু করিয়া কৌশল। বঁধু আনি

শীতল করি বিরহানল ।। হেন মনোহর মন চোরে না পাইলে। মনে হয় মনাগুণে ডুবিতে সলিলে ।। ভাবিলে পতিকে মেনে মনে একবার । মরি গুমরিয়া সই ভাব হেরে তার ।। ধর্ম্ম ভেবে কদাপি না করে পরশন। সুবরণ ভেবে২ কালীর বরণ ।। তড়িত বরণা এক নবীনা রমণী । কহে তারে কেন মন্দ বল২ ধনি ।। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পতি থাকে চতুষ্পাঠী। পরিপাটী ভূমির না রাখে কোন পাঠি ।। পোষা পাখী ঘরে তার না পড়ায়ে তায়। চতুষ্পদ চতুষ্পাঠী পড়াইতে যায় ।। বার মাস মধ্যে আসে দুই তিন দিন। তাহে ও সম্ভোগ নহে ভেবে তনু ক্ষীণ ।। বাছিয়া২ যদি ভাল দিন পায়। তবে রতি নৈলে পতি নিজ স্থানে যায় ।। কি করিব চিরকাল গণি হা হতাশ। থাকিয়া পতির বাসে যেন বনবাস ।। বেশ ভূষা চিহ্নর বিনায়ে কিবা ফল। জ্বালায় শরীর যেন জ্বলন্ত অনল ।। গুরুজন ভয়ে কিছু না পারি করিতে। তেজিতে বাসনা ধর্ম্ম হয় তার রীতে ।। একে নব যৌবনারনিক পতি তায়। বসন্ত হইলে হয় প্রাণ যায়২ ।। ভ্রমর কোকিল সদা নিজ২ রবে। জীবন বিনাশ হেতু সাজিয়াছে সবে ।। অন্তর নিবাসি দুঃখ অন্তর না হয়। নিরন্তর সে অন্তরে ভাবান্তরে

রয়॥ দুরন্ত কৃতান্ত সম মদনের গুণে। স্থানান্তর হতে চাহে প্রাণ দেখে শুনে॥ মনান্তর করিতে সদত চাহে মন। তবু মনে নিজজনে করি নিয়োজন॥ কৃষ্ণপক্ষ নিশি প্রায় হেরিতেছি কাল। কালে২ গত কাল আগত সে কাল॥ আশা করে রহি তার আসিবার কাল। কি সকাল কি বৈকাল কিবা সন্ধ্যাকাল॥ পতন হইলে দেহ জুড়ায় জীবন। ত্রাণ নাহি দেখি নৈলে মদন সদন॥ কহে আর নারী শুনি তাহার কাহিনী। চির রোগী পতি আমি চির বিরহিণী॥ কাজের বিষয় তার নাহি হয় মনে। তবু জর২ সদা করয় মদনে॥ কি করি ছাড়িয়া পতি কৈল উপপতি। তাহে পুনঃ রোষান্বিত হয় মোর প্রতি॥ করিতে তাহার বংশ রক্ষা চেষ্টা করি। সে হয় বাধক তাহে সেই খেদে মরি॥ ভেবে মরি যার লাগি সে ভাবে বিভাব। কার সাধ্য করে এ রোগের অনুভাব॥ চুরি করি যার তরে সেই চোর বলে। হায় বিধাতার সৃষ্টি কতই ভূতলে॥ রোগের সেবায় যায় দিবস সর্ব্বরী। রতির বিচ্ছেদে উঠি গুমরি২॥ ফুটে ছিল পদ্ম এক রূপ সরোবরে। প্রেম ভানু সহবাস করিবার তরে॥ নিরানন্দ নিশাকর নিরখি কমল।

চিন্তিয়া২ শুষ্ক হৈল সহ দল ।। উদয় গিরিতে যবে সেই দিবাকর। উদয় হইয়াছিল উরর উপর ।। দুঃখ ঘনে আচ্ছাদিল ঘেরিয়া যথন । খেদে গিরি সূর্য্য ভয়ে হইল পতন ।। শ্বশুর ভাশুর যেন অসুরের প্রায়। কসুর পাইলে বলে কি জায় বেজায় ।। করিতে সে সবে দণ্ড লইয়া কোদণ্ড । যুড়িয়া কটাক্ষ অস্ত্র মদন দোর্দ্দণ্ড ।। এসেছিল সে যে সেজে আমার কপালে । বিপদ হেরিয়া পুনঃ গেছে গেল কালে।। আছিল মরাল আর পাখী কত সরে। শক্তি নাহি দেখে শুনে যেতে কোথা সরে ।। ছিল ভাল রম্য ঘাট কেবা করে স্নান । পরিপূর্ণ শৈবালদ্ধে পঙ্কে সেই স্থান ।। উপবন ছিল তার নিকটে কতেক । ভগ্ন হৈল শাখা দল দিন২ এক ।। বন বিনা মরিল সাধের স্বরঙ্গিণী। তরণী ডুবিল তটে গেল বিকি কিনি ।। থাকিলে কাণ্ডারী ভাল হৈত কি এমন। বিমুখ সে চতুর্ম্মুখ কি করি এখন ।। গোদা নুলা খোড়া বোবা আদি যার পতি। কান্দিয়া কহিল কত কতেক যুবতী ।। পরে যত রামাগণে হইয়া মগন। স্ত্রী আচার করিবারে সুখে ভাসে মন ।। আইল আপনি রাণী করিতে বরণ। করে যত সখীগণে মঙ্গলাচরণ ।। কোন সখী অগোর চন্দন আনি

থালে। ফোঁটা করি দিল নব যুবকের ভালে।। কেহ করে দিল তাপ দীপ লয়ে মাথে। কেহ বা নিছনি ডালা ছোঁয়াইল মাথে।। বর বড় কন্যা বড় করে কোন জন। হুলুং শব্দে বাক্য নাহয় শুবণ।। সাত পাক দিয়া কন্যা রাখে বাম ভাগে। দেখিতে সুন্দর শোভা রূপ অনুরাগে।। শুভক্ষণে লয়ে শুভকর্ম্ম সমাপিল। শ্রীকালীকুমার গ্রন্থ ভাষায় রচিল।।

অথ রাজকন্যার সহিত রাজ পুত্রের বিবাহ।

পয়ার।। নারীগণে স্ত্রী আচার কৈল সমাপন। বর-কন্যা আনিলেক যথায় রাজন।। শাস্ত্রমত গৌরী-কান্ত করি আচমন। জানু ধরি মনোহরে করিল বর-ণ।। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মন্ত্র পাঠ করে। সমর্পণ করে কন্যা যুব রূপবরে।। নিয়মিত মন্ত্র মুখে করে উচ্চারণ। মনেং নরপতি হরষিত মন।। এয়ো গণে আনিল বরণ ডালা ভালে। ছোঁয়াইল প্রত্যেকে-তে যবকের ভালে।। ধরিয়া আনন্দ দীপ তাপ করে লয়ে। হাসিং দেয় কেহ বরের হৃদয়ে।। কেহ পুনঃ দেয় শিরে কেহ ভালোপরে। কেহ বা আরতি করে দীপ লয়ে করে।। কেহ পরিহাস করে কথা তামসি-ক। দেখিব সুন্দর বর কেমন রসিক।। রূপ যেই সেই মত থাকে যদি গুণ। তবে জানি ভাল সব গুণেতে

নিপুণ।। কেহ্ বলে ওহে যুব ফিরে কথা কও। কেমন যুবতী পেলে বুঝে সুঝে লও।। আছিল তোমার ভাগ্যে শশী রূপবতী। সে পাইল পুনর্ব্বার তোমা হেন পতি।। মরি কি বিধির বিধি হেরি চমৎকার। যুবতী যেমন পতি সেই মত তার।। হইল ঘটন ভাল সুখের বিরাজে। কেহ্ বলে ইহা ভিন্ন ভাল নাহি সাজে।। যুবতী জনম ছার সদা পরাধীনা। না হয় সুস্থির মতি প্রাণপতি বিনা।। তাহাতে যৌবন কালে যদি নাহি পায়। মদনে বিদীর্ণ প্রাণ শীর্ণ হয় কায়।। পুনঃ তাহে হৈলে পতি স্বরূপ স্বভাব। দিনং বিনোদিনী হারায় স্বভাব।। ভাবের অভাব দেখে নাহি পায় ভাব। কালেং শুভকাল হয় তিরোভাব।। ভাবকে বুঝিতে পারে ভাবের বর্দ্ধন। স্বভাবঃ ভরে ফেরে অনুক্ষণ।। কোন ধনী কহে ওহে মনোহর বর। মনোহর নাম তব রূপ মনোহর।। মনহারী মনোমত হৈল তাহে নারী। তোমার সম্পদ সুখ কহিবারে নারি।। কামিনী যামিনী দিবা লয়ে সুখে রবে। অন্য নারী সহ আর কথা নাহি কবে।। পুরুষ নির্দ্দয় বড় কিন্তু রূপবর। মধুপান করি শেষে সেই হয় পর।। প্রথমে যুবক গণে করে নানা ছল। অবলার প্রাণ মন হরয় সকল।। ফুটিয়া যৌবন যবে

সৌরভ ফুরায়। তাহে ফেলি আরবার আর জনে চায়।। না চায় নয়ন মেলি ঘুচায় উল্লাস। পুনঃ২ ধায় অন্য রমণীর পাশ।। তাহে ফের দিয়া ফের ফেরে অন্য ঠাঁই। যুবার স্বভাব অলি বলিহারি যাই।। নাকরে স্মরণ কভু কামিনীর খেদ। প্রাণ নাশে অবলার বিষম বিচ্ছেদ।। অথলা অবলা নারী সরল অন্তর। পরের পিরীতে মজি হেরয় কাঁপর।। পরম সন্তোষ হয় পর পরশনে। পরকাশ পায় মনঃপদ্ম পর মনে।। পরম্পরায় শুনিলে পরের গুণ গান। পূর্ব্বা-পার নাহি ভেবে সুখী হয় প্রাণ।। পর যদি পর বাসে করে পরবাস। তথাপি পরাণ কান্দে যেতে পর পাশ।। পরে করে পরাৎপর পরব্রহ্ম জ্ঞান। সতত পরের কাছে পরের বাখান।। পর সে পরশমণি ভাবয় রমণী। পরাশার হার গলে পরয় আপনি।। সঙ্গিনী সমূহ সঙ্গে মিলি পরস্পর। পর প্রণয়ের কথা কহে পর পর।। পর কিন্তু নাহি দেয় পর করে প্রাণ। পরাধীনা নারী তার না পায় সন্ধান।। পর-দুঃখে দুঃখী সদা সুখী পর সুখে। পরমাদ গণে মনে পর পরাঙ্মুখে।। ঘরে পরে গঞ্জনা করয় পর লাগি। তথাপি তৎপর হৈতে পরের সোহাগী।। পরন্তু পরের গুণ শুন আর বলি। পরে এত করে পরে অ-

পর সকাল।। ভ্রমন্মতী যুবতী না জানে পরিচয়। সেই পর ক্রমে ক্রমে কত পর হয় ।। পর সে ষট্পদ সম অন্যে না পরশে। পরিতৃপ্ত রহে পরফুল্ল ফুল্ল-রসে ।। অপর যখন তার সে রস ফুরায়। পর পুনঃ পরজ্ঞান করে পরে তায় ।। পরে ভজে পরে পরে এ-পরাণ যাবে। তবু কামিনী পরে পর ভাবে ভাবে ।। পরপ্রেমে পরমাদ কহে পূর্ব্বাপর। কোন নারী তাই বলে তেজিয়াছে পর ।। পরে দিয়া স্থান নিজ হৃদয় উপরে। তার পরে নিজে স্থান নাহি পায় পরে ।। পরলাগি পরলোক কত লোক হয়। পরে২ পর ভাবে একি প্রাণে সয় ।। পুরুষে নিদয় তেঁই বলি ওহে বর। নির্ম্মল নারীর ভাব সরল অন্তর ।। আর রামা বলে শুন ওহে যুবরাজ। বিচারিলে পুরুষের নাহি আছে লাজ ।। আগে এসে ললনা মজায় ছলনায়। বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ দিয়া নাশে শেষে তায় ।। নাজানে চাতুরী মন্ত্র যুবকের মত। দুরন্ত মদন তাহে পুনঃ করে হত ।। ভস্ম করেছিল হর কোপ দৃষ্টি পাড়ি। তথাপি সরল নহে জটিলতা ছাড়ি ।। একে পতি বিরহ তাহাতে পঞ্চবাণ। অবিরত বরিষণ করে পঞ্চবাণ ।। পতির চরিত্র ভেবে করে হা হতাশ। কাজে২ কামিনীর প্রাণ হয় নাশ ।। অবি-

রত স্ত্রীবধ করিয়া ফিরে ফিরে। পুরুষ ভ্রমর জাতি ঘরে২ ফিরে ॥ এইরূপ কথা কত কহে নারীগণ। যুববর প্রত্যুত্তর করে প্রতিক্ষণ ॥ সমানে সমান ভাল বাক্যের কৌশল। ভাব ভরে ভাবকের মন টলং ॥ পরে সীমন্তিনী গণ দিয়া হুলুধ্বনি। করিল বরণ বরে লইয়া নিছনি ॥ পুলকে পূর্ণিত হয়ে গৌরাকান্ত রায়। মনোহরে করে২ সঁপিল কন্যায় ॥ শুভকালে শুভ কর্ম্ম হৈল সমাপন। শঙ্খ নাদ বাদ্য বাঁশী গুণী করে গান ॥ বর কন্যা শুভ নেত্রে হেরিল উভয়। ভালং শ্রীকালীকুমার হেরে কয় ॥

অথ বর কন্যার বাসরে গমন ॥

পয়ার ॥ বিধিমতে সমাধান করিয়া বিভার। প্রস্ফুটিত প্রেমাম্বুজ হৃদে সবাকার ॥ নৃপতি হইল সুখে হরষিত মন। বরযাত্রী কন্যাযাত্রী করান ভোজন ॥ আনি নানা আয়োজন দ্রব্য ভারং। সারি২ বৈসে লোক হেরি চমৎকার ॥ করে২ পরিবেশ করে কত জন। জলপাণী ক্ষীর চিনি মিছরি মাখন ॥ নারিকেল বেল জাম কাঁটাল বাতাবি। মিষ্ট অম্ল সহ দিল মিঠাই রাতাবি ॥ বসিল গণ্ডূষ করি যত দ্বিজগণ। অন্যদিগে বৈসে অন্য২ লোক জন ॥ জিলাপি কচুরি পূরি পেট পূরি খায়। যত দেয় তত আর

ফিরে২ চায় ।। দিল কত নিখুতি নবাত মনোহরা। বরফি বাদামতক্তি মণ্ডা মনোহরা ।। ছেনা ছেনা-বড়া রসগোল্লা রসকরা। খাজা গজা বঁদে ক্ষীর সর সরা ভরা ।। চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় যিনি যাহা চান। আনন্দে ভূপতি করাইল জলপান ।। ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি মিঠা চাঁচি পাণ। করিল গমন সবে নিজ২ স্থান ।। কুটুম্ব সজ্জন গণে করি সমাদর। বাসা দিয়া শোয়াইল নানা শয্যোপর ।। নিযুক্ত করিয়া সব নিজ লোক জনে। যোগাইতে বলে দিল যত প্রয়োজনে ।। অমাত্য আত্মীয় আর লোক গণে নিয়া। মজলিসে বসিলেন আপনি আসিয়া ।। আরম্ভিল গীত বাদ্য নৃত্য গুনিগণে। দেখিতে আইল ধেয়ে কত শত জনে ।। অপরূপ কত শোভা হেরে কত ঠাঁই। রজনী হয়েছে দিবা হেন রোসনাই ।। কড়িতে২ ঝাড় তড়িতের প্রায়। ঝলকে উজ্জ্বল করে ঝাড়ের ঝোলায় ।। দেয়ালে দেয়ালগিরি জ্বলে ঘরে ঘরে। যেন তায় দিবাকর বসি দিবা করে ।। আলকর লেণ্টনেতে কিবা আল করে। নিরখিলে ভুলে মন আপনা পাসরে ।। নৃত্য করে নর্ত্তক দেখিতে মনোহর। ভবন হইল যেন ইন্দ্রের নগর ।। ভাঁড়ামী করয় ভাঁড় নানা মত ভাবে। চারিদিগে

লোক জন হিং করি হাসে॥ গাহকেতে গান করে করে তানপুরা। বাজয় মৃদঙ্গ সপ্তস্বরা সপ্তসুরা॥ টপ্পাবাজ গায় টপ্পা শ্রবণে মধুর। বোধ হয় সেই সুরে মুগ্ধ সুরাসুর॥ এইরূপ শ্রবণ দর্শন করে সবে। বাসরের বিবরণ শুন কহি তবে॥ হরিষে মগনা নারী হয়ে অন্তঃপুরে। ভোজন করিল সবে মনোবাঞ্ছাপূরে॥ সারি পরে অন্য কার্য্য আদি প্রয়োজন। বরকন্যা বাসরেতে করায় শয়ন॥ স্থানেং জ্বলে ঝাড় আদি রোসনাই। হেরিলে বারেক যায় মনের বালাই॥ অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে রহে যুবক যুবতী। রূপ হেরি লজ্জাযুক্ত রতি রতিপতি॥ মনেং উভয়ের হরষিত মন। রহস্য করিতে রঙ্গে চলে রামা গণ॥ উপনীত হৈল আসি যথা কন্যা বর। মৃদুং হাসি কথা কহে পরস্পর॥ উঠে বৈসে মনোহর বামে লয়ে শশী। হেরি তায় মোহ যায় কতেক রূপসী॥ অনঙ্গদেহের শরে দেহে হয়ে জ্বালাতন। একে ভাষি দুঃখে ভাসি কহে আর জন॥ ওগো সখি ইচ্ছা হয় না রহিতে ঘরে। অবিরত সেবি অই রূপ যুববরে॥ আহামরিমরি কিবা রূপ নিরুপম। বিধির ঘটন পতি যুবতীর সম॥ এইমত কহে কত নারী পরস্পরে। কেহ আসি হাসিং কহে মনোহরে॥

কহ দেখি ওহে বর বড় রূপবর। বচন কেমন শুনি জুড়াক্ অন্তর॥ আখ্যা তব মনোহর দৃশ্য মনোহর। গোটা দুটা কবিতা শুনাও দেখি বর॥ হাস ভাব আভাসে বুঝিয়া তার ধ্বনি। কি কহে শুনিতে যুবা আসে কত ধনী॥ নাগরের কাছে আসি বসিল সকলে। না আছে হেরিতে হেন নয়ন যুগলে॥ এক প্রশ্ন উত্তর না দিতে যুবরায়। পুনঃ২ ধনী সবে প্রশ্ন করে তায়॥ বর সনে নারীগণে কথোপকথন। অবিশ্রাম সুধাভাষা হয় বরিষণ॥ কহে এক অবলা ওহে মনোহর। শশির সহিত অদ্য বিদ্যালাপ কর॥ অরসিক কি রসিক বুঝিব এখনি। নিজ নারী সঙ্গে যদি পার গুণমণি॥ কিন্তু যদি হারি হয় বিচারে উহার। প্রতিজ্ঞা করহ দাস হয়ে রবে তার॥ সে যদি ইহাতে হারে দাসী হবে তব। বিচার মীমাংসা করি মোরা সবে কব॥ রায় বলে বিনা মূলে ও পদে বিক্রীত। হারিলে হইবে সাজা যে হয় বিদিত॥ নিবেদন শুন কিন্তু অরক্ষনয়নে। বিচার কে করে বল কামিনীর সনে॥ ত্রিভুবন জয়ী হৈতে কটাক্ষেতে পারে। তাহার সহিত পুনঃ কে জিনে বিচারে॥ বুকের উপরে গিরি যে করে বহন। তার বল তুল্য বল হয় কোন জন॥ লোকে বলে

অবলা সে যদ্যপি অবলা। তবে আর কোন্ জনে বলা যায় বলা॥ সুবুদ্ধি চতুরা নারী কৌশলে নিপুণা। শাস্ত্রে বলেছি ভোজনে কামে অষ্টগুণা॥ স্ববলে প্রবলা অতি বঞ্চিবারে নারি। বুঝে দেখ তার সঙ্গে পারি কিম্বা হারি॥ হারিয়াছি মোর স্বপ্ন সাক্ষাত যখন। বৃথা আর বিচারে কি করে প্রয়োজন॥ শশিমুখী শুনিয়া নাথের সুকৌশল। ভাবে গদ২ মন রসে টল২॥ কিন্তু নবোঢার ধর্ম্ম লজ্জা আসি ধরে। প্রকাশিতে নাহি পারে অন্তরে অন্তরে॥ নানা ভাব ভাবি পরে সখী সম্বোধিয়া। মৃদু ধ্বনি করি ধনী কহিছে হাসিয়া॥ শুন২ সখীগণ একি চমৎকার। নারী কি নায়ক নহ করহ বিচার॥ তাহে এবে শুনিলাম বাক্য আর ভাল। অবলা অবলাগণ নাকি চিরকাল॥ এভাবে স্বভাবে ভাবে ভাব উপজিল। পুরুষ অবল বল কিরূপে হইল॥ মিছা বাক্যে বধে নারী ব্যাধের এ কাজ। বিচারের কথা কৈতে নাহি হয় লাজ॥ পরাধীনা নবীনা স্বাধীনা হয় কবে। পুরুষ হইতে তাই বলবতী হবে॥ লাজে মরি সহচরি হাসি উপজয়। শুনি কামিনীর বাণী কহে রসময়॥ একি২ চন্দ্রাননে কহ আরবার। অপরূপ উপকথা মম শুনিবার॥ নবীনা অধীনা

কভু নাগরে কি হয়। পায়২ প্রেমভরে রহে নবব-
য়।। অভিমান কৈলে মান ভাঙ্গিবার তরে। কোন্
পতি যুবতীর পায় নাহি ধরে ।। প্রেমবারি আশা
করি নারীর অধীন। যুবক জনেরে কত হেরি চির
দিন।। তাহাতে কহিলে বড় পুরুষেরে কিসে। যুবতী
যুবক যেন স্বর্ণ আর সীসে।। আপনার গুণ ধনি কে
করে বাখান। পুরুষ কথন নহে নারীর সমান ।।
মোহ মন্ত্রে মোহিলা মহিলা মহীতলে। অবলা২
মুখে তবু সদা বলে।। পতি বাক্য শুনি ধনী ঈষত্
হাসিল। তেজি লাজ সখী ছেড়ে নাথে সম্ভাষি-
ল।। শুন২ প্রাণপতি করি নিবেদন। যুবতীর বশী-
ভূত যুব কি কথন।। পর দুঃখে দুঃখী সদা সুখী পর
সুখে। অসম্ভব বাক্য তাহে শুনি তব মুখে।। মিছা
কেন জ্বালাতন করিছ দাসীরে। হারিলাম হারি-
য়াছ কেন কহ ফিরে।। রায় বলে কেন ধনি করহ
কপট। পুরুষের নাহি ক্রম নারীর নিকট।। হারিল
বিচারে যদি হয় অভিমানী। পুনঃ পতি প্রতি
নাহি ফিরে চায় জানি।। বড় হঙ্গ ছোট হঙ্গ কেবা
জিনে তায়। যে মান ভাঙ্গিতে হবে ধরিয়া দুপায়।।
হারাইলে হারিলে উভয় সুসঙ্কট। কাজে২ হারি
মানি নারীর নিকট ।। যুবতী যৌবন তাহে

মোহনীয়া রস। সহজেতে যুব হয় সেপ্রেমের বশ॥ দেহেতে যখন পুনঃ আসি পঞ্চশর। জ্বরং কল্পেং হানি পঞ্চশর॥ বিরহ সমুদ্রে হয় দুরুহের দায়। তরুণী তরণী বিনা না দেখি উপায়॥ অতএব নারী সহ কি হবে বিচার। নারিলাম হারিলাম বুঝে দেখ সার॥ হাসিয়াং ধনী কহে আরবার। অবি-চারে মান হারি একি অবিচার॥ না হইল শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তব সহ। কিসে নাথ পরাজয় হইয়াছ কহ॥ শুনি কহে মনোহর শাস্ত্র কিসধিক। নারীর সহি-ত নারি কহিলাম ঠিক॥ এইরূপ নানাবিধ কথায় কথায়। অস্তে গেল নিশাকর সর্বরী পোহায়॥ আ-পন আপনাগারে যায় রামাগণ। রীতি মত শয্যা করে করে উত্তোলন॥ ধীরেং বাহিরে আইল গুণ-ধীর। পুলক প্রমোদে সম অন্তর বাহির॥ বাসরের বিবরণ করিতে শ্রবণ। আইল ভূপতিপত্নী কন্যা-র সদন॥ লইয়া দুহিতা কোলে চুম্বিয়া বদন। আ-পন মহলে আসে হরষিত মন॥ ক্ষণে বিনা পতি শশী বদন মলিন। রজনীর জাগরণে তাহে তনু ক্ষীণ॥ হেরি সুতা দুঃখযুতা করে জিজ্ঞাসন। কি কারণে বিষাদিতা ওরে প্রাণধন॥ শুকায়েছে আস্য হাস্য নাহি কেন তায়। মনোদুঃখে মরি বাছা বল

লো আমায় ॥ শশী কহে জননি শুনহ মোর বাণী। যে জন্য হয়েছে মোর ব্যাকুল পরাণী ॥ আশ্চর্য্য হেরিনু এক বিধির সৃষ্টিতে। এমন ব্যাপার নাহি পড়য় দৃষ্টিতে ॥ যবে আমি সখী সঙ্গে আপন মহলে। থাকিতাম দিবানিশি নানা কুতূহলে ॥ সহচরী মুখে এক শুনিনু বচন। কামিনীর কায়া নামে আছে এক বন ॥ জনক রাজার রাজ্যে হয় রয় যেই। পুনঃ নাকি অন্য অধিকারে যায় সেই ॥ থাকে তাহে নানাবিধ পশু পক্ষি গণ। শ্রেণীবদ্ধ কত মত কে করে বর্ণন ॥ প্রথমত নিম্ন শ্রেণী সর্ব্ব লোকে বলে। মরাল মাতঙ্গ খেলে পদগতি ছলে ॥ দ্বিতীয় শ্রেণীতে করিকর ছলে উরু। পরে কটি করি-অরি থাকে বলি গুরু ॥ চতুর্থে ভূধর তাহে রহে বিষধর। ছলে বুঝ বর্ণিলাম যুগ্ম পয়োধর ॥ পঞ্চমেতে কমলের মৃণাল যুগল। ভ্রমে মত্ত২ বারণ সকল ॥ বুঝিবে রসিক গণ কর বর্ণ্ণি ছলে। যষ্ঠে ফিরে অলিকুল ওষ্ঠ বিম্বফলে ॥ খগপতি নাসা পরে কুরঙ্গ নয়ন। তদুপরে বেণীছলে ভুজঙ্গিনী গণ ॥ আর কত ক্ষুদ্র শ্রেণী মধ্যে২ আছে। সবে নাকি বৃত্তী এক রাজ্যে হইয়াছে ॥ যৌবন তাহার নাম নরপতি পতি। স্বরাজ্য শাসনে ভূপ আইল সম্প্রতি ॥

না হতে ক্ষেত্রের কর কিঞ্চিত আদায়। বিচ্ছেদ বিপক্ষে নাকি তাড়াইল তায়॥ প্রত্যক্ষে দেখিয়া সেই ভূপালে নয়নে। নাহেরিয়া এবে আছি তেঁই অন্যমনে॥ শুনিয়া সুতার এই কথার কৌশল। বাখানিল রাণী তায় হেরি বুদ্ধি বল॥ আনন্দেতে তার পরে অন্য কার্য্য করে। আরবার অই ব্যাখ্যা করে প্রেমভরে॥ শ্রীকালীজন্মার কহে শুন ওগো রাণি। হেন রসবতী কন্যা আমিও বাখানি॥

অথ ফুল শয্যা॥ পয়ার॥

সুপ্রভাতে বাহিরে আসিয়া যুবরায়। নিত্য কর্ম্ম আদি কৈল হরষিত কায়॥ নরপতি গৌরীকান্ত হয়ে ত্বরাবান। বাসি বিভা আদি কর্ম্ম কৈল সমাধান॥ করিল তরুণী গণে মঙ্গলাচরণ। অনেকের মন বরে করিতে বরণ॥ অবিরত কোলাহল হয় রাজাগারে। কার সাধ্য সবিশেষ বর্ণিবারে পারে॥ সুখে প্রভাকর পরে চলে অস্তাচলে। নিশাকর প্রমোদিত গগণ মণ্ডলে॥ কাল রাত্রি হেতু সেই শুভকর্ম্ম হীন। সুপ্রভাতে শুভদিন হৈল পর দিন॥ সবার অন্তরে মহানন্দ অপরূপ। ধুম ধামে গেল বিদা কি দিব স্বরূপ॥ রজনীতে পূর্ব্ব মত হৈল রোসনাই। অনুমান করি তার সমতুল নাই॥ কৈল

ফুলশয্যা হৈল দেখিতে সুন্দর। নারী গণে অন্তঃপুরে হরিষ অন্তর॥ ফুলের শোভনে মনে করে সুখকর। করিল বিস্তর তাহা কহিতে বিস্তর॥ অরচী কুসুম কুঁদ করবী কামিনী। কাঞ্চন কলিকা কৃষ্ণকলী কমলিনী॥ কদম্ব কেলিকদম্ব মুচকুন্দ বক। কুমুদ কেতকী ভূমিচম্পক চম্পক॥ গোলাব সেঁউতী কৃষ্ণচূড়া যূথী জাতী। মল্লিকা কাষ্ঠমল্লিকা শোভে নানা জাতি॥ দোনার মালতী রাধা শ্যামা তরুলতা। দশবায়চণ্ডী ভাণ্ডী ও মাধবী লতা॥ কহ্লার অপরাজিতা দোপাটী চৌপাটী। নাগেশ্ব টগর কিবা শোভে পরিপাটী॥ পুন্নাগ নাগকেশর জবা সেফালিকা। তিল বেল পারুল গুঞ্জকী সুকলিকা॥ অতসী আতসী লঙ্গলতা আর দ্রোণ। বান্ধুলি বাকস স্থলপদ্ম ঘন২॥ অশোক কিংশুক মধুকল্লী সুশোভন। চন্দ্রমণী সূর্য্যমণী ধাতকী রঙ্গন॥ বঙ্গল পিউলী নিশিগন্ধ গন্ধরাজ। চন্দ্রসূর্য্যমুখী চন্দ্রসূর্য্য পায় লাজ॥ প্রস্ফুটিত কোন ফুল কাহার মুঙ্গল। মধু লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে অলিদল॥ আলিগণে আনি বেল বালিস করিল। মল্লিকার মালা করি শয্যায় পাতিল॥ ফুলের গড়িল বাটা ফুলের ব্যজন। ফুলময় ফরসি করিল কোন জন॥

ফুলের পর্য্যঙ্কোপরে রাখে কত ফুল। হেরিলে ভাবক ভাবে হয় ঢুলং॥ আতর গোলাপ চুয়া সুগন্ধ চন্দন। থরেং সাজাইয়া রাখে কোন জন॥ প্রফুল্ল ফুল্লের গুচ্ছ করে সুশোভন। বাটা ভরি খিলী করি রাখে সখীগণ॥ চারি কোণে ফোয়ারায় ছুটিছে সলিল। মন্দং বহে তাহে মলয় অনিল॥ মন্দির হইল যেন বসন্তের ধাম। হেরিলে বিয়োগী পঞ্চবাণ হানে কাম॥ ডালং আলং করে উইং। হীরক দীপক তুল্য তুল্য দিতে নাই॥ এইরূপ সাজাইয়া রাখিল সুন্দর। হেন কালে আসে মনোহর যুববর॥ কি কব রূপের কথা নামেতে প্রকাশ। হেরি নারীগণে মনে লাগে প্রেম ফাঁস॥ তাহাতে সুসজ্জীভূত অপরূপ সাজে। সে বেশ হেরিলে রতিপতি মরে লাজে॥ বসিল পর্য্যঙ্কোপরে আসি যুবরায়। হাসি হাসি শশী ধীরেং বামে যায়॥ মাতঙ্গ আতঙ্কে গতি হেরিয়া পলায়। চঞ্চলাং সার রূপের তুলায়॥ পদ্মনাল করদ্বয় করি দরশন। জীবন তেজিতে হৈল জীবনে মগন॥ মুখের তুলনা নাহি নিরখি ভূতলে। তত্রাসে শশাঙ্ক গেল গগণ মণ্ডলে॥ কর্ণে দোলে কর্ণবালা নাসায় নলক। কাম সরাশন সম আঁখির পলক॥ মার্জ্জনে মার্জ্জিত দন্ত পাঁতি

শোভাকর। ধুকধুকী কণ্ঠহারে জ্বলে প্রভাকর ।। বাহু যুগে ঝোলে ঝাঁপা বাজু মনোহর। কাঁচলি বিজলী পয়োধরের উপর ।। বিভূষিতা হয়ে ধনী বসনে ভূষণে । বসিল নিকটে আসি পতির আসনে ।। হেরি যুবতীর বেশ বলে যুবরায় । একি২ চন্দ্রমুখি নিরখি তোমায় ।। করিয়াছ ভূধরের ছটা বুঝি চরি। তেঁই রাখিয়াছ কুচ কাঁচলিতে পূরি ।। হরিয়াছ কোকিলের ধ্বনি বুঝি ধনি । তেকারণে চুপ করি আছ কি অমনি ।। সত্য মিথ্যা বুঝা যাবে শুনিলে বচন। পুনঃ একি কেন মুখে ঝাঁপিলে বসন ।। লাবণ্য জহক জাল পাতি কি রূপসি। সফরী করিয়া একি ধরিয়াছ শশী ।। রাজার তনয়া হয়ে হর পরধন। ছি২ ইহা তবোচিত নহে কদাচন ।। চোরাধন নৈলে কেন ঢেকে রাখ সবে । হয় নয় কহ কথা একে বুঝি তবে ।। শশী বলে গুণমণি এ আর কেমন। লাগিল হৃদয়ে বড় কঠিন বচন ।। চুরি করিয়াছি বটে সকলের ধন। চোরের উপরে তুমি চুরি কৈলে মন ।। সত্যবটে দণ্ডযোগ্য হয় চোরচয়। কি হয় তাহার বল তার যেবা লয় ।। আগে ওহে মন চোরা ফিরে দেও মন। তব ও চাতুরী পরে বুঝিব তখন ।। মনেং মনোহর মন হরে লয়ে। এবে কি এড়াতে চাহ মোরে

চোর কয়ে ॥ অবাক হইল যুব শুনিয়া উত্তর। আর বার কত কথা কহে কত তর ॥ জিজ্ঞাসিল কহ প্রিয়ে কিসের কারণে। পাষাণে গঠিল বিধি রমণীর মনে ॥ কোমল সে কলেবর কোমল গঠন। কোমল কমল তুল্য আস্য সুশোভন॥ সকল উত্তম হেন করিয়া সৃজন। কেন পুনঃ সে দেহেতে পাথরের মন ॥ শুনি শশী হাসিং কহে ফিরে তায়। বিচক্ষণ হয়ে হেন কৈলে কেন রায় ॥ যখন বিধাতা কৈল রমণী গঠন। প্রথমতঃ সুকোমল অঙ্গ অন্তরণ ॥ সরলা অবলাজন অন্তর সরল। নির্ম্মাণ করিয়াছিল সকলি নির্ম্মল ॥ কি দোষ তাহারে দিব করেছিল ভাল। ঘটিল বিষম মন্দ রমণীর ভাল ॥ এবে থাকি সদত পুরুষ সন্নিধান। দিনেং মন তাহে হইল পাষাণ ॥ আছয় শাস্ত্রের বাক্য নাহয় খণ্ডন। যেমন সংসর্গ যার ঘটয় তেমন ॥ বিবেচনা কল্লে দেখ হয় কি না হয়। পল হৈতে পুরুষের পাষাণ হৃদয় ॥ দেখহ দৃষ্টান্ত তার গুণং রবে। মুকুল না হৈতে ফুলে ফিরে অলি সবে ॥ প্রস্ফুটিত হয় যেই সেই ফুলচয়। মজিয়া তাহায় মধুপানে মত্ত হয় ॥ দিবা বিভাবরী বাস করিয়া তথায়। ফুরাইলে মধু তায় ফেলাইয়া যায় ॥ দেখহ পাষাণ কত পুরুষের মন।

এত যার সনে তায় না করে স্মরণ ॥ কি করি বিধির বিধি না পারি তেজিতে। নতুবা কি যুবরাজ মজি ও সঙ্গীতে ॥ পরাধীনা পরের করিব উপাসনা। তরুণী করিল বিধি সহিতে যন্ত্রণা ॥ থাকিতে চরণ মনেন্দ্রিয় কলেবরে। নাপায় ভ্রমিতে খগ যেমন পিঞ্জরে ॥ কি আর কহিব নাথ জানহ সকল। নারীর বাসনা কভু না হয় সফল ॥ থাকয় যাহার পতি চির পরবাস। ছাড়িয়াছে সে রমণী জীবনের আশ ॥ মদন সদনে আসি করে হুহুঙ্কার। না পাইলে কর করে বিস্তর প্রহার ॥ সামন্ত সমস্ত হেরি কৃতান্ত ডরায়। একে পতি বিদেশে তাহাতে হেন দায় ॥ কোকিল মারয় কাল সহুরব করি। মনের দুঃখেতে নারী মরয় গুমরি ॥ গুণ২ করি অলি আগুন লাগায়। মলয় মরুত মন্দ আহুতি তাহায় ॥ বিনা নাথ অন্যে তাহা কে করে শীতল। জর২ করে কায় বিরহ প্রবল ॥ সে কি তাহা মনে করে বারেক কথন। সুকঠিন মন বড় পুরুষের মন ॥ যদি পতি আসে বাসে হইয়া সদয়। মন্দ ভাবি পুনঃ তাহে জ্বালায় হৃদয় ॥ সে বাক্য লাগয় শেল হৈতে গুরুতর। জীর্ণ দেহে আরবার বরিষণ শর ॥ জলধর আশা করি চাতকী যেমন। ঊর্দ্ধ চঞ্চু করি করে